বাংলাপিডিএফ.নেট
এক্সক্লিউসিভ

ওয়েস্টার্ন

কারসাজি

বাংলাপিডিএফ.নেট

কাজী শাহনূর হোসেন

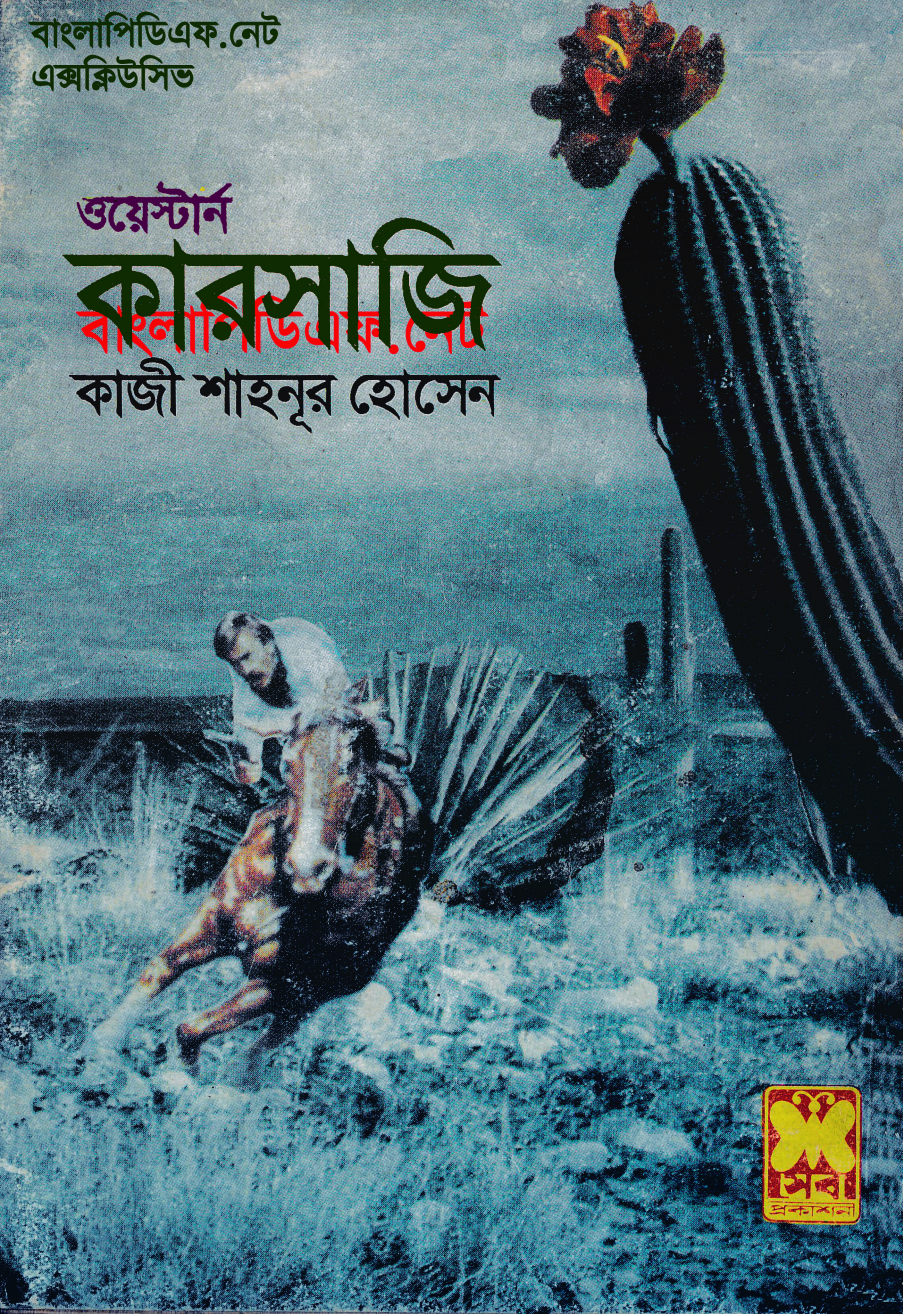

সবা
প্রকাশনা

ওয়েস্টার্ন

কারসাজি

কাজী শাহনূর হোসেন

জ্যাক কার্মডি তার নিউ মেক্সিকোর পুরানো শহরে ফিরে এসেছে বুনো ঘোড়া বিক্রি করবে বলে।
প্রচুর টাকার প্রশ্ন জড়িত এ কারবারে।

সেনাবাহিনীর কাছে বিক্রি করবে ঘোড়া। কিন্তু শহরেব কেউ কেউ পছ দ করতে পারল না জ্যাকের প্রত্যাবর্তন।
গর্ডন হার্কার এদের একজন।
এক যুগ আগে জ্যাকের পরিবারের প্রতি তার চরম অন্যায় আচরণের জন্যে মনে মনে ভয় পাচ্ছে সে।
প্রতিশোধ নিতে এল নাকি যুবক? বাংলাপিডিএফ.নেট
জ্যাক তাকে খোঁজ করছে শুনে কপালে ঘাম জমত ওর।
সর্বনাশ করতে হবে স্যাকের। নানারকম কারসাজিতে মেতে উঠল ও। জ্যাকও পিছিয়ে যাওয়ার পাত্র নয়।
সংঘাত হয়ে উঠল অনিবার্য।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ISBN 984-16 8136 6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স . ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

KARSHAJI
A Western Novel
By Qazi Shahnoor Husain

সেবা প্রকাশনী

ছাব্বিশ টাকা

কারসাজি

।

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিষ্ঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্নোন, খুনে মার্শাল।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দৃষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।

রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী।

জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।

আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু।

বজলুর রহমান: বাজি।

খসরু চৌধুরী: ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।

তাহের শামসুদ্দীন: স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি।

কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।

কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা।

প্রিম রিজভী তৌহিদ: শেষ মার।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া।

ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত।

টিপু কিবরিয়া: অশুভ চক্র, হুমকি।

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ: ভবঘুরে।

শেখ আবদুল হাকিম: ভাড়াটে খুনী; পিস্তলবাজ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা নিষিদ্ধ।

এক

জ্যাক কার্মডির যদ্দূর মনে পড়ে শহরটা ছিল ধূসর আর সমতল, নিউ মেক্সিকোর খেয়ালী আবহাওয়ার শিকার। টিবিটার ওপরে ঘোড়া থামিয়ে নিচে শহরটার দিকে চোখ রাখল ও, পুরানো স্মৃতি মুহূর্তে ধেয়ে এল দমকা হাওয়ার মতন। বারো বছর—ওর জীবনের প্রায় অর্ধেকটা—আগে চলে গেছে সে এখান থেকে, ছেলেবেলার অনুস্মৃতিগুলো জোরাল ঝাপ্টায় ফিরিয়ে আনল ওকে কৈশোরে।

কোন শহরকে মনে রাখার প্রধান উপায় হচ্ছে তার মানুষ। বাড়ি-ঘরের তো কোন ব্যক্তিত্ব নেই, যারা বাড়ি-ঘরে বাস করে তারাই ওতে প্রাণ আর উষ্ণতার সঞ্চার করে। বুড়ো হেনরীর কথা মনে পড়ল ওর, স্যাডল শপ চালাত—বাইরেটা ওর নারকোলের খোলের মত, কিন্তু একবার যে ভেতরে ঢুকতে পেরেছে, সে জানে নরম একটা মন আছে লোকটার। হেনরীর দেয়া ধারাল একটা ছুরিতে একবার আঙুল কেটে ফেলেছিল ও। জেনারেল স্টোরের মালিক ওয়াল্টারের মুখটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। কখনও কখনও ওকে এক-আধটা ক্যাণ্ডি খেতে দিত সে, আর অন্য সময় বকাঝকা করে খেদাত। আরেকজন হলো মার্শাল আলফ্রেড, রাস্তা দিয়ে গটগট করে হেঁটে যেত যখন, ধারেকাছে ঘেঁষত না বাচ্চারা।

সরেলটা অসহিষ্ণু হয়ে লাফঝাঁপ দিচ্ছে। জ্যাক সামনে ঝুঁকে গলা চাপড়ে দিল ওটার। ঘোড়াটাকে এখনও পুরোপুরি বশ মানানো যায়নি, মানুষ এবং তার স্পর্শ চিনতে শিখেছে তিন হপ্তাও হয়নি। ওটার রক্তে এখনও বুনো স্বাধীনতার ডাক।

'ইজি, বয়,' সান্ত্বনার সুরে বলল জ্যাক। সরেলের মেজাজ-মর্জি বুঝে চলতে হয় আরোহীকে, নইলে নিজেকে যে কোন মুহূর্তে আবিষ্কার করতে হতে পারে ধুলো-কাদায়। তবে কোন সন্দেহ নেই দেখার মতন একটা জিনিসই নিয়ে এসেছে ও। প্রকাণ্ড পেট ঘোড়াটার, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুগঠিত, উচ্চতায় পাক্কা ছ'ফুট। সকালের রোদে চকচক করছে ওটার দেহ, চোখের আগুন যে কোন ক্যাভলরি অফিসারের দৃষ্টি কেড়ে নেবে, তাকে উৎফুল্ল করে তুলবে। জ্যাক আশা করছে ক্যাপ্টেন মার্লার এ ধরনের আরও একশো ঘোড়ার জন্যে চুক্তি করবে তার সঙ্গে।

লাগাম তুলে নেয়ার আগে আবারও শহরটা দেখে নিল ও। শহরের সুনাম, বদনাম দুইই থাকে, এবং এ মুহূর্তে ওর মাথায় গিজগিজ করছে সেসব। আগে ছেলেমানুষের দৃষ্টিতে এগুলো লক্ষ করেছে সে, এখন দেখবে পুরুষমানুষের চোখে। এ শহরের কোন পরিবর্তন হয়ে থাকলে হোক, মাথা ঘামাবে না ও। এখানে পুরানো যোগসূত্র খুঁজতে আসেনি সে। তবে এটা সত্যি, মার্লার ওকে অন্য কোনখানে দেখা করতে বললেই ভাল হত।

অনুচ্চস্বরে ধমক দিয়ে ঘোড়াটাকে চালু করল জ্যাক। সহজ ভঙ্গিতে রাইড করছে, ওর লম্বা, ছিপছিপে দেহটি চমৎকারভাবে মিলে গেছে চলমান ঘোড়াটার ভঙ্গিমার সঙ্গে। মসৃণ মুখটা ওর রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, ধূসর চোখজোড়া গভীর এবং একটু যেন উদাসী—একাকী বেড়ে ওঠা মানুষের চোখ যেমন হয়

আরকি।

জ্যাকের হিপ থেকে ঝুলছে একটা কালো রঙের পুরানো কোল্ট .৪৪, হাঁটুর নিচে স্ক্যাবার্ডে একটা রাইফেল। আঠারোশো পঁচাশিতে হুটহাট অস্ত্র ব্যবহারের প্রবণতা দশ বছর আগের তুলনায় কমে এসেছে অনেক। আইন এবং আদালত জায়গা করে নিচ্ছে অস্ত্রের বদলে, জ্যাক অবশ্য নিশ্চিত নয় পরিবর্তনটা শুভ কিনা। কোন কোন লোক আছে যাদেরকে গুলি না করে উপায় থাকে না, কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় আদালত কারণগুলো এড়িয়ে ভুল লোককে রক্ষা করছে।

মাথা নেড়ে চিন্তাটা দূর করতে চাইল জ্যাক। এ শহরে বদলা নিতে আসেনি ও। এসেছে ব্যবসার খাতিরে। ও যাই করুক না কেন তাতে তো আর অতীত বদলে যাবে না। স্কোয়েটার আর বড় র‍্যাঞ্চারদের লড়াই বেশ ক'বছর হলো থেমে গেছে, এবং নিভন্ত আগুন উস্কে দেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ওর নেই, যদিও পরোক্ষভাবে খুন করা হয়েছিল ওর বাবাকে।

কিন্তু অতীতের চিন্তাকে দূর করে দেয়া প্রায় অসম্ভব মনে হয় জ্যাকের—কাঁটাটা খচখচ করতেই থাকে বুকের ভেতর। বাবা যে রাতে মারা গেল স্পষ্ট মনে আছে ওর সে রাতের ঘটনা, যেন এই মুহূর্তে ঘটছে ব্যাপারটা। বারো বছরের এক কিশোর একজন মরণাপন্ন লোকের শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়ানো, শুনছে তার কর্কশ শ্বাস-প্রশ্বাস। প্রতিটি খরখরে নিশ্বাসের শব্দে কমে আসছে ছেলেটির সাহস, আরও আতঙ্কিত হয়ে উঠছে সে। সে রাতে অন্তত পঞ্চাশবার ওর মা বলেছিল, 'জ্যাক, দেখ তো বাবা, ডাক্তার আসছে কিনা।' প্রতিবারই বাইরে ঠাণ্ডা বাতাসে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে ওকে, কান পেতে লক্ষ রাখতে হয়েছে রাস্তায়,

ডাক্তারের বাগির এই বুঝি দেখা পাবে বা শব্দ শুনবে।

ডাক্তার কিন্তু আসেনি, পিছু ফিরে চাইতে এ মুহূর্তে জ্যাকের মনে হলো, এলেও হয়তো কোন লাভ হত না। নিউমোনিয়া হচ্ছে দ্রুত এবং নির্দয় ঘাতক, অসুখের ও পর্যায়ে কোন ডাক্তারের সাধ্য ছিল না লড়াই করবার।

শ্বসনের ভয়ঙ্কর, ঘর্ঘর শব্দটা থেমে গেলে রীতিমত খুশি হয়ে উঠেছিল ও। কিন্তু তারপর—আরও বাজে একটা ব্যাপার শুরু হয়ে গেল—মায়ের কান্না। শুকনো ফোঁপানির শব্দ থামবেই না যেন। স্বামীর অসুস্থতার দিনগুলোতে সমস্ত কান্না নিংড়ে বের হয়ে গিয়েছিল মহিলার। জ্যাকের পক্ষে মাকে প্রবোধ দেয়ার মত কিছু বলা বা করা সম্ভব হয়নি।

আতঙ্ককর সেই রাতটায় মা বারবার হাহাকার করে উঠছিল, 'গর্ডন হার্কার তোর বাপকে মেরেছে!'

এতে আরও বেশি হকচকিয়ে গেছে ছেলেটি। বাবা ওঘরে মারা গেল, এর সঙ্গে গর্ডনের কি সম্পর্ক? মা নিজেই প্রশ্ন করে এটার ব্যাখ্যা দিতে চাইল, 'দশদিন আগে খড়ের গাদায় আগুন লেগেছিল না?'

লেগেছিল—আগুনের কমলারঙা গোলকগুলো ব্যাঙের ছাতার মতন বাড়তে বাড়তে আলোকিত করে তুলেছিল গোটা এলাকা। ওর বাবা বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে খালি গায়ে ছুটে গিয়েছিল বাইরে। নিউ মেক্সিকোর শীতকাল মানে মারাত্মক ঠাণ্ডা, চারটে ভিন্ন ভিন্ন আগুন নেভানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর প্রতিক্রিয়াটা হলো। বাবা কী ভীষণরকম কাঁপছিল! হুইস্কি আর কম্বলে মোড়া, আগুনে সেঁকা ইস্তিরিও থামাতে পারেনি বাবার কাঁপুনি।

'আমরা শেষ হয়ে গেছি, ডরোথি,' বাবা বলেছিল।

'জানোয়ারগুলোর শীতের খাবার আর কিছুই রইল না।'

বাবার নিউমোনিয়ার জন্যে মা দায়ী করল গর্ডন হার্কারকে। সে মার্শাল আলফ্রেডকে এ বিষয়ে যখন বলছিল তখন জ্যাকও ছিল সেখানে।

'শেরিফ তোমার কথা শুনবে না,' বলেছে আলফ্রেড।

'ও তো হার্কারের বন্ধু,' মা বলেছে তিক্তকণ্ঠে।

মাথা নেড়েছে আলফ্রেড। 'তুমি কোন প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ করছ। তুমি ওখানে হার্কারকে দেখেছিলে?'

মায়ের ঠোঁটে মিথ্যেটা কেঁপে গিয়েছিল; তারপর বিজিতের ভঙ্গিতে সে মাথা নাড়ল। 'না,' স্বীকার করল। 'দেখিনি। কিন্তু কাজটা ও-ই করেছে বা করিয়েছে। ও যে অন্যান্য ছোট র‍্যাঞ্চারদের তাড়িয়ে দিয়েছে সে তো তুমিও জানো।'

'জানি না, তবে ধারণা করতে পারি,' সংশোধন করে দিল আলফ্রেড। 'কিন্তু প্রমাণ কোথায়?'

মা কোন প্রমাণ দেখাতে পারেনি, এবং স্বামীর মৃত্যুর পরপরই কান্ট্রি ত্যাগ করে সে। একজন মহিলা আর বারো বছরের এক কিশোরের জন্যে জীবনটা বড্ড কঠিন হয়ে দাঁড়াল, ক্রমেই স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে লাগল মার। জ্যাকের পনেরো বছর বয়সে মারা গেল সে, তবে তার আগে শেষ কথা বলে গেল, 'ওকে খুন করা উচিত।' ছেলেমানুষ জ্যাক মার তীব্র ঘৃণা দেখে ঘাবড়ে গেছিল, চেষ্টা করেও ওই পরিমাণ বিদ্বেষ সে আনতে পারেনি মনে

হার্কারের নাম শুনলেই গা জ্বলে যায় না বলে অপরাধবোধে ভুগত জ্যাক। ছেলেবেলায় অনেক ভেবেছে সে কারণটা নিয়ে। শহরে কেউ দোষ করলে, মার্শাল তাকে শাস্তি দিত। এটা জানা ছিল ওর। কিন্তু মার্শাল আলফ্রেড হার্কারকে কিছুই করেনি। মা তার

মানে নিশ্চয়ই ভুল বুঝত।

যাহোক, ঘৃণা নিয়ে ফিরে আসেনি ও অস্পষ্টভাবে ওর মনে পড়ে হার্কার ছিল ষণ্ডা ধরনের এক লোক, মুখে ছিল লম্বা লম্বা দাড়ি। আজ বারো বছর পর ও নিশ্চিত নয় হার্কারকে দেখলে চিনতে পারবে কিনা।

মার মৃত্যুর পর ভবঘুরের মতন ঘুরে বেড়িয়েছে ও, অবশেষে যোগ দিয়েছে বুনো ঘোড়া শিকারীদের একটি দলের সঙ্গে। ওদের দলে জুটে পড়ে সান্ত্বনা, সন্তুষ্টি দুইই পেয়েছে। ওরাও নিঃসঙ্গ ধাঁচের মানুষ, অধিকাংশ সময় কাটায় বুনো ঘোড়ার সন্ধানে নির্জন প্রান্তরে। কাজটা ছিল যেমন শক্ত তেমনি বিপজ্জনক, টাকা দিত নামকাওয়াস্তে। জ্যাক এখন নিজেই ব্যবসা ধরেছে, এর আগে এতবড় ব্যবসা ও আর পায়নি।

মেইন স্ট্রীটে পৌঁছতে ভাবনাগুলো ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিল ও। সরেলটার পেটে স্পার দাবিয়ে ওটার ক্ষুব্ধ শ্বাসের শব্দ শুনল। ওর দেহের নিচে কিলবিলিয়ে উঠল ইস্পাতদৃঢ় পেশীগুলো, মুহূর্তে পূর্ণবেগে ছুটল ঘোড়াটা।

ওটার ছোটার শব্দে লোকজন ছিটকে সরে গেল কাঠের ফুটপাথে। জ্যাক মাথাটা পেছনে ঝটকা মেরে চেঁচিয়ে উঠল আনন্দে। ঘোড়াটাকে স্কিড করিয়ে থামাল ও, তারপর লাফিয়ে নেমে লাগাম ধরে বারো কদম ছুটল ওটার পাশাপাশি। খুশিতে ঝলমল করছে ওর মুখ। জ্যাক কার্মডি ঘোড়া চেনে এবং ভালবাসে। ঘোড়াদের হ্যাণ্ডল করার সময়ই কেবলমাত্র ওর ভেতরের লাজুক ভাবটা কোথায় উধাও হয়ে যায়।

সরেলটাকে একটা র‍্যাকে বাঁধা হলে ঘুরে দাঁড়াল ও, হাঁফাচ্ছে; একদল উৎসুক মানুষের মুখোমুখি হতে হলো ওকে। ওদের দৃষ্টির

সামনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ও কোন শহরেই কখনও সহজ হতে পারে না জ্যাক। নিজেকে মনে হয় গর্তের অনেক দূরে ধরা পড়া প্রাণীর মত।

একজন দর্শক বলল, 'ঘোড়াটা বুনো, মিস্টার। লাগাম ছিঁড়ে ফেলবে।'

সরেলটাকে চকিতে দেখে নিল জ্যাক কার্মডি। লাগামে ঝটকা মারছে ওটা, চোখজোড়া ঘুরছে, খাড়া কান দুটো ক্রমাগত ওঠানামা করছে। কাঠের টাই-র‍্যাকটা ভয়ানকরকম কাঁপছে প্রতিপক্ষের অপরিসীম শক্তির সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে। ক্যাভলরি এ ধরনের ঘোড়াই চায়। কোন রিক্রুটকেই শান্ত-শিষ্ট, হতোদ্যম ঘোড়া রাইড করার সুযোগ দেয়া হয় না।

'ওগুলো ছিঁড়বে না,' সংক্ষেপে বলল জ্যাক। লাগামের চামড়ার মান সম্পর্কে আস্থা আছে ওর। একে একে সবার মুখগুলো দেখে নিল ও, মার্লারকে খুঁজল। কোন কোন মুখ আবছা পরিচিত মনে হলো ওর, কিন্তু নাম ধরে সম্বোধনের চেষ্টা করল না। মার্লার ওখানে নেই। ও কি ভুলে গেল সান্তা ফে-তে চুক্তি হয়েছিল এখানে দেখা হবে জ্যাকের সঙ্গে?

একজন কুঁজোমত, পাকাচুলো লোক কোণ থেকে এগিয়ে এল। ক্লান্ত, পরাস্ত দেখাচ্ছে তাকে, পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছে যেন। একটা তোবড়ানো কালো হ্যাট বসে আছে মাথার পেছনটায়, ফলে বেরিয়ে রয়েছে সাদা চুলের বেশিরভাগ। চোখে চোখ না রাখলে জন আলফ্রেডের বেশভূষায় প্রভাবিত হওয়ার কোন কারণ নেই। নীল চোখজোড়া ওর ঈগলের মতন তীক্ষ্ণ। ছেলেবেলায় মার্শালকে কেমন ভয় পেত মনে পড়ল জ্যাকের। ভেস্টে পিন দিয়ে আটকানো স্টারটার দিকে চাইল ও। ভীতি কিছুটা হয়তো রয়ে গেছে এখনও।

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে জ্যাককে মেপে নিল আলফ্রেড। 'তোমাকে চিনি চিনি মনে হচ্ছে?' বলল। লোকটা আগের মতই আছে, একটুও বদলায়নি, ভাবল জ্যাক। কর্তৃত্বকে গদার মত করে ব্যবহার করে আলফ্রেড, অপরজন ধাতস্থ হতে পারার আগেই বাড়িটা মেরে বসে। এজন্যেই বুঝি টিকে আছে এত বছর ধরে। যে কোন পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে ফেলে লোকটা। জনপ্রিয় লোক সে নয়। কোন যোগ্য লম্যানই অবশ্য তা নয়। অনেকের পা মাড়িয়ে দিতে হয় যে তাদের।

হাসার চেষ্টা করে বলল জ্যাক, 'আলফ্রেড, অনেকদিন পর দেখা। কেমন আছ?'

তীক্ষ্ণ চোখে ওকে জরিপ করল আলফ্রেড।

'জ্যাক কার্মডি,' ভোঁতা গলায় বলল। নাম আর চেহারা মনে রাখার এবং দুটো মিলিয়ে বলতে পারার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে ওর। 'অনেক বড় হয়ে গেছ।' আন্তরিকতার ছোঁয়া নেই ওর কণ্ঠে। 'এখানে কিজন্যে এসেছ?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল জ্যাকের চেহারা। এতখানি নিরুত্তাপ আচরণ আশা করেনি ও। লক্ষ করল মার্শালকে দেখার পর থেকে একে একে সরে পড়ছে উৎসুক জনতা। 'তাতে তোমার কি?' বলতে চেয়েও চেপে গেল। আলফ্রেডের এহেন ব্যবহারের পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

'বুনো ঘোড়ার ব্যবসায় নেমেছি।' বলল জ্যাক।

ক্যাপ্টেন মার্লারের কথা খুলে বলে ভদ্রলোককে মার্শাল দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করল।

সরেলটার ওপর চকিত চাহনি হানল মার্শাল। 'চমৎকার ঘোড়া,' বলল। 'না, দেখিনি।'

তারমানে মার্লার শহরে নেই, থাকলে আলফ্রেডের জানা থাকত। শহরে ক'দিন অপেক্ষা করতে হতে পারে ভাবতে ভাল লাগল না জ্যাকের।

তখনও ওকে ওজন করে চলেছে আলফ্রেডের চোখ। 'ওটাই একমাত্র কারণ?'

গলা থেকে ক্ষোভ পুরোপুরি দূর করতে পারল না জ্যাক।

'আর কি কারণ থাকতে পারে?'

'গর্ডন হার্কার। শহরে আছে সে।'

ভ্রূ কুঁচকে চাইল জ্যাক।

'তাতে কিছু যায় আসে না আমার।'

ওর দিকে ঝুঁকে এল আলফ্রেড।

'পুরানো হোমস্টেডটার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে ও।'

'তুমি ভুল জায়গায় সময় নষ্ট করছ,' সমানে-সমানে বলল জ্যাক। 'এত বছর ধরে ঘৃণা পুষে রাখিনি আমি। আমার নিজের অনেক কাজ আছে।'

'থাকলেই ভাল,' সতর্ক করল আলফ্রেড। এক পা এগিয়ে এসে থেমে পড়ল ও, কিছু একটা ভেবে বলল, 'ওর কাছ থেকে দূরে থেকো। আমার শহরে তোমাকে কোন গণ্ডগোল করতে দেব না আমি।'

দুই

জ্যাক ক্লান্ত, শুকিয়ে গেছে কণ্ঠতালু। অবসাদ কাটাতে দু'একটা ড্রিঙ্ক দরকার ওর। গোল্ডেন সেলুন আর দুটো ব্লক পরে। ওটার উদ্দেশে পা বাড়াল সে।

সেলুনের ভেতরে কাঠের গুঁড়ো, বীয়ার আর লিকারের গন্ধ, ব্যাক বারের ওপরে একটা ফুটকিওয়ালা আয়না। বার্টেণ্ডার এবং আরেকজন লোক আছে রুমটায়। বার্টেণ্ডারকে চেনে না জ্যাক। বারের শেষ মাথায় দাঁড়ানো অপর লোকটি, অবয়ব দেখা যাচ্ছে কেবল। গাটাগোট্টা লোকটার কাঁধ দুটো চওড়া, ইয়া বুকের ছাতি। মুখটা ভারী আর রোদে পোড়া।

লোকটাকে কেমন চেনা চেনা লাগছে জ্যাকের, একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে রইল সে।

ও যখন মনের মধ্যে নাম হাতড়াচ্ছে তখন বার্টেণ্ডার একঘেয়ে কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কি নেবে, স্ট্রেঞ্জার?'

প্রশ্নটায় ঘুরে চাইল লোকটা, জ্যাক তখনও চেয়ে। কপালে বিস্ময়ের ভাঁজ পড়তে দেখল সে লোকটার, ঠিক যেন চিনে উঠতে পারছে না আগন্তুককে।

জ্যাক কিন্তু চিনে ফেলেছে ওকে। জন মরডাক ওর এশহরে

অল্প কিছু সুখস্মৃতির একটি। মরডাক তিন বছরের বড় ছিল জ্যাকের চাইতে, এবং নিজেকে সে ওর স্বঘোষিত রক্ষাকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ধেড়ে ছেলেদের দূরে সরিয়ে রাখত ও জ্যাকের কাছ থেকে, নিজের পনি চালাতে দিত ওকে। জ্যাকের চোখে হিরো ছিল এই জন মরডাক। কোন আদেশ পালনে জ্যাকের দেরি হলে অবশ্য ঘুষি মারতে ছাড়ত না জন। কিন্তু ও ছাড়া আর কেউ সাহস করত না ওর গায়ে হাত দিতে।

'মরডাক,' চেঁচিয়ে উঠে প্রায় দৌড়ে গেল জ্যাক।

বাড়ানো হাতটা গ্রহণ করল না জন মরডাক। পাথুরে মুখোশ পরে রয়েছে যেন সে গোল মুখটায়, চোখ ওর কাঁচের মতন স্বচ্ছ। জ্যাকের মনে পড়ে ওই চোখ দুটি একদা অনেক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল; তারমানে চিনতে পারেনি বোধহয়।

'আমাকে চেনোনি, মরডাক?' এখনও হাত প্রসারিত ওর। 'আমি জ্যাক কার্মডি।'

'তাই বলো,' মৃদু স্বরে বলল মরডাক। অনুচ্চ, আমুদে হাসি হাসল। 'অনেক বড় হয়ে গেছ দেখছি।' জ্যাকের হাতটা নিয়ে উষ্ণ চাপ দিল। কঠোর, উজ্জ্বল চোখজোড়া নিরীখ করে নিল জ্যাকের আপাদমস্তক।

'সরেলটা এনেছে যে তুমিই সেই স্ট্রেঞ্জার?' প্রশ্ন করল। 'একটু আগেই একজনের মুখে শুনলাম।'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাক। ওর ধারণা মরডাকের মনের কথা পড়তে পারছে ও। সরেলটা সত্যিই অসাধারণ। ওর এই পুরানো, জীর্ণ পোশাকের সঙ্গে ঘোড়াটা বেমানান।

মরডাক শুধাল, 'কাজের খোঁজে ফিরে এসেছ?' সাধারণ প্রশ্ন, কিন্তু গভীরতা আছে এর পেছনে—রয়েছে সতর্ক অপেক্ষা।

মাথা নাড়ল জ্যাক।

'দু'একদিন থাকব এখানে। একটা কাজে এসেছি।'

ওকে জরিপ করল মরডাক। 'বিশেষ কাউকে খুঁজতে আসোনি তো?'

আলফ্রেডও প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন করেছিল। বিরক্তিটা সরিয়ে বলল জ্যাক, 'সেজন্যেই তো আসা।' থেমে গেল। মরডাকের চেহারা কঠোর হয়ে গেছে দৃষ্টি এড়াল না ওর। 'তুমি,' বলে হাসল। শিথিল হলো মরডাকের আড়ষ্ট ভাবটা। কিন্তু পরিচয়পর্ব আন্তরিকতা হারিয়েছে, অনুতাপ হলো জ্যাকের, স্মৃতি অনেকক্ষেত্রেই খেলা করে মানুষকে নিয়ে। কত পাল্টে যায় মানুষ!

মরডাকের অবস্থা বেশ সচ্ছল মনে হলো। পরনের কাপড় চটকদার, বুটজোড়ার দাম কম করে হলেও পঁচাত্তর ডলার হবে। বার্টেণ্ডার যেভাবে তাড়াহুড়ো করে মরডাককে সার্ভ করল তা দৃষ্টি এড়ায়নি জ্যাকের। এধরনের ব্যস্তভাব আগেও দেখেছে ও। ভয় থেকে আসে এটা, ভালবাসা থেকে নয়। কিসের ভয়, কেন ভয় এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল জ্যাক।

মরডাককে নিজের প্ল্যানের কথা বলার ইচ্ছে ছিল ওর, কিন্তু কোন কারণে চেপে গেল। কারণটা জানে না ও, শুধু জানে মরডাকের সঙ্গে সাক্ষাৎটায় কিছু একটার অভাব অনুভূত হচ্ছে। মরডাক হয়তো বা সতর্কতা বজায় রাখছে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে।

জ্যাক গ্লাসটা তুলে নিল হাতে, বারের চকচকে কাঠে তৈরি হলো একটা ভেজা চক্র। 'ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি,' বলল, 'কোন সুবিধে হচ্ছে না।'

'এখানে হবে মনে করছ?' তীক্ষ্ণ প্রশ্ন মরডাকের। 'তোমার বাবার হোমস্টেড অনেক আগেই চলে গেছে। ওটা উদ্ধারের কোন

চিন্তা থেকে থাকলে বাদ দিয়ে দাও।'

'নেই,' সংক্ষেপে জানাল জ্যাক।

অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল ওদের মধ্যে। মরডাকের মুখের চেহারায় ক্রোধ ফুটে উঠেছে। বারের ওপর একটা কয়েন ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'আরেকটা ড্রিঙ্ক নাও। পরে দেখা হবে।'

দরজা ঠেলে ওকে বেরিয়ে যেতে দেখল জ্যাক। মরডাকের ফেলে যাওয়া মুদ্রাটা কাঠের গুঁড়োয় ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে হলো ওর। গ্লাসে চুমুক দিল ও। পয়সা মেটানো হয়ে গেছে, কাজেই এটা শেষ করা উচিত।

মরডাকের বুটের হিল কাঠের ফুটপাথে ড্রাম পেটাচ্ছে, দ্রুতলয়ের বাজনাটা শুনলে বোঝা যায় এ লোকের তাড়া আছে, আর নয়তো এ উদ্বিগ্ন। কিংবা দুটোই। বাজার্ডস নেস্ট সেলুন থেকে এইমাত্র বেরিয়ে আসা একজনের উদ্দেশে থেমে পড়ে প্রশ্ন করল, 'হার্কার এখনও আছে ওখানে?'

সায় জানাল লোকটা, এবং ওকে পাশ কাটাল মরডাক। উজ্জ্বল রোদের পর ভেতরের গাঢ় ছায়া, হার্কারকে ঠাহর করতে মুহূর্ত খানেক লাগল ওর। ওকে পেছনের একটা টেবিলে দেখে পৌঁছে গেল। হার্কার স্থূলকায় লোক। পূর্ণিমার চাঁদের মত গোল মুখটা ওর, খুদে খুদে ধূর্ত চোখজোড়া উঁকি মারছে মাংসের ডিপোর আড়াল থেকে। পুরু ঠোঁটজোড়া ঢাকা পড়েছে গিজগিজে দাড়ির জঙ্গলে। প্রথম দর্শনে একে পেট এবং দাড়িসর্বস্ব মনে হবে যে কারও। কুতকুতে চোখ দুটোর বুদ্ধিমত্তা আর বাঁ হাতের মস্ত হীরেটা নজর এড়িয়ে যাবে। চাতুর্য খাটিয়ে হীরেটা অধিকার করতে পেরেছে ও, চাহিদা মত আদায় করে নিয়েছে আরও অনেক কিছুই।

ভেজা ঠোঁটে কব্জি ঘষে প্রশ্ন করল ও, 'কি ব্যাপার?' মরডাক হার্কারের একজন যোগ্য সহযোগী। টাকার জন্যে প্রচণ্ড খিদে ওর, কিভাবে টাকাটা এল তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। হার্কার যখন ওকে তুলে এনেছিল তখন ও ছিল একটা হাভাতে কিশোর—কিন্তু এখন কেউ বিশ্বাস করবে সে কথা?

মরডাক বলল, 'জ্যাক কার্মডি ফিরে এসেছে।'

ধারাল হয়ে উঠল হার্কারের চোখ। 'তুমি ওকে কতখানি চেনো?'

'ওই ছেলেবেলায় যতটুকু চিনতাম।'

'ও কেন এসেছে জিজ্ঞেস করোনি?'

'করেছি। বলল হোমস্টেডে নাকি আগ্রহ নেই ওর।'

'মিথ্যে কথা না তো?'

'হতে পারে।'

হার্কারের চোখে চিন্তার ছাপ। জ্যাকের প্রত্যাবর্তনের পেছনে কারণ আছে, হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে ছোকরা। কোন বিপদের সম্ভাবনাকেই ছোট করে দেখে না সে।

'খুব শো দেখিয়ে শহরে ঢুকেছে ও,' বলল মরডাক। 'বড় সরেলটা রাইড় করে এসেছে।'

'ও,' বলল হার্কার। 'ঘোড়াটা তাহলে ওর। ভেবে পাচ্ছিলাম না কার হতে পারে।' ঝিকিয়ে উঠল চোখ। ঘোড়াটা চাই তার, আর গর্ডন হার্কার যা চায় তাই-ই পায়। কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল ও। 'চলো, কথা বলিগে ওর সঙ্গে। জানোয়ারটা হয়তো বেচে দিতে পারে আমার কাছে।' জ্যাকের মনোভাবটাও যাচাই করে নিতে পারবে এই সুযোগে।

জ্যাকের চেহারাটা ভেসে উঠল মরডাকের মনের পর্দায়।

বেচার ইচ্ছা না থাকলে ওই ঘোড়া হাতছাড়া করবে না জ্যাক। হার্কারের কথায় আপত্তি করতে যাবে ও, কি মনে করে আবছা হাসল। যে কাউকে হয় হার্কারের পক্ষে থাকতে হবে, নয়তো বিপক্ষে। কোন মধ্যপন্থা নেই। এবং এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ ঘটনা হার্কারের পক্ষেই ঘটতে দেখেছে ও।

দাঁত বের করে হেসে বলল ও, 'বেচবে বলেই মনে হয়। তুমি যে দাম দেবে সে দামেই।'

তিন

জ্যাক সরেলটার কাছে ফেরার সময় দেখতে পেল আবার উৎসাহী দর্শকের দল জুটে গেছে। ফুটপাথ থেকে নামবে এসময় মরডাক বলে উঠল, 'জ্যাক, একটু দাঁড়াও।'

ফিরে চাইতে একজন হোঁতকা লোককে ওর দিকে আসতে দেখল। মরডাক অনুগমন করছে লোকটিকে। ওর আচরণে ক্রীতদাসসুলভ ভাব-ভঙ্গি; বুঝতে কষ্ট হয় না মোটকুর হয়ে কাজ করে ও।

অপেক্ষা করছে জ্যাক, মুখের চেহারা অভিব্যক্তিহীন। লোকজন সরে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে ওদের চোখ এড়াল না তার। আর কিছু নয়, ভয়তাড়িত শ্রদ্ধাবোধ।

মোটা লোকটা ওর সামনে এসে থামল। বুনো চোখজোড়া যেন চামড়া ভেদ করে দেখে নিল জ্যাককে। 'চেনো আমাকে?' প্রশ্ন করল সশব্দ শ্বাসের ফাঁকে।

চাঁছাছোলা প্রশ্নটা না করা হলে নাড়া খেত না জ্যাকের স্মৃতি, হয়তো চিনতে পারত না। দাড়িওয়ালা এক লোকের কথা এখন মনে পড়ে গেল ওর। গর্ডন হার্কার। কিন্তু বারো বছর আগে লোকটা এত বিশালবপু ছিল না। এখন তো একটা হাতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। চোখজোড়া অবশ্য ঠিক আগের মতই আছে—কঠোর, নিষ্ঠুর আর তীক্ষ্ণধার।

চেহারায় ভাবান্তর হলো না ওর। 'চিনি।'

কণ্ঠে দরদ ঢালল হার্কার। 'এখানে কেন এসেছ, বাছা?'

'ব্যবসা করতে,' কাটখোট্টা জবাব জ্যাকের।

লাল হয়ে গেল হার্কারের মুখ, মরডাকের চোখে বিদ্বেষ ফুটে উঠছে দেখতে পেল জ্যাক। তারমানে ঠিকই ভেবেছিল ও। মরডাক হার্কারের লোক। জনতার মধ্যে কে একজন কেশে উঠল নার্ভাসভাবে। হার্কারের সঙ্গে এভাবে কথা বলে খুব কম লোকই।

মেজাজ শান্ত রেখে বলল হার্কার, 'তোমার ঘোড়াটা খুব সুন্দর।'

'জানি।' সেই একই সুরে জবাব দিল জ্যাক।

অতিকষ্টে ক্রোধ সংবরণ করল হার্কার। 'আমি কিনব ওটা, দাম ন্যায্য হলে।'

মুখের ওপর অপমান করে বসল জ্যাক। 'হার্কার,' টেনে টেনে বলল ও। 'ওটা কেনার মত পয়সা তোমার এখনও হয়নি।'

চাপা হাসল জনৈক দর্শক, ফলে আগুন ধরল হার্কারের চোখে। মরডাক সামনে এগোতে চেষ্টা করলে হাত বাড়িয়ে ঠেকাল হার্কার।

লোকটার অদ্ভুত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিজের ওপর, চোখজোড়া শান্ত হয়ে এসেছে প্রায় এমুহূর্তে।

''এখানে বেশিদিন থাকলে অন্যভাবে কথা বলতে শিখবে তুমি,' বলল।

'হয়তো,' বলে ফুটপাথ থেকে নেমে পড়ল জ্যাক। জাহান্নামে যাক এরা। মার্লারের সঙ্গে কাজ ফুরোলেই নিজের পথ ধরবে ও। এশহরের সঙ্গে তার কোনরকম সম্পর্ক নেই।

লাগামের নট ঝাঁকি দিয়ে খুলল ও, বাঁ হাতে শক্ত করে দুটোকে ধরে সরেলটাকে টানল নিজের দিকে। লক্ষ করেনি হার্কার ওর ঠিক পেছনে ফুটপাথের কিনারে সরে এসেছে। ঘোড়াটার পেশীগুলো এখন থোকা মেরে আছে, বেয়াড়াপনা করলে ঘাড় ভেঙে দেবে মনে মনে বলল জ্যাক।

সরেলটা ক'কদম পিছিয়ে গেল, ওটাকে অনুসরণ করল জ্যাক। রেকাবে বাঁ পা রেখে স্যাডলে শরীর ছুঁড়ে দেবে এমনিসময় পেছনে একটা জোরাল ঘোঁত জাতীয় শব্দ শুনতে পেল। এবং একই সঙ্গে কি যেন শিস কেটে গেল বাতাসে। পিঠ ফেরানো ওর, কিসের শব্দ দেখতে পেল না। সরেলটা বিস্ফোরিত হলো ওর নিচে, তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল ভীতি আর ক্রোধের দ্বৈত প্রতিক্রিয়ায়। জ্যাকের ডান পা-টা শূন্যে তখনও, ক্যান্টলের ওপর দিয়ে পাস করবে এসময় অ্যাকশনে নেমে পড়ল ঘোড়াটা; ঝাঁপ দিল সামনে। ডান পায়ে আঘাত করল ক্যান্টলটা, পা-টাকে পেছনে ছিটকে দিয়ে,'বাঁ পায়ের বুটের পিভটে ঘুরিয়ে দিল জ্যাকের দেহ। রেকাবে পিছলে গেল বুটটা অনুভব করল ও, এবার বাঁ পা-টা হাঁটু অবধি ঢুকে গেল রেকাবের ভেতর। পায়ের পাতাটা রাস্তায় সজোরে বাড়ি খেলে পা বেয়ে উঠে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল ব্যথার তরঙ্গ, সংঘর্ষ হলো

দাঁতে দাঁতে। বাঁ হাতে তখনও ধরা ওর লাগাম, ও দুটো টেনে ঘোড়াটার উন্মত্ত লাফ ঝাঁপ বন্ধ করার চেষ্টা করল ও প্রাণপণে।

এ মুহূর্তে আবারও সামনে লাফ দিল ঘোড়াটা, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা জ্যাকের হাত থেকে ছিটকে গেল লাগাম, মাটিতে দড়াম করে আছড়ে পড়ল বাঁ পা। যন্ত্রণায় মুখ হাঁ হয়ে গেছে জ্যাকের। উড়ে গেছে হ্যাটটা, চোখে আঁধার দেখছে ও। দূরাগত চিৎকারের শব্দ শুনতে পেল, তবে বলতে পারবে না কোন্ প্রান্ত থেকে এসেছে। চেঁচানির শব্দটা ছাপিয়ে ক্ষুরের আওয়াজ উঠেছে। সরেলটা হয়তো ড্রাম পেটাচ্ছে, আর কে জানে চিৎকারটা হয়তো তারই গলা চিরে বেরোচ্ছে।

সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে যুঝছে জ্যাক, একবার পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই, ওকে পিষে ফেলবে প্রকাণ্ড ঘোড়াটা। শরীর মুচড়ে ফের লাফ মারল সরেলটা, মোচড় খেল জ্যাকের পা, ছিটকে পড়ল ও. রাস্তায়। মাথার পেছনটা আঘাত করল মাটিতে, লোপ পাচ্ছে চেতনা, একটা কালো পর্দা ধীরে ধীরে ঢেকে দিচ্ছে ওকে। পর্দার ওপাশ থেকে একজন মহিলার আর্তচিৎকার আর কাছেই ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেল ও। ঘোড়াটা তখনও শরীর মুচড়ে লাফালাফি করছে, জ্যাকের পা বেরিয়ে গেছে রেকাব থেকে। কিন্তু পায়ের পাতা বিদঘুটে ভঙ্গিতে মুচড়ে বেধে রয়েছে। জানোয়ারটা পিঠ বাঁকিয়ে যতই লাফাচ্ছে ততই বাড়ি খাচ্ছে জ্যাকের শরীর। অন্তত দু'বার অল্পের জন্যে পেছনের পায়ের লাথি খাওয়া থেকে বেঁচে গেল মাথাটা। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছে জ্যাক, ঘোড়াটাকে থামানোর বা নিজেকে তুলে দাঁড় করানোর সাধ্য ওর নেই। ঘোড়াটার ইচ্ছায় বাড়ি খাচ্ছে, হিঁচড়ে যাচ্ছে ওর দেহ, প্রতি মুহূর্তে প্রগাঢ় হচ্ছে অন্ধকার। ঘোড়ার ফাঁদে মানুষকে এভাবে আটকা

পড়তে দেখেছে সে, এধরনের শাস্তির দূরত্ব একশো ফুটই যথেষ্ট, এরপর আর জীবনের আশা থাকে না।

ওর একমাত্র ভরসা, দর্শকদের কেউ একজন দ্রুত এগিয়ে এসে বল্গা ধরে কোনভাবে থামাবে ঘোড়াটাকে। মুখে রক্তের স্বাদ পাচ্ছে ও, জিভটা মনে হচ্ছে কামড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। শার্টটা ছিঁড়ে ফাতাফাতা, পিঠে আর কাঁধে যেন আঁচড় কাটছে ইস্পাতের থাবা। নিস্তেজভাবে ভাবল ও, কেউ বাঁচাবে না, তবে আর ঝুলে থাকা কালো পর্দাটা এত দেরি করছে কেন? ঝট করে ঢেকে দিলেই তো পারে ওকে।

সরেলটা গতিপথ পরিবর্তন করছে আবছা ধারণা হলো ওর। রাস্তা দিয়ে ছোটার বদলে এখন ছুটছে ডান ধারের বাড়িগুলোর উদ্দেশে। ফুটপাথে ওটার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও, কিনারাগুলো ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে পিঠ থেকে কোমর পর্যন্ত। আবার কানে বাজল সেই নারীকণ্ঠটি, এবার আর আর্তচিৎকার নয়, রাগে কাঁপছে তীক্ষ্ণ, জোরাল গলাটি। 'কেউ থামাও ওকে! এই মরডাক—ঘোড়াটাকে আটকাও!' সরেলটার ওপাশ থেকে আদেশটা এল মনে হলো।

সহ্যক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে জ্যাকের, হাল ছেড়ে দিল ও, ঢুকে পড়ছে লম্বা, অন্ধকার সুরঙ্গটায়। আহ, শান্তি!

চার

জ্ঞান ফিরতে অনুভব করল জ্যাক, ওর বাঁ হাঁটুতে কিছু যেন করা হচ্ছে। রাস্তাটা সহসাই নরম হয়ে উঠেছে, এবার উপলব্ধি হলো বিছানায় শুয়ে আছে। চোখ মেলল ও, কিন্তু মাথার ভেতর দমাদম বাড়ি পড়তে মুহূর্তে বুজে ফেলল। কে এক লোক জিজ্ঞেস করল, 'জ্ঞান ফিরল তবে?'

কণ্ঠস্বরে পেশাদারী কৌতূহল। ফের চোখ খুলল জ্যাক। মাথায় ক্রমাগত হাতুড়ির বাড়ি পড়া সত্ত্বেও চোখ টানটান করে রাখল ও, চাইল টাক মাথার বেঁটে লোকটির দিকে। ওর হাঁটু নিয়ে ব্যস্ত সে। পায়ের কাছে কালো ব্যাগটা দেখতে পেয়ে বলল জ্যাক, 'কেমন বুঝছ, ডক?'

'হাজার কয়েক জায়গায় কেটে-ছিঁড়ে গেছে। তবে ভাঙেনি কিছু,' গম্ভীরস্বরে বলল ডাক্তার উইলিয়ামস। 'এই হাঁটুটা মচকেছ। এটার যত্ন নিলে এ হপ্তার মধ্যেই হাঁটতে পারবে।' মোলায়েম চোখে জ্যাককে পরখ করল। 'তোমার কপাল খুবই ভাল।'

কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠল জ্যাক। শতকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল ক্ষতবিক্ষত জায়গাগুলো। কাপড় খুলে নেয়া হয়েছে ওর, পিঠ থেকে দু'পাশ অবধি ছড়ানো দগদগে ঘাগুলো দেখতে পেল ও। কিছু

একটা মলম মাখানো হয়েছে ওগুলোতে, নড়াচড়া না করলে কোন সমস্যা হচ্ছে না। মুখটা পরিষ্কার ওর, রক্ত আর ধুলোর স্বাদ এখন নেই আর।

'কোথায় আমি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'মার্শাল আলফ্রেডের বাসায়,' জবাব দিল উইলিয়ামস। জ্যাকের চেহারায় বিস্ময় ফুটতে দেখে বলল, 'রীটা আলফ্রেড বাঁচিয়েছে তোমাকে। তোমার ঘোড়াটা যখন পাগলামি শুরু করল ও তখন ওখান দিয়ে রাইড করছিল। ঘোড়াটাকে ও ধাওয়া দিয়ে ফুটপাথে তুলে দিয়েছিল। ওটা নেমে আসার আগেই কোন্ এক লোক লাগাম টেনে ধরেছে। মেয়েটা না থাকলে কী হত সেটা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না?'

জ্যাকের মনে পড়ল নারীকণ্ঠটি মরডাককে বলছিল ঘোড়াটাকে থামাতে। তারমানে মরডাক ওর জীবন রক্ষা করেছে। কিন্তু ওকে পুরোটা কৃতিত্ব দিতে পারল না ও। রীটা বলার আগ পর্যন্ত এক কদম আগে বাড়েনি মরডাক।

পিগটেইল করা এক ঢ্যাঙা কিশোরীর ছবি ঝলসে গেল ওর মনে। রীটা আলফ্রেড। ছোটবেলায় মেয়েটার আশপাশে ঘুরঘুর করতে চাইত ও, কিন্তু মরডাক সুযোগ দিত না।

কট্ করে ডাক্তারের ব্যাগ বন্ধের শব্দে বর্তমানে ফিরে এল ও।

'পরে আবার আসব,' বলল উইলিয়ামস, বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই দৃঢ় অথচ হালকা পায়ের শব্দ এদিকে আসছে শুনতে পেল জ্যাক। রীটা। জীবন বাঁচিয়েছে যে মেয়ে তাকে কি বলে ধন্যবাদ দেয় লোকে?

মেয়েটিকে ঘরে ঢুকতে দেখে জিভ শুকিয়ে গেল জ্যাকের। পিগটেইল উধাও। গোছা গোছা সোনালী চুল চুড়ো হয়ে আছে

মাথায়। ঘরের আবছা আলোয় ওর চোখের রঙ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারল না জ্যাক। সবুজ হতে পারে, আবার ধূসর-সবুজ হওয়াও অসম্ভব নয়। ওর সন্দেহ হলো মেজাজ মর্জির সঙ্গে তাল রেখে রং পাল্টায় ওদুটো। পুরুষমানুষের মোটা শার্টটা মেয়েটির যৌবন ঢাকতে পারেনি। ওর গালের হাড় দুটো উঁচু, চওড়া, মুখটা মাত্রাতিরিক্ত লম্বাটে; কিন্তু তারপরও ওর চেহারায় পুরুষকে টানতে পারার মতন কি যেন একটা আছে। গোমড়ামুখে জ্যাকের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে তারপর হেসে ফেলল ও—মেয়েটি চলনসই সুন্দরী মনে করে ভুল করেছিল জ্যাক এবার বুঝতে পারল। টেনিসবল লাফাচ্ছে ওর বুকের ভেতর, মুখ আর গলা কেমন শুকনো শুকনো ঠেকছে। ছোটবেলায় মেয়েটার প্রতি ওর কী ফীলিংস ছিল মনে পড়ে গেল।

'কেমন আছ এখন, জ্যাক?'

'ভাল। রীটা, উইলিয়ামস আমাকে সবই বলেছে। আমি তোমাকে ধন্যবাদ দেয়ার চেষ্টা করব না। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে এসেছ এখানে?'

'এছাড়া আর কোথায়ই বা যেতে তুমি?' বিরক্তির সঙ্গে বলল মেয়েটি। 'হোটেলে? তোমার শুশ্রূষার দরকার ছিল।'

কোন গোপন ভাবনায় কঠোর মেয়েটির চোখ।

'হার্কার তোমাকে দেখে ভয় পেয়েছে,' বলল, 'ও কিছুই ভোলেনি। তুমি মরলে খুশি হত।'

মাথা নাড়ল জ্যাক। 'ওর কোন সম্পর্ক নেই এ ঘটনার সঙ্গে। সরেলটা পুরোপুরি বশ মানেনি এখনও। আমার আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল।'

মাথা নেড়ে অসম্মতি প্রকাশ করল রীটা। 'আমি কাছ থেকে

সবই দেখেছি। তুমি স্যাডলে বসতে যেতেই হ্যাটটা ঘোড়ার নাকের সামনে দিয়ে ছুঁড়ে মেরেছিল ও। তারপরের ঘটনা যে ওরকম হবে তা হয়তো ভাবতে পারেনি, কিন্তু খুব যে মজা পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

দোরগোড়া থেকে একটি কণ্ঠস্বর এসময় টেনে টেনে বলল, 'রীটার কথা ধোরো না। ও খুবই কল্পনাপ্রবণ মেয়ে।'

দরজার দিকে চাইল জ্যাক, জন মরডাকের আসার আওয়াজ শোনেনি। রীটাকে অপ্রস্তুত হতে দেখে বুঝল ও-ও টের পায়নি।

দরজার কাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল মরডাক, ঠোঁটে অদ্ভুত এক টুকরো হাসি। নিষ্প্রাণ হাসিটায় এতটুকু হ্রাস পায়নি চোখের কঠোরতা।

নরম সুরে বলল ও, 'শহরের সমস্ত বেওয়ারিশ কুকুর-বিড়াল তুলে আনার স্বভাব রীটার। এবারও তাই করেছে দেখতে পাচ্ছি।'

জ্বলে উঠল রীটার চোখ। 'নক করে ঘরে ঢুকতে হয় জানো না, জন মরডাক?'

তিরস্কারটা মরডাকের গায়ে বাড়ি খেয়ে ফিরে এল। 'সদর দরজা খোলা ছিল। তাই নক করার দরকার পড়েনি। তুমি কিছু গোপন করতে চাইছ নাকি, রীটা?'

মেয়েটির রঙীন হয়ে ওঠা গালে স্থির হলো ওর দৃষ্টি। 'আরেকটা লাওয়ারিশ কুত্তা ধরে এনেছ?' বলল বিড়বিড় করে।

ওর দিকে হেঁটে গেল রীটা। জ্যাক দেখল লম্বায় প্রায় সমান সমান ও মরডাকের। 'তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিলে কেন? কেন থামালে না ঘোড়াটাকে? তোমার বস্ কেন ভয় দেখাল ওটাকে?'

মরডাক ঘোড়াটাকে থামায়নি এখন জানতে পারল জ্যাক।

'আমি অযথাই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করছিলাম,' বলল।

কঠোর হচ্ছে মরডাক্রের চোখ, কুৎসিত দেখাচ্ছে মুখটাকে চোয়াল দৃঢ় হওয়ায়। 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে এখানে আসিনি আমি। রীটা যা ভাবে সেটাকেই ঠিক মনে করে। হার্কার ঘোড়াটাকে ভয় দেখাতে যাবে কোন্ দুঃখে? ও শুধু হ্যাটটা খুলেছিল। কেন, লোকে হ্যাট খুলতে পারবে না এমন কোন আইন আছে নাকি?'

রীটা মোটেই আন্দাজে কথা বলেনি বুঝতে পারছে জ্যাক। কিন্তু অভিযোগটা প্রমাণ করা ভিন্ন ব্যাপার। 'হার্কারকে বলে দিয়ো আমি বেঁচে থাকতে ঘোড়াটার গায়ে আঙুল ছোঁয়াতে পারবে না ও। আর ওকে আরেকবার আমার সঙ্গে উল্টোপাল্টা কিছু করতে দেখলে ঘাড়টা ভেঙে দেব।'

মোরগের ঝুঁটির মতন লাল হয়ে উঠল মরডাকের ঘাড়। ও মুখ খুলতে পারার আগেই ঘৃণাভরে বলল রীটা, 'তুমি কেন এসেছ এখানে? তোমাকে না নিষেধ করেছি এখানে আসবে না? হার্কার বদমাশটার সঙ্গে যতদিন আছ ততদিন আমার সঙ্গে কোন কথা থাকতে পারে না তোমার।'

খেপে উঠল মরডাক। 'আমি তোমাকে সাবধান করছি, রীটা—'

ব্যথা ভুলে বিছানায় উঠে বসল জ্যাক। 'যা মুখে আসে তাই বোলো না, মরডাক।'

ওর উদ্দেশে গালি ঝাড়ল মরডাক। 'কি করবে তুমি? ঠ্যাং ভাঙা কুত্তা!'

জ্যাক চাদর ছুঁড়ে ফেলতে যেতে হাত তুলে বাধা দিল রীটা। 'তুমি এখান থেকে চলে যাও, মরডাক। বাবা শিগগিরই এসে পড়বে। তোমাকে পছন্দ করে না সে।'

রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে মরডাক। সশস্ত্র সে। জ্যাকের গান বেল্টটা ফুট পাঁচেক দূরে একটা চেয়ারে ঝুলছে। মরডাক মুভ করলে অতদূরে পৌঁছতে পারবে না ও।

নিজের ভেতর যেন যুদ্ধ করল মরডাক, তারপর মোটা গলায় বলল, 'আবার দেখা হবে, জ্যাক।' গোড়ালির ওপর ঘুরে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল।

শুয়ে পড়ে দীর্ঘ একটা শ্বাস ছাড়ল জ্যাক। বুঝতে পারছে সামান্যের জন্যে বিপদ কেটে গেল। সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধায় ভুগছিল মরডাক। রাগের বশে যে কোন কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারত। একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে জ্যাকের কাছে। অতীতের বন্ধুত্বের লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই মরডাকের হৃদয়ে। খানিকটা দুঃখবোধ গ্রাস করল ওকে।

ওর দিকে চেয়ে আছে রীটা মাথাটা কাত করে।

'জ্যাক, তুমি কি হার্কারের জন্যে ফিরে এসেছ?'

মাথা নাড়ল জ্যাক।

'কিন্তু ওর ধারণা সেজন্যেই এসেছ?'

'কে জানে,' জ্যাকের কণ্ঠে অনিশ্চয়তা। সেলুনে মরডাকের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ও ছুটে গিয়েছিল হার্কারের কাছে। মনে পড়ল ওকে পুরানো হোমস্টেডের ব্যাপারে প্রশ্নও করেছিল।

সামনে ঝুঁকে উদ্বিগ্ন একটা হাত রাখল রীটা জ্যাকের ডান হাতের পিঠে। 'সাবধান থেকো।'

অন্য হাতটা মেয়েটির হাতের ওপর রাখতে গাল দুটোয় আপেলের রং লেগেছে দেখল জ্যাক।

'রীটা,' মৃদু স্বরে বলল, 'থাকব।'

একটা পায়ের আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠল রীটা, এক টানে

ছাড়িয়ে নিয়েছে হাত। আলফ্রেড ঘরে ঢুকলে মনে মনে অভিশাপ দিল জ্যাক। লোকটার কোন সময়জ্ঞান নেই, একদম বেরসিক!

মেয়ের চেহারায় দ্বিধার ছাপ চোখ এড়াল না আলফ্রেডের।

'কি হচ্ছে কি এখানে?' ঘাউ করে উঠল।

দ্বন্দ্ব ঢাকা দিতে বলল রীটা, 'মরডাক এসেছিল।'

'কেন?' গর্জনটা তীব্রতর হলো। 'ওকে না মানা করেছিস এখানে আসতে?'

'করেছিই তো। জ্যাক কি করছে এখানে দেখতে এসেছিল।'

'হুঁ,' বলল আলফ্রেড। 'শুনলাম আছাড় খেয়েছ? তা কেমন আছ এখন?'

'ভাল। উইলিয়ামস বলেছে কোন হাড়-টাড় নাকি ভাঙেনি। রীটা এখানে আনিয়েছে আমাকে।'

'আর যাবেই বা কোথায়?' বাঘা গলায় গর্জে উঠে প্রায় মেয়ের অনুরূপ জবাব দিল মার্শাল।

নিশ্চিন্তবোধ করল জ্যাক। আলফ্রেডের কাছ থেকে এতটা আশা করেনি ও।

গান বেল্ট রাখা চেয়ারটায় বসে পড়ল আলফ্রেড। গান বাট খোঁচাচ্ছিল ওকে, অসহিষ্ণু হয়ে ওটা একপাশে ঠেলে দিল।

'রীটা বলছিল হার্কার আমার ঘোড়াটাকে ভয় দেখিয়েছে।'

'তাই?' দাবি করল আলফ্রেড।

শ্রাগ করল জ্যাক। 'সরেলটা এখনও হাফ ব্রোকেন। অল্পতেই ভড়কে যেতে পারে।' রীটার চোখে শাণিত দৃষ্টি দেখে বলল, 'আসলে হার্কারই ভড়কে দিয়েছিল ওটাকে।'

আলফ্রেডের চোখ এখন আবার অনুসন্ধিৎসু।

'ওর পেছনে লাগার একটা অজুহাত পেয়ে গেলে, না?'

ক্লান্তস্বরে বলল জ্যাক, 'আমি অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে আসিনি। পুরানো হোমস্টেডটা চাই না আমার। মাকে শুনতাম সবসময় দোষ দিত হার্কারকে।' পুরানো অপরাধবোধটা ফিরে এল ওর চোখে। 'হার্কার আমার কাছে একটা নাম ছাড়া আর কিছু নয়। মায়ের মত ওকে কখনোই ঘৃণা করতে পারিনি আমি।'

'শুনে সুখী হলাম,' গম্ভীরস্বরে বলল আলফ্রেড। 'তবে হার্কার একথা বিশ্বাস করবে না। মরডাকও বিশ্বাস না করলে ওকে দোষ দেয়া যায় না।' দূরের দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে আলফ্রেড বিষণ্ন চোখে। 'তুমি যে কারণে এসেছ সেটা হয়তো এরচেয়েও খারাপ। আরেকজন বুনো ঘোড়া শিকারী।'

ঘোড়া চোরের মতন শোনাল আলফ্রেডের কথাটা, এবং তড়াক করে উঠে বসল জ্যাক।

'তাতে ক্ষতিটা কিসের? তাতে অসুবিধাটা কি—' কণ্ঠে উত্তাপ ওর।

ওকে বাধা দিল আলফ্রেড।

'এখান থেকে যাওয়া শেষ দুটো দল আর ফিরে আসেনি। একটা মরা ক্যাম্পফায়ারের পাশে পড়ে ছিল একটা দল। ঘুমন্ত অবস্থাতেই গুলি করে মারা হয়েছে ওদের।'

আলফ্রেডের কথাগুলো দাঁড়িপাল্লায় মেপে নিল জ্যাক।

'আর অন্য দলটার কি হয়েছে?'

'ওদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

জ্যাকের চেহারার ভাব দেখে রাগতস্বরে বলল, 'এটা মস্তবড় একটা কান্ট্রি। জানি মাস ভরে তল্লাশি চালিয়েও হয়তো ট্র্যাক খুঁজে পাবে না পসির দল। ওই ঘোড়াগুলো খুব সম্ভব সীমান্তের ওপাশে ঘোরাফেরা করে। আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, মাথায় ঘিলু

থাকলে এখান থেকে ওগুলোর পেছনে যাওয়া ঠিক হবে না তোমার। আর অর্ধেকটা ঘিলু থাকলে কাউকে বোলো না বুনো ঘোড়ার পিছে যাচ্ছ।'

দরজার দিকে ও পা বাড়াতে প্রশ্ন করল জ্যাক, 'আলফ্রেড, কার হাত এর পেছনে?'

চোখ থেকে উত্তপ্ত ভাবটা হারিয়ে গেছে লোকটার, কাঁধে যেন বাড়তি বোঝা চাপানো হয়েছে ওর।

'বারো-চোদ্দ বছর ধরে একজনকে সন্দেহ করছি,' বলল ক্লান্তির সঙ্গে। 'অপেক্ষায় আছি এই বুঝি কোন ভুল করে বসল। কিন্তু আজ পর্যন্ত ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি আমার।'

'গর্ডন হার্কার,' ভোঁতা কণ্ঠে বলল জ্যাক।

'গর্ডন হার্কার,' পুনরাবৃত্তি করল আলফ্রেড, হিংস্রতা ফিরে এসেছে ওর কণ্ঠে। 'তোমার মা যখন আমার কাছে ছুটে এল আমি জানতাম ভুল বলছে না সে। কিন্তু কি করতে পারলাম? প্রমাণ! কোন প্রমাণ ছিল না আমার হাতে, এখনও নেই। টের পাই মনে মনে আমাকে নিয়ে হাসে ও। মরডাকের মতন বখাটে ছেলেদের প্রশ্রয় দেয় লোকটা। পয়সার বিনিময়ে যা খুশি তাই করায় ওদের দিয়ে। এখানকার প্রত্যেকটা অপরাধের সঙ্গে জড়িত ওই গর্ডন হার্কার। কিন্তু কিছুই করতে পারছি না আমি।'

জ্যাকের দিকে ক' কদম এগিয়ে এসে একটা আঙুল ঠেকাল সে ওর মুখে। 'তারমানে এই না, তুমি ওর পেছনে লেগে যাবে। আইন আর সবার মতন ওকেও রক্ষা করবে। প্রমাণ দেখাও, ওকে ফাঁসিয়ে দেব।'

'শিকারীদের কি ও-ই খুন করেছে?'

'আমার তাই ধারণা। বুনো ঘোড়ার পাল কষ্ট করে জড়ো

করছে অন্যরা আর তুমি সময়মত হামলা করে কেড়ে নিচ্ছ—এরচাইতে সহজ কাজ আর কি হতে পারে?'

'তোমার ধারণা ও আমার পেছনেও লাগবে, এখানে কেন এসেছি জেনে গেলে?'

'লাগবে।'

'আমি ঠেকাব ওকে।' ঘোষণা করল জ্যাক।

আলফ্রেড দরজার কাছে হেঁটে গিয়ে ঘুরে তাকাল।

'সেটা তখন আলাদা ব্যাপার হবে। নিজেকে রক্ষা করার অধিকার তোমার আছে। আর হ্যাঁ, তুমি আমার এখানে যদ্দিন ইচ্ছা থাকতে পারো।'

'ধন্যবাদ,' বলল জ্যাক। কিন্তু ইতোমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে দরজা।

রীটা এতক্ষণ বাপের উপস্থিতিতে কোন কথা বলেনি। এবার বলল, 'শিকারীদের ব্যাপারে বাবা খুব চিন্তিত। তুমিও ওই কাজে এসেছ জেনে—' মাথা নেড়ে থেমে গেল ও।

দাঁত বের করে হাসল জ্যাক। 'আমার জন্যে চিন্তা করছে না তোমার বাবা।'

'না, নীলের জন্যে। নীল শেষ ব্যাচটার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। তুমি যাবে শুনলে ওকে ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল হবে।'

নীলের কথা উঠতে উৎপাতকারী এক পিচ্চির ছবি ফুটে উঠল ওর মনে, সর্বক্ষণ খালি ঘ্যানর ঘ্যানর—কোন কিছু নিষেধ করলে শুনবে না। তবে সে তো এক যুগ আগের কথা। এখন ওর বয়স এই আঠারোর মতন হবে।

'নীলের বিশ্বাস ও বড় হয়ে গেছে। বুনো ঘোড়া শিকারে কত যে টাকা আর কত যে আনন্দ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে

গেছে আমাদের।'

'কিছুটা তো আছেই,' বলল জ্যাক। 'তবে বেশিরভাগটাই হাড়ভাঙা খাটুনি। কিছু টাকা জমে গেলেই এলাইন ছেড়ে দেব আমি—' হঠাৎ জিভের লাগাম টেনে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল ও। নিঃসঙ্গ জীবনে মনে মনে কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। এখন শ্রোতা পেয়ে সমস্ত ভাবনাগুলোকে প্রকাশ করতে লেগে পড়েছে। নিজের মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো ও চিন্তাগুলো নতুন জীবনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এজন্যে ওই রীটাই দায়ী। ওকে দেখার পর থেকে অন্যরকম এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে সে, ফিরে এসেছে কৈশোরের ভাল লাগাটা।

চোখে চোখ সেঁটে গেল ওদের। 'কিছু লাগলে বোলো।' অপ্রস্তুত হয়ে বলল রীটা।

ও চলে গেলে ছাদের দিকে চেয়ে রইল জ্যাক। বুকে ড্রাম পিটছে কেউ, প্রতিটি বাড়িতে কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর শরীর। বেঁচে থাকাটা সত্যিই বড় আনন্দের। 'ধীরে বৎস, ধীরে,' নিজেকে শোনাল ও। 'তোমার চেহারাটায় আগে অভ্যস্ত হয়ে যাক ও।'

মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল ওর। রীটাকে এখন কোন্ ছুতোয় এ ঘরে টেনে আনা যায়? মাথা খেলাতে খেলাতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

পাঁচ

দরজায় রীটার টোকার শব্দে ওর ঘুম যখন ভাঙল, সূর্যের তেরছা আলো তখন বিকেলের আগমন ঘোষণা করছে।

মেয়েটিকে আশ্বস্ত করল ও নিজের অবস্থা সম্পর্কে।

'কে এক ক্যাপ্টেন মার্লার এসেছে। জানতে চাইছে তুমি কথা বলতে পারবে কিনা,' বলল রীটা।

যন্ত্রণা উপেক্ষা করে উঠে বসল জ্যাক। 'ওকে পাঠিয়ে দাও,' আগ্রহের সঙ্গে বলল।

ঘরে প্রবেশ করল মার্লার, পেছনে এক হোঁতকা মত ট্রুপার। লোকটার সার্জেন্টের স্ট্রাইপগুলো পরনের শার্টটার মতই মলিন।

মার্লার হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসল। 'এই বিছানায় চড়ে তুমি বুনো ঘোড়া দাবড়াতে যাবে?' মার্লার বেঁটে, চৌকো আকৃতির লোক, মুখটা কঠোর, ওর চালচলন সৈনিকসুলভ হলেও ওকে ভাল লাগে জ্যাকের। সান্তা ফে-তে পরিচয় পর্বেই লোকটাকে পছন্দ হয়েছিল।

'চারপেয়ে জিনিসের মধ্যে ওর জন্যে এটাই বোধহয় সবচেয়ে নিরাপদ,' ঘোঁত ঘোঁত করে বলল ট্রুপারটা।

মার্লারের চাইতে পাক্কা ছ'ইঞ্চি লম্বা হবে লোকটা। চোয়ালটা যেন গ্র্যানাইট কেটে তৈরি, চোখজোড়া আচ্ছন্ন এবং কঠিন। আর্মির বাইরে যে কারও প্রতি ওর ঘৃণায় কোন খাদ নেই।

জ্যাকের মুখ রাগে কালো হয়ে গেছে দেখে হেসে উঠল মার্লার। 'জ্যাক, এ হচ্ছে সার্জেন্ট ব্রাকনার। এর ধারণা আর্মি ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ কোন কাজের না।'

মার্লারের দিকে চেয়ে বলল জ্যাক, 'তো সবই শুনেছ?' ব্যাখ্যার ধারেকাছে গেল না ও। ব্যাখ্যা দেয়ার অর্থ নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা, আর বললেই যে ব্রাকনার শুনবে বা বিশ্বাস করবে এ ব্যাপারে ঘোর সন্দেহ আছে ওর।

'আলফ্রেড স্টেবলে দেখাল ঘোড়াটাকে। দারুণ মাল, জ্যাক।'

'আর্মি ওটাকে কিনলে দয়া করে সার্জেন্ট ব্রাকনারকে দেয়ার ব্যবস্থা কোরো।'

গূঢ় অর্থটা বুঝতে পেরে রঙীন হলো সার্জেন্টের গাল। 'আমি সামলাতে পারব,' ঘাউ করে উঠল।

খলখলিয়ে হাসল মার্লার। 'অনেক হয়েছে। জ্যাক, জানোই তো আমাকে একশো ঘোড়া কেনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। প্রতিটার জন্যে একশো ডলার করে পাবে। তবে মান কিন্তু সরেলটার সমান না হলেও অন্তত কাছাকাছি হওয়া চাই।'

লম্বা করে শ্বাস টানল জ্যাক। একশো ঘোড়া মাথাপিছু একশো ডলার করে···মানে দশ হাজার ডলার। এই পরিমাণ টাকা থাকলে যে কোন মানুষ ভবিষ্যতের প্ল্যান ছকে ফেলতে পারে—যে কাউকে সঙ্গী করার স্বপ্ন দেখতে পারে।

'তুমি সাপ্লাই দিতে পারবে?' প্রশ্ন করল মার্লার। চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

জ্যাক ভেবে পেল না সরেলটার কাছাকাছি মানের একশো ঘোড়া কোথায় খুঁজে পাবে। 'পারব,' খানিকটা বিচলিত শোনাল ওর কণ্ঠ।

●

'তিরিশ দিনের মধ্যে?'

এই সময়সীমার মধ্যে কাজটা সারা কঠিন হবে। কিন্তু অত টাকা সহজে কেই বা কবে কামাতে পেরেছে? 'তিরিশ দিনের মধ্যে,' বলল ও।

'গুড,' খোশমেজাজে বলল মার্লার। 'আগামী মাসের চব্বিশ তারিখে চলে আসব আমি।'

'মাল রেডি থাকবে,' জানাল জ্যাক। নিউ মেক্সিকো আর অ্যারিজোনা চষে ফেলতে হলেও ঘোড়া জোগাড় করতেই হবে ওকে।

গোল্ডেন সেলুনের পেছনের কামরায় হার্কারকে খুঁজে পেল মরডাক। 'ওই আর্মি অফিসারটা জ্যাকের সঙ্গে দেখা করতে গেছিল,' রিপোর্ট পেশ করল।

চকচক করে উঠল হার্কারের চোখ। 'জ্যাক ছোকরার সঙ্গে আর্মির কি কাজ?'

মাথা নাড়ল মরডাক। 'ক্যাপ্টেন হোটেলে গেছে। আর সার্জেন্ট বাজার্ডস নেস্টে।'

'ড্রিঙ্ক করছে?'

'ভেতরের আগুন নেভাচ্ছে বলতে পারো।'

নিজেকে টেনে তুলল হার্কার। 'চলো যাই। তেষ্টা পেলে লোকে গল্প করতে ভালবাসে। বিশেষ করে অন্য লোকে যদি ড্রিঙ্ক কিনে দেয়।'

রাস্তায় নেমে এল ও, ওর পায়ে পায়ে চলল মরডাক। এমনটাই পছন্দ হার্কারের। তাছাড়া, রাস্তাটা দু'জনের পাশাপাশি হাঁটার উপযোগীও নয়।

সেলুনের ভেতরে দোরগোড়ার কাছে দাঁড়াল ও। ইউনিফর্মধারী যে গেলার প্রতিযোগিতায় আর সবাইকে হার মানিয়ে ছাড়ছে এ কথা ওকে বলে দিতে হলো না।

টেবিলের সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করল হার্কার, 'আমি কি আর্মির জন্যে একটা ড্রিঙ্ক কিনে দিতে পারি, সার্জেন্ট?'

ব্রাকনারের গ্লাসটা খালি। একটা অযোগ্য সিভিলিয়ান একজন আর্মিকে ড্রিঙ্ক কিনে দিলে ক্ষতি কিসের?

শূন্য চেয়ারগুলো হাতের ইশারায় দেখাল ও। 'বসো,' বলল বিড়বিড় করে। হার্কার একটা বোতল আর কয়েকটা গ্লাসের অর্ডার দিলে জ্বলজ্বল করে উঠল ওর চোখ।

বোতলটা যথেষ্ট হ্রাসপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এটা ওটা নিয়ে আলাপ চালিয়ে গেল হার্কার। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধাল, 'তা এদিক দিয়ে এমনিই যাচ্ছিলে বুঝি?'

ওর দিকে চাইতে কষ্ট হচ্ছে ব্রাকনারের। 'ব্যবসা,' বলল জড়ানো কণ্ঠে। ঝুঁকে এল হার্কারের উদ্দেশে। 'সরেলটা দেখেছ?'

গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকাল হার্কার। 'খাসা জিনিস, সার্জেন্ট।'

'যে ব্যাটা নিজেকে ওটার মালিক বলে দাবি করছে সে একটা আস্ত চোর। চুরি করে এনেছে ঘোড়াটা। চালাতে পর্যন্ত পারে না।'

সানন্দে সায় জানাল হার্কার। 'ঠিক বলেছ, সার্জেন্ট। ব্যবসাটা কি ওরই সঙ্গে?'

'ক্যাপ্টেনের তো তাই ধারণা, একশো ডলার করে,' মোটা গলায় বলল ব্রাকনার। রীতিমত যুদ্ধ করে হার্কারের চোখে চোখে চাইল ও। 'ওই ঘোড়াটার দাম তারচাইতে বেশিই হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল হার্কার। 'তা তো হবেই। যাকগে, গল্প করে ভাল লাগল, সার্জেন্ট। চলি।'

সেলুন থেকে বেরিয়ে গজ বিশেক গিয়ে মুখ খুলল হার্কার। 'ইনফর্মেশনের বদলে এক বোতল হুইস্কি। ভাল ইনভেস্টমেন্ট।'

মনে মনে তখন হিসেব নিকেষ চলছে মরডাকের। 'গর্ডন, সব মিলিয়ে—'

'কত হয় জানা আছে আমার,' কথা কেড়ে নিল হার্কার। 'দশ হাজার ডলার—অনেক টাকা। মিস্টার কার্মডির ওপর নজর রাখতে হবে আমাদের। ও ঘোড়াগুলো জোগাড় করুক, তারপর আমরা না হয় বেচারাকে সাহায্য করব। টাকাটা না হয় কষ্ট করে আমরাই কালেক্ট করলাম!' ফুর্তি এসে গেছে মনে ওর; কারও ঘাড় মটকানোর সুযোগ পেলে অমন আসে।

রীটা ঘরে এসে বলল, 'জ্যাক, ওর সঙ্গে কথা বলবে? ওকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।'

'কাকে?'

'নীলকে। সারাটা বিকেল জ্বালিয়ে মেরেছে তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে।'

হাসল জ্যাক। 'নিয়ে এসো না।'

হুড়মুড়িয়ে ঢুকল ঘরে নীল আলফ্রেড। বাইরে নিশ্চয়ই ওত পেতে ছিল। বাপের সঙ্গে চেহারার মিল খুবই সামান্য। গায়ের রংটা খুব সম্ভব মায়ের দিক থেকে পেয়েছে। ছেলেটা লিকলিকে গড়নের, মাথার চুল উস্কখুস্ক। লম্বায় পুরুষমানুষের আকৃতি পেলেও ছেলেমানুষসুলভ অত্যুৎসাহ রয়ে গেছে এখনও। বোনের মতই চোখজোড়া ওর, উজ্জ্বল।

'জ্যাক, আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই,' বলল নীল। 'টাকা-পয়সার কথা ভাবি না।'

মাথা নাড়ল জ্যাক। 'আমার লোক চাই ঠিকই। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।'

'অভিজ্ঞতা!' চেঁচিয়ে উঠল নীল। 'আমি তো বুনো ঘোড়া ধাওয়া দিয়েছি। কয়েকটাকে ধরে নিয়েও এসেছি।'

'কেমন ছিল ওগুলো?'

লাল হয়ে গেল নীল। 'সরেলটার মত হয়তো না,' বলল বিড়বিড়িয়ে, 'কিন্তু প্রথমেই কি আর ওরকম পাওয়া যায়, বলো?'

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। নিজের সঙ্গে মিল খুঁজে পেল জ্যাক নীলের। ছেলেটা ঘোড়া ভালবাসে, এবং বুনো ঘোড়া দাবড়াতেও তার উৎসাহের অন্ত নেই। সহানুভূতি হলো ওর, কিন্তু ওপর্যন্তই।

'না, ভাই,' বলল। 'তোমাকে নিতে চাইলে আলফ্রেড আমার চামড়া ছাড়িয়ে নেবে। আমি অতবড় ঝুঁকি নেব না।'

অভিশাপ দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল নীল। জ্যাক বুঝল এই ছেলেকে বেশিদিন লাগাম পরিয়ে রাখতে পারবে না ওর বাপ-বোন। কাজেই নিজের ইচ্ছের ওপর ওকে ছেড়ে দেয়াই উচিত।

রীটার দিকে চেয়ে ও অনুতপ্ত হাসি হাসল। 'আরেকজন খেপে গেল আমার বিরুদ্ধে।'

শ্রাগ করল রীটা দায়সারা ভঙ্গিতে। 'ও ঠিক হয়ে যাবে।'

মেয়েটি ঘর ত্যাগ করলে হাসি ফুটল জ্যাকের মুখে। ছোট ভাইয়ের চাওয়া-পাওয়ার প্রতি বড় বোনদের কখনোই কোন সহমর্মিতা থাকে না।

ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও পরদিন সকালে হাঁটার চেষ্টা করল জ্যাক। উইলিয়ামস চাইলেই সে এক সপ্তাহ বিছানায় পড়ে থাকবে কেন? ত্রিশ দিনের সিকিভাগই তো চলে যাবে তাহলে। পা-টা ফুলে আছে

এখনও, ওটার ওপর ভার চাপাতে গিয়ে মুখ বিকৃত হয়ে গেল ওর, কিন্তু চলতে ফিরতে পারছে লাফিয়ে লাফিয়ে। অসন্তুষ্ট চোখে ওকে জরিপ করছে রীটা।

'আচ্ছা জেদী লোক তুমি যাহোক। ডাক্তারের কথাও শুনতে রাজি না,' বলল।

'উপায় নেই, রীটা। অনেক কাজ পড়ে আছে আমার।'

তাচ্ছিল্যের একটা শব্দ করে সুঁই সুতো তুলে নিল মেয়েটি, কিন্তু জ্যাক লক্ষ করল ওর ওপর গোপনে খেয়াল রাখছে রীটা। সামনের ঘরে রীটাকে পেয়েছে জ্যাক, কোলে সেলাইয়ের সাজ-সরঞ্জামের স্তূপ নিয়ে বসে ছিল। যে কাপড়টা বুনছে সেটা প্রায় শেষের পথে। সেলাইয়ের কাজে চালু হাত মেয়েটার। ওর চুলের রঙের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে যাবে হালকা সবুজ ড্রেসটা।

'কোন বিশেষ অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠান আছে নাকি?' জ্যাকের প্রশ্ন।

ওর দিকে তাকাবে না পণ করেছে যেন মেয়েটি। দাঁত দিয়ে কুট করে খানিকটা সুতো ছিঁড়ে নিয়ে সুঁইয়ের গর্তে ঢুকাতে ব্যস্ত সে। 'কাল রাতে একটা নাচের আসর আছে।'

বিস্ময়ে ভ্রূ কুঁচকে গেল জ্যাকের। এখন কি বলা উচিত ওর?

ও যখন হাতড়াচ্ছে যুতসই কোন কথা, তখন একবার রাগত চাহনি ঝলসে গেল ওর ওপর দিয়ে।

'তুমি আমাকে অফার দিতে পারো। তোমার চোখে যাতে পড়ে সেজন্যেই এখানে বসে বসে সেলাই করা হচ্ছে, বুঝেছ, হাঁদারাম?'

বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল জ্যাকের সারা শরীরে। 'দেব কিনা ভাবছিলাম,' বলল কোনমতে। 'কিন্তু নাচতে তো পারব না কিছুই। তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাইবে ভাবতে পারিনি।'

'কেন পারোনি? তোমার সঙ্গে যাওয়া না যাওয়ার ইচ্ছাটা কি

তোমার নাকি আমার?' বিষ ঝরাল রীটা।

কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর বাহু স্পর্শ করল জ্যাক। 'রীটা,' অতিকষ্টে কণ্ঠ সংযত রাখতে পারল। 'তুমি কি আমার সঙ্গে নাচের অনুষ্ঠানে যাবে?'

'যাব,' নরম সুরে বলল রীটা।

মুহূর্তটাকে গড়ে তোলা যেত স্মরণীয়ভাবে, কিন্তু বাগড়া দিল আলফ্রেড আর নীল। ঠিক সে মুহূর্তেই ওখানে আসতে হলো ওদের। রাগে দাঁত কিড়মিড় করে ভাবল জ্যাক, পরিবার আছে এমন কোন মেয়ের প্রতি আগ্রহী হওয়াটাই একটা ঝকমারী।

মেয়ের দিকে চাইল মার্শাল। রীটার গালে তখনও লালচে ছোপ। 'অত খুশি কিসের তোর?' গর্জে উঠল লোকটা।

ছেলে-মেয়েকে কথায় কথায় ধমকধামক মারলেও, ওর চাইতে ভালভাবে আর কোন বিপত্নীক বাচ্চা মানুষ করতে পারত কিনা সন্দেহ।

'কাল রাতে জ্যাক আমাকে নাচতে নিয়ে যাচ্ছে,' বলল রীটা।

একবার ওকে একবার জ্যাককে দেখে নিল আলফ্রেড। তারপর দৃষ্টি ফেরাল আবার মেয়ের প্রতি।

'মরডাককে আরও খেপিয়ে তুলতে চাস, না?'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল রীটা। 'মরডাকের জন্যে ঘরে বসে বসে আঙুল চুষতে হবে আমাকে?'

জ্যাকের দিকে তাকাল এবার আলফ্রেড। 'ও তোমাকে কিসের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছ?' কণ্ঠে তিক্ততা ভর করল ওর। 'আমি চাই সবখানে শান্তি বজায় থাক। আর ওটাই কোনদিন কপালে জুটল না আমার। বেশ বুঝতে পারছি এ বাড়িতে মস্ত অশান্তি বয়ে আনবে তুমি।' ঘুরে দুপদাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল।

রীটার মেজাজ তখনও পড়েনি, গায়ের ঝাল ঝাড়তে জ্যাককে বেছে নিল ও। 'বাবার কথায় ভয় পেলে আমার সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই তোমার।'

ওর দিকে চেয়ে মুচকি হাসল জ্যাক, মুড ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল। 'আমি এখন আর কারও কথাতেই পিছ পা হচ্ছি না,' বলল।

'পিছ পা,' ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল রীটা। 'ভালই বলেছ।' ঝড় তুলে বেরিয়ে গেল।

'ভুলটা বললাম কোথায়?' নীলের দিকে চাইল জ্যাক।

'আমি জানব কি করে?' পাল্টা বলল নীল। 'তুমি চাইলে আমার ব্যাপারে বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারতে।'

লম্বা লম্বা তিন কদমে দরজার কাছে পৌঁছে দড়াম করে ওটা লাগিয়ে গেল নীল।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বসে পড়ল জ্যাক। আপনমনে খিস্তি করল। মুখ বলতে গেলে এখনও খোলেইনি সে, অথচ এরইমধ্যে গোটা পরিবার খেপে উঠেছে ওর ওপর।

ছয়

পরদিন সকালেও দেখা গেল রীটার মেজাজ তিরিক্ষে। জ্যাক ওর সঙ্গে যতবারই কথা বলার চেষ্টা করেছে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। ও

যখনই নাচের প্রসঙ্গ তুলেছে অমনি যেন বিস্ফোরিত হয়েছে ডিনামাইট। 'যাচ্ছি না আমরা,' খেঁকিয়ে উঠেছে মেয়েটি। 'আমি চাই না আমার জন্যে তোমার বিপদ হোক।' আচ্ছা মুশকিল তো!

ওর একগুঁয়েমিতে মনে মনে খেপে উঠেছে জ্যাকও। তর্ক না করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেছে শহরে, কিনে এনেছে নয়া শার্ট-প্যান্ট। রীটার পোশাকের সঙ্গে শার্টের রং মিলিয়ে এনেছে।

ও যখন ফিরেছে রীটা তখন ঝাড়পোছ করছে বৈঠকঘর। জ্যাক ব্যাগ খুলে বলেছে, 'এগুলো আজকের পার্টির জন্যে কিনলাম। টাকাটা নষ্ট হলে খুব কষ্ট পাব।' মেয়েটার কাঁধ আঁকড়ে ধরেছে। 'আমরা যাচ্ছি।'

'না, যাচ্ছি না! তুমি আমাকে যেতে বলার কে—' রাগ এতটুকু পড়েনি রীটার।

মেয়েটি মুখ তুলে চাইতেই চকিতে ঝুঁকে চুমু খেয়ে বসল জ্যাক। প্রথমটায় আড়ষ্টতা কাটাতে না পারলেও ওর শিহরণটা ঠিকই টের পেয়েছে জ্যাক। রীটাকে কাছে টেনে নিল ও, চাপ বৃদ্ধি পেল ঠোঁটের। মোমের মতন গলে গলে যাচ্ছে রীটা। সাড়া দিল ও। ব্যাপারটা অবশ্যম্ভাবী ছিল, ভাবল জ্যাক—ঘটতই এক সময় না একসময়।

'জ্যাক,' ওর গালে গাল ঠেকিয়ে বলল মেয়েটি, 'ভেবেছিলাম বাবার কথা শুনে তুমি ঘাবড়ে গেছ। ভয় পাচ্ছিলাম তুমি হয়তো ভাবছ তোমাকে আর মরডাককে খেলাচ্ছি আমি।'

ওকে একহাতে জড়িয়ে ধরল জ্যাক। 'তুমি মরডাককে আসতে বারণ করেছ সে তো নিজের কানেই শুনেছি।' মেয়েটি সেঁটে রয়েছে ওর বুকের সঙ্গে।

আলফ্রেড কিভাবে নেবে ব্যাপারটা? ভালভাবে নিশ্চয়ই না, জানে জ্যাক।

সেরা বুটটা পালিশ করেও সন্তুষ্ট হতে পারল না জ্যাক। আরেক দফা পালিশ করে আয়নার মতন তকতকে করে তুলল। আয়নায় নিজেকে দেখে নিল ও। মন্দ না। চোখের উত্তেজনা নজর এড়াল না নিজেরই। রীটা, রীটা। নামটা যতদিন অন্তরে থাকবে নিঃসঙ্গতা আর কখনও কাবু করতে পারবে না ওকে।

রীটাকে দেখে ঢোক গিলল জ্যাক। ড্রেসটা দারুণ মানিয়েছে চুল আর দীপ্তিময় চোখের সঙ্গে। কাঁধ খোলা থাকায় মসৃণতা চোখ টানে।

আলফ্রেড গভীর বেদনার চোখে ওদের দেখল। 'এটা হতই,' বলল ভোঁতা সুরে। 'আগেই বুঝেছিলাম আমি।' জ্যাকের অভিব্যক্তি দেখে মোলায়েম হলো ওর কণ্ঠ। 'তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। তবে সাবধান থেকো, জ্যাক।'

বিনীত ভঙ্গিতে নড করে রীটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল জ্যাক। আলফ্রেডের কাছ থেকে আশীর্বাদ পেয়েছে ওরা, হোক না সেটা বাঁ হাতের।

সামনে স্কুলহাউজে জমায়েত হচ্ছে লোক, বেহালার সুর কানে এল জ্যাকের। উত্তেজনায় উড়ে চলেছে যেন সে।

'দেখো, আজ কী নাচটা নাচব,' রীটাকে বলল ও। 'ঠ্যাঙের পরোয়া করি না আমি।'

হেসে উঠল রীটা, কিন্তু পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল হাসিটা। ঝোপের আড়াল থেকে একটা লোক উঠে এসেছে ফুটপাথে, পথরোধ করল ওদের।

'আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম, রীটা,' বলল মরডাক। খুনে দৃষ্টি ঝলসে গেল জ্যাকের ওপরে। 'আমি ওকে বাকি পথটা নিয়ে যাচ্ছি।'

হাঁ করে শ্বাস নিল রীটা, তারপর ফেটে পড়ল। 'তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে নাকি?'

ঈর্ষাকাতর চেহারাটায় নজর বুলাল জ্যাক। রীটার প্রশ্নটা যুক্তিসঙ্গত।

'সরে দাঁড়াও, মরডাক,' বলল ও।

দাঁত খিঁচাল মরডাক। 'নাহলে?'

'জোর করে সরাব।'

ভয়ের ভঙ্গি করল মরডাক। 'সরাও না।'

উদ্বেগ অনুভব করল জ্যাক। নিরস্ত্র সে। মরডাকের সঙ্গে রিভলভার। অবশ্য এত লোকের সামনে ওটা ব্যবহার করার মতন বোকামি সে করবে না। কিন্তু ঈর্ষান্বিত প্রেমিক হৃদয় অত লোককে না-ও দেখতে পারে।

রীটাকে একপাশে ঠেলে দিল জ্যাক। মরডাকের সঙ্গে ওর এখন ছ'ফুটের দূরত্ব। জখম পা-টা ঠিকভাবে বাড়াতে পারলে রিভলভার ড্র করার আগেই তফাতটা কভার করতে পারবে ও। কিন্তু ব্যাপারটা সম্ভব নয় নিজেও জানে।

'মরডাক,' ডানধার থেকে ডেকে উঠল একটি কণ্ঠ। দ্বিতীয়বার ডাকতে হুঁশ হলো যুবকের, জ্যাকও এবার চিনতে পেরেছে কার গলা। গর্ডন হার্কার।

'এদিকে এসো, মরডাক,' হুকুমের সুরে বলল লোকটা।

ওর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে জ্যাকের উদ্দেশে বলল মরডাক, 'আবার দেখা হবে।'

'যখন খুশি,' বলল জ্যাক—খালি হয়ে যাওয়া পেটটা ভরে উঠেছে স্বস্তিতে। পরেরবার দেখা হওয়ার সময় সঙ্গে রিভলভার থাকা চাই ওর। আশপাশের জনতাকে মরডাক পরোয়া না করলেও হার্কার করে। হার্কার চায়নি ওর লোক জনসমক্ষে নিরস্ত্র শত্রুকে খতম করে ফাঁসিতে যাক। বাঁকা হাসি ফুটল জ্যাকের ঠোঁটে। হার্কারের কাছে খানিকটা ঋণী হয়ে গেল সে।

রীটার হাতটা ধরল ও, কাঁপছে টের পেল স্পষ্ট। গলা বুজে এসেছে মেয়েটির কান্নায়। 'ও একটা বদ্ধ উন্মাদ, জ্যাক। ভয় করছে আমার।'

ওর জন্যে চিন্তা মেয়েটির, ওকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল জ্যাক। 'কিছুই হবে না দেখো। ও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' মরডাকের চোখে উন্মত্তের দৃষ্টি দেখেছে ও। এ ঠাণ্ডা হওয়ার নয়।

ছায়ায় টেনে নিয়ে গেল হার্কার মরডাককে। রাগে দুলছে ওর ভুঁড়ি। মরডাককে চড় মারার ইচ্ছেটা কোনক্রমে চাপা দিল। 'গাধা কোথাকার,' বলল, 'ওকে মেরে ফেললে রাত পোহানোর আগেই তোমাকে ফাঁসিতে চড়াত আলফ্রেড।'

'আমার মেয়েমানুষকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না,' হিংস্র গলায় বলল মরডাক।

গালি ঝাড়ল হার্কার। মুখে যা আসল তাই বলল।

'তোমার মেয়েমানুষ ও কখনোই ছিল না। তুমি আশায় আশায় দিন গুণছ ও শরীর-মন তোমার হাতে সঁপে দেবে। কেউ কোনদিন ওভাবে ভালবাসার মানুষকে পায়নি। ভালবাসা আদায় করে নিতে হয়। সে সুযোগ চলে গেছে তোমার। এখন তোমার জ্যাক কার্মডিকে খুন করতে হবে—'

'করব।'

ওর কাঁধ আঁকড়ে ধরল হার্কার।

'ওরকম কিছুর চেষ্টা করলে আমার হাতে মরবে তুমি। বুঝতে পেরেছ, মরডাক? তোমাকে খুন করব আমি। বহুদিন পরে সহজে দাঁও মারবার একটা সুযোগ করে দিচ্ছে ও, আর তুমি কিনা ওকে মেরে ফেলার কথা ভাবছ?'

আঙুলগুলো ওর দেবে গেল মরডাকের কাঁধে। শিউরে উঠল যুবক। আঙুলের চাপে নয়, হার্কারের চাহনির তীব্রতায়। জ্যাক কার্মডিকে ভয় পায় না সে। কিন্তু গর্ডন হার্কারকে পায়। পার্থক্যটা কিসের বলতে পারবে না ও।

'বেশ, অপেক্ষা করব আমি,' বলল বিড়বিড় করে। 'কিন্তু বেশিদিন যাতে না করতে হয়।'

রীটার সঙ্গে প্রথম নাচটা নাচল জ্যাক। বাকি শরীর উত্তেজনায় সাড়া দিলেও, পা-টা দিল না। দেয়ার কথাও নয়। 'তুমি আর কাউকে খুঁজে নাও। আমি বসে থাকি,' শেষমেষ বলল জ্যাক।

এক লোক রীটাকে আমন্ত্রণ জানালে দেয়াল ঘেঁষা বেঞ্চিটায় বসে পড়ল ও। অন্য লোকের সঙ্গে রীটা নাচছে বলে কোন ঈর্ষা অনুভব করছে না। জ্যাকের কথাই নিশ্চয় ভাবছে রীটা। মেয়েটিকে অনুমতি দেয়ার পর ওর চোখের ভাষাতেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে। শিকল দিয়ে কখনও কাউকে বেঁধে রাখা যায় না, ভালবাসা আর সমঝোতার দৃঢ় বাঁধনই আসল।

তৃতীয় নাচের পর মরডাক এল বিল্ডিঙে। রীটা তখন ফ্লোর ত্যাগ করছে। ওর উদ্দেশে মরডাক হাত বাড়িয়ে দিতে মাথা নাড়ল মেয়েটি। পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল শুধু পরেরবার কেন, জীবনে

আর কোনদিন নাচার সঙ্গী না পেলেও সই, তবু ওর সঙ্গে নাচবে না।

মুখ ফিরিয়ে জ্যাকের দিকে বিদ্বেষপূর্ণ দীর্ঘ চাহনি হানল মরডাক। কুণ্ডলী পাকানো র‍্যাটল স্নেকের কাছ থেকে এধরনের দৃষ্টি আশা করতে পারে লোকে।

আরেকটা নাচের শেষ পর্যায়ে এক লোক জ্যাকের কাঁধ ছুঁয়ে বলল, 'আলফ্রেড বাইরে আছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

এভাবে ডেকে পাঠাল কেন মার্শাল? আলফ্রেডের আবছা অসন্তোষের কথা মনে পড়ল এবার। কোন কিছু নিশ্চয়ই বাড়িয়ে দিয়েছে ওর অসন্তুষ্টির পরিমাণ। কিন্তু কি সেটা?

লোকটাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এল ও। রীটাকে কিছু জানায়নি। এ নাচটা শেষ হওয়ার আগেই ফিরে যাবে ও।

'ও ওই যে ওদিকে,' বলল লোকটা। রাস্তার ওপাশে হাঁটা দিল সে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অনুগমন করল জ্যাক।

আবছায়া থেকে বেরিয়ে এল মরডাক, পেছনে একজনকে রেখে। জ্যাক চিনতে পারল না ওকে। হার্কার নয়। এখনও অতটা হোঁদল কুতকুতে হতে পারেনি এ।

ছকটা দেখামাত্র বুঝে গেল জ্যাক। তিনজনের বিরুদ্ধে একা ও। 'মরডাক, আমি কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না। তুমি অযথা গোলমাল পাকাচ্ছ কেন?' তেজের সঙ্গে প্রশ্ন করল।

রাগে অন্ধ হয়ে আছে মরডাক। 'তুমি শহর ছাড়ছ। আজ রাতের মধ্যে।'

ও ঘুষি ছুঁড়লে বাঁ কনুই তুলে ঠেকাল জ্যাক। দ্বিতীয় আঘাতটা ফস্কে গেল, ফেটে পড়ল ওর মুখে। মাথাটা ঘুরে উঠল ওর। টলতে টলতে পিছিয়ে গেল সে, ফাটা ঠোঁটে হাত চাপা দিল। 'তোমার

মনে তবে এই ছিল,' বলল ঠাণ্ডা স্বরে।

বিশ্রী একটা অবস্থায় পড়ে গেছে ও। একে আহত তায় আবার প্রতিপক্ষ দলে ভারী। মরডাক মার খাচ্ছে এটা দেখার জন্যে সঙ্গের লোক দুটোকে আনেনি। জ্যাকের অনুকূলে শুধু একটা বিষয়: মরডাকের অন্ধ আক্রোশ। মাথা ঠাণ্ডা রেখে মরডাককে যদি ভুলের ফাঁদে ফেলা যায়···ভাল পা-টা ব্যবহার করে ধাবমান মরডাককে একপাশে সরে এড়াল ও। মরডাক পাশ কাটাতে না কাটাতেই ঘুষি ঝাড়ল ওর তলপেটে। মোক্ষম আঘাত—আঁক করে উঠল মরডাক।

পিছু হটে নিজেকে সময় দিল জ্যাক। ক্রুদ্ধ মরডাক আবারও ধেয়ে এসে পাশবিক শক্তিতে একাই কাবু করার চেষ্টা করল ওকে। জ্যাকের মুঠো দুটো প্রতিবারই কাট আর স্ল্যাশ চালিয়ে গেল, প্রতি আঘাতেই একটু একটু করে কমে আসছে মরডাকের ক্রোধোন্মত্ততা।

জখমী পা-টা যতবারই ব্যবহার করছে জ্যাক ক্ষণিকের জন্যে ব্যথায় বিকৃত হয়ে যাচ্ছে মুখ, তবু শত্রুর হাতে মার খাওয়ার চাইতে তো ভাল।

মরডাক থেমে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল, 'সাহস থাকলে দাঁড়িয়ে থাক, শালা কুত্তার বাচ্চা।'

আধো অন্ধকারে অস্পষ্ট ওর মুখটা, তবে শ্বসনের জোরাল শব্দ ঠিকই শুনতে পাচ্ছে জ্যাক। হঠকারীর মত সঞ্চিত শক্তি ক্ষয় করে ফেলা যায় ক'মুহূর্তে, আবার বুদ্ধি খাটালে সহজেই আয়ত্তে নিয়ে আসা যায় পরিস্থিতি। জ্যাক বুঝতে পারছে মরডাকের সঞ্চয় আর বেশি নেই। সুযোগটা কাজে লাগাল ও। মরডাক আবার তেড়ে আসতে ভাল পা-টা সরিয়ে জায়গা বানিয়ে প্রচণ্ড ঘুষি মারল ওর মুখে। সামলে ওঠার সুযোগ দিল না এবার। দমাদম ঘুষি চালিয়ে

যাচ্ছে। পাল্টা মারও খাচ্ছে সে, কিন্তু মরডাকের মুঠোয় এখন আর আগের জোর নেই। মরডাক জ্যাকের শার্ট খামচে ধরলে ওর চিবুকে পরবর্তী বোমাটা ফাটল। ঝটকা খেয়ে ওপর দিকে উঠে গেল মরডাকের মুখ, সে সঙ্গে ছিঁড়ে চলে গেল শার্টের সামনেটা ওর হাতে।

আবারও মারল জ্যাক ওকে। এ মুহূর্তে প্রতিরোধহীন প্রতিপক্ষকে মেরে চলেছে সে। দমের জন্যে ফোঁপাচ্ছে মরডাক, ক্লান্ত দু'হাত ঝুলে পড়েছে দু'পাশে। পেটে একটা ঘুষি খেয়ে টলে উঠেও কিভাবে যেন দাঁড়িয়ে রইল ও। চক্কর খাচ্ছে মাথাটা ওর, টলছে পা, হাত দুটো থাবা মারছে অদৃশ্য কিসের উদ্দেশে।

'সাধ মিটেছে?' শুধাল জ্যাক। 'নাকি আরও কিছু চাই?'

পেছন থেকে এসময় আচমকা চেপে ধরা হলো ওকে। আকস্মিক আক্রমণে হতভম্ব জ্যাকের শ্বাস-প্রশ্বাস বাধাগ্রস্ত হলো ক্ষণিকের জন্যে। মরডাকের সঙ্গীদের সঙ্গে যুঝতে চেষ্টা করল ও। মারামারির উত্তেজনায় এদের কথা একদমই ভুলে গিয়েছিল। একজন চেপে ধরেছে ওর ডান কব্জি, মুচড়ে তুলে দিয়েছে শোল্ডার ব্লেডের কাছে। জ্যাকের গলায় চাপ দিচ্ছে লোকটার চিবুক, দাড়ির খোঁচা অনুভব করছে সে। ও ছটফট করে উঠলে হাতটা মোচড় খেয়ে আরও ওপরে উঠে গেল। যন্ত্রণায় এবার লড়াইয়ে ক্ষান্ত দিল জ্যাক।

একটা বাড়ির গায়ে ঠেসে ধরল ওকে লোক দুটো, এবং একজন বলল, 'এসো, মরডাক।'

শ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে মরডাকের। কাঁপছে। রক্তমাখা মুখটায় ওর বাঁকা হাসি, চোখে বন্য ঘৃণা। মারটা আসছে দেখে মাথা কাত করার চেষ্টা করল জ্যাক। গালের হাড়ে এসে লাগল

ঘুষিটা। মনে হলো মাথার ওপরটা ছিঁড়ে পড়বে বুঝি। পরপর আরও তিনটে ঘুষি হজম করতে হলো ওকে, দেয়ালে ঠুকে যাচ্ছে মাথা। ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়াতে ব্যর্থ চেষ্টা করল ও। প্রতি আঘাতে নুয়ে পড়ছে সে। সঙ্গীরা ওকে সিধে করা পর্যন্ত অপেক্ষা করছে মরডাক। তারপর আবার মুঠো চালাচ্ছে। চোখে আঁধার দেখতে শুরু করেছে জ্যাক। চেতনা লোপ পাচ্ছে ওর। ও-ও তাই চাইছে এ মুহূর্তে।

কার যেন গলা শোনা গেল না? হাজার মাইল দূর থেকে এল যেন। আবার শুনতে পেল কণ্ঠটা, কথাগুলো বুঝতে পারল এবার। 'অনেক হয়েছে,' চেঁচিয়ে উঠল কণ্ঠটা। 'থামো এবার।'

ওকে সাঁড়াশির মতন আটকে রাখা হাতগুলো ঝপ করে পড়ে গেল। টলে উঠে লুটিয়ে পড়ার দশা হলো জ্যাকের। দেয়ালে ঠেস দিল ও, বুকের কাছে ঝুলে পড়েছে মাথা, জ্ঞান ধরে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

'তুমি এতে জড়িয়ো না,' মরডাক বলল।

'জড়ালে কি করবে তোমরা?' বলল কণ্ঠটি, একনাগাড়ে খিস্তি করল মরডাক এবং তার অনুচরদের প্রতি।

মাথাটা কোনমতে তুলল জ্যাক। মাথার ভেতরে হাতুড়ির বাড়ি খানিকটা কম পড়ছে এখন। নীলের দিকে চেয়ে আছে মরডাক দেখতে পেল, অন্য দু'জনও সতর্ক চোখে জরিপ করছে ছেলেটাকে। হাতে পিস্তল নীলের, মুখের চেহারায় গনগনে রাগ।

'ফেয়ার ফাইট হলে আলাদা কথা ছিল,' বলল নীল। 'কিন্তু তোমরা যা করছিলে—' বাঁকা হয়ে গেল মুখটা, ট্রিগার টিপে দেবে মনে হলো জ্যাকের। মরডাকও তাই ভেবেছে, চেহারায় আতঙ্ক ফুটে উঠেছে ওর। এক কদম পিছু হটল ও, হাতটা সামনে

বাড়ানো। 'শোনো, শোনো—' বলতে আরম্ভ করল।

রুক্ষ স্বরে বলল জ্যাক, 'ধন্যবাদ, নীল।' অতিকষ্টে সামনে এগোল ও। আরেক পা আগে বেড়ে, ভারসাম্য রক্ষা করে, মুখের একপাশে ঘুষি মারল মরডাকের। ক্রোধ আর যন্ত্রণা মিলেমিশে প্রচণ্ডতা পেয়েছে মারটা। ফুটপাথ থেকে রাস্তায় ছিটকে গিয়ে পড়ল মরডাক।

একটা নরম হাত চেপে ধরল ওর বাহু, ওকে ঘুরিয়ে দিল অর্ধেকটা। 'অনেক হয়েছে,' বলল রীটা। 'ঘরে চলো।'

মেয়েটির দিকে চাইল ও, দরদর করে অশ্রু গড়াচ্ছে গাল বেয়ে দেখতে পেল। কান্নার কারণ সে, জানে জ্যাক। শহরের সমস্ত লোক ইতোমধ্যে এসে জুটেছে ঘটনাস্থলে, ভোঁতা চোখে ওদের দেখল ও।

রীটার বাড়ানো হাতটা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করল জ্যাক। নীল যা দেখেছে সবিস্তারে বর্ণনা করল বোনকে।

মরডাক উঠে দাঁড়াচ্ছে তখন। চোখে ফাঁকা দৃষ্টি, মুখটা হাঁ। রাগে কাঁপছে রীটার কণ্ঠ। ওর কথাগুলো শুনতে কারও বেগ পেতে হলো না।

'তুমি একটা ইতর জানোয়ার,' বলল মেয়েটি। 'আমার সঙ্গে যদি আর কোনদিন কথা বলার চেষ্টা করেছ—'

মরডাকের নিস্তেজ মগজে অবধি গিয়ে পৌঁছল রীটার আবেগদীপ্ত কণ্ঠের ঘৃণা। কুৎসিত অভিব্যক্তি নিয়ে ওর দিকে চাইল যুবক। মুখটা ধীরে ধীরে প্রথমে নীলের দিকে, তারপর জ্যাকের উদ্দেশে ফিরল। কোন মানুষের চোখে এই পরিমাণ ঘৃণা আগে কখনও দেখেনি জ্যাক। এত মানুষের সামনে মরডাককে অপমান করেছে রীটা, এটা কোনদিন ভুলতে পারবে না সে, ক্ষমা করতে

পারবে না।

জ্যাকের হাত ধরল রীটা।

'এসো। চেহারার যা হাল করেছ, চেনাই যায় না। ভালমত মেরামত করতে হবে।'

হাসার চেষ্টা না করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিল জ্যাক। মুখে সইত না।

সাত

জ্যাকের মুখে ডাক্তারী ফলিয়ে দু'পা পিছে সরল রীটা, জরিপ করতে। মেয়েটির চেহারা দেখে বুঝতে পারল জ্যাক তাকে কী রকম বীভৎস দেখাচ্ছে। সারা গা-হাত-পা-মুখ ব্যথা করছে, ফুলে গেছে জায়গায় জায়গায়। এ শহরে আর দুয়েকদিন থাকলে পিতৃদত্ত জানটা রেখে যেতে হবে ভেবে বাঁকা হাসল জ্যাক।

পরিষ্কার বুঝতে পারছে মরডাক ওকে ছাড়বে না। সুযোগ পেলেই আঘাত হানবে। রীটা সবার সামনে অপমান করেছে ওকে, চাইলেও এটা ভুলতে পারবে না ও।

এসব যখন ভাবছে তখন ঘরে এল আলফ্রেড। ভ্রূ কুঁচকে চাইল জ্যাকের দিকে।

'লাগালাগি না করলে চলত না, না?'

জ্বলে উঠল রীটার চোখ।

'দোষটা মরডাকের, ও-ই প্রথমে শুরু করেছে। ধোঁকা দিয়ে জ্যাককে বাইরে নিয়ে গিয়ে তিনজন মিলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।'

হেসে ফেলল জ্যাক। তিনজন ঝাঁপায়নি ওর ওপর। দু'জন তো শুধু ধরে রেখেছিল।

'হয়েছে, থাম,' ক্লান্ত শোনাল আলফ্রেডের কণ্ঠ। 'সবই জানা আছে আমার। মরডাক আঙ্কেল সেলামী দিয়েছে, এতে কারও কিছু বলার নেই। কিন্তু নীল এখন জড়িয়ে গেল এতে। মরডাকের মনে মায়া-দয়া বলতে কিছু নেই।' বাঁ তালুতে ঘুষি মারল সে। 'নীল ওকে পিস্তলের মুখে কথা শুনতে বাধ্য করেছে। ও এটা ভুলে যাবে ভেবেছিস? নীলকে সঙ্গে করে বাসায় নিয়ে এসেছি আমি। ওর ধারণা মস্ত বীরপুরুষ হয়ে গেছে। এরমধ্যেই অন্তত দশবার নিজের প্রশংসা করেছে। চড়িয়ে দাঁত কটা ফেলে দিতে ইচ্ছা করছিল।'

'ও আমাকে আরও মার খাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে,' শান্তস্বরে বলল জ্যাক।

'জানি, জানি,' বলল আলফ্রেড। 'কিন্তু মরডাক এখন কি করবে জানো? সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। তারপর নির্জন কোন জায়গায় ওকে আটকে...' বুড়ো আঙুল তুলে তর্জনী বাঁকিয়ে মুখে 'ঠুস' করে একটা শব্দ করল।

গুঙিয়ে উঠল রীটা। রাগত চাহনি হানল আলফ্রেড। মেয়ের প্রতি রাগ যতটা না ওর অসহায়ত্বের প্রতি তার চাইতে বেশি।

জ্যাক বলল, 'ওকে কিছু দিনের জন্যে শহরের বাইরে পাঠালে হয় না? মরডাকের মাথাটাও হয়তো ততদিনে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমি নীলকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি।'

আলফ্রেড রাগে ফেটে পড়বে ভেবেছিল ও।

'ওকে একশোবার করে মানা করার পরও?' জ্যাকের দিকে চেয়ে রইল মার্শাল।

'ওখানে ওকে চোখে চোখে রাখা সহজ হবে। অন্তত এখানকার চাইতে।'

বিষয়টা উপলব্ধি করল আলফ্রেড, ক্লান্ত একটা অভিব্যক্তি ছড়িয়ে পড়ছে ওর মুখের চেহারায়। মাথাটা কাত করে হাঁক ছাড়ল, 'নীল!'

দরজার বাইরেই নিশ্চয়ই কান পেতে ছিল ছোকরা, ডাকতে না ডাকতেই বান্দা হাজির।

'হ্যাঁ, বাবা,' বলল সাগ্রহে।

তীব্র ভ্রূকুটি করল ওর উদ্দেশে আলফ্রেড।

'তুই জ্যাকের সঙ্গে যাচ্ছিস। আমাকে একটা চাকরি করতে হয়। তুই কোথায় যাচ্ছিস, কি করছিস, সর্বক্ষণ এসব লক্ষ রাখা সম্ভব নয়।' এবার আরও কঠোর হলো তার মুখের ভাব। 'জ্যাকের ওপর তোর দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে। ও যা বলবে তাই শুনতে হবে তোকে। না শুনলে ওর পিঠের ছাল তুলে নেয়ার পারমিশন দেয়া থাকল তোমাকে, জ্যাক।'

আনন্দে আত্মহারা নীলের চিৎকারে কেঁপে উঠল গোটা বাড়ি। কোনমতে হাসি গোপন করল জ্যাক।

পরদিন সকালে উঠতে দেরি হলো জ্যাকের। তীক্ষ্ণ ব্যথাগুলো নেই এখন, কিন্তু আড়ষ্টতা আরও বেড়েছে। কাপড় পরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কিচেনে গেল ও। রীটা মৃদু হাসল, কিন্তু হাসির উল্টো পিঠে একটা উদ্বেগও সেঁটে রইল।

মেয়েটির মনের অবস্থা আন্দাজ করতে পারছে ও। দু'জন প্রিয়

মানুষকে নিয়ে এখন মনে মনে উদ্বিগ্ন বেচারী।

ওর উদ্দেশে মাথা নেড়ে উদ্বেগ দূর করার চেষ্টা করল জ্যাক।

'তুমি অত ভেব না তো,' বলল নরম সুরে। 'দেখবে কিছুই হবে না।'

জ্যাকের কাছে চলে এল রীটা, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল গলা।

'তুমি সাবধান থাকবে কথা দাও,' বলল মিনতির সুরে।

ওর চিবুকের নিচে একটা আঙুল দিয়ে মুখটা তুলল জ্যাক।

'আমি নীলের দিকে খেয়াল রাখব,' প্রতিশ্রুতি দিল। উদাসীনতার মুখোশ ঢাকা দিতে পারেনি ভাইয়ের জন্যে রীটার উৎকণ্ঠা।

'নিজের দিকেও রেখো,' কৃত্রিম ধমক দিয়ে দীর্ঘ চুম্বন করল ও জ্যাককে।

আলফ্রেডকে অফিসেই পেল ও। জানালাগুলো দেখে মনে হচ্ছে গত এক যুগে ধোয়া মোছা হয়নি, অফিসের ভেতরটারও বেহাল দশা। ভাঙাচোরা প্রাচীন ডেস্কটার পেছনে বসা মার্শাল, চেহারা চিন্তাক্লিষ্ট।

'অফিসটা পরিষ্কার করাও না?' জ্যাক জিজ্ঞেস করল।

'গত বছর করিয়েছিলাম,' ঘাউ করে উঠল আলফ্রেড। ফালতু বাতচিত করার মুড নেই এখন ওর। 'আমি উভয়সঙ্কটে পড়েছি। নীল শহরে থাকলে মরডাক হামলা করবে, আর তোমার সঙ্গে গেলে কি হবে এক খোদাই জানে।' মাথা তুলল ও, চোখ তীক্ষ্ণধার। 'ওকে চোখে চোখে রেখো, জ্যাক। কখনও চোখের আড়াল হতে দিয়ো না। কি করে না করে সব সময় খেয়াল রেখো।'

'রাখব।' এক কথায় জবাব দিল জ্যাক।

এ কথায় মোটেই আশ্বস্ত হতে পারল না আলফ্রেড। দু'দল ঘোড়া শিকারীর কথা ভাবছে ও, ওরা আর ফেরেনি।

এক টুকরো কাগজ ঠেলে দিল জ্যাকের দিকে।

'এখানে যাদের নাম আছে তারা বিশ্বস্ত লোক। এদের যে কাউকে বা সবাইকে নিশ্চিন্তে দলে নিতে পারো। আর যত জলদি পারো শহর ছাড়ো।'

তালিকাটা পকেটে ভরে মাথা নাড়ল জ্যাক।

'ছাড়ব,' কথা দিল। রীটাকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। কিন্তু এটাও তো সত্যি, যত জলদি যাবে তত শীঘ্রিই ফিরতে পারবে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধে নাগাদ তৈরি হয়ে গেল জ্যাক। আটজনকে ভাড়া করেছে, শুরুতে মাসে চল্লিশ ডলার করে রফা করেছে। তবে কথা দিয়েছে, মোট বিক্রির দশ পার্সেন্ট বোনাস হিসেবে ভাগ করে দেবে সবার মধ্যে। তাতে মাথাপিছু একশো ডলারের চাইতে আখেরে বেশিই পড়বে। জ্যাক আশাবাদী এর ফলে অনুগত থাকবে কর্মীরা, কাজে আগ্রহও পাবে।

লোকেদের নিয়ে সন্তুষ্ট ও। একই ধাঁচের মনে হলো সবাইকে ওর—মেদহীন, পোড় খাওয়া লোক সব। এদের চোখে সুপ্ত আগুন লক্ষ করেছে সে, কর্মঠ লোকের যেমনটা থাকে আরকি। ক্লিফটন ভাইদের ভাড়া করেছে জ্যাক। দলে নিয়েছে লেসলি স্পার, কার্ল হোগান আর ব্রায়ান ক্লোজকে। একজন নিজের পরিচয় দিয়েছে শুধু হুইটলি নামে, লোকটা নিজের অতীত চেপে রাখতে চাইলে আপত্তি নেই জ্যাকের। অস্কার অন্যদের চাইতে বয়সী, এতে আর সবার ওপর নিশ্চয়ই করে একটা প্রভাব থাকবে তার। ডন হুয়ান হচ্ছে সর্বশেষ নির্বাচিত লোক। আলফ্রেড ওর কথা সুপারিশ করেছে

জোরেসোরে। বুনো ঘোড়াদের এলাকার প্রতিটি ইঞ্চি নাকি লোকটার নখদর্পণে। কৃষ্ণবর্ণ বেঁটে লোকটির মাথার চুল কুচকুচে কালো, ইণ্ডিয়ান আর মেক্সিকানের বংশজাত। কালো মুখটায় ঝকঝক করে ওর দাঁতগুলো, প্রায়ই কান পর্যন্ত হাসতে দেখা যায় তাকে। ঝরঝরে মেক্সিকান বলে ও, আরও গোটা ছয়েক ইণ্ডিয়ান ভাষাও ঠোঁটস্থ। ওকে দু'ভাবে ব্যবহার করা যাবে—ট্র্যাকার হিসেবে এবং ভবঘুরে ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলোর, বিশেষ করে নাভাজোদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে ভাষান্তরকারী হিসেবে।

আটজন দুর্ধর্ষ, যোগ্য অশ্বারোহী পেয়েছে জ্যাক, এবং একাজে এমন বেপরোয়া লোকেরই প্রয়োজন। আলফ্রেড এদেরকে বিশ্বাসী বলে স্বীকৃতি দেয়ায় মনোবল অনেক বেড়ে গেছে ওর।

একটা ওয়াগন আর টীম কিনেছে ও। দশজন লোকের ত্রিশদিনের খাবার মজুদ করেছে সে ওয়াগনটায়। ডজন খানেক বাড়তি ঘোড়াও কিনেছে নিজে যাচাই করে।

আলফ্রেডদের রান্নাঘরে ও যখন ঢুকল তখন সন্ধে নেমেছে।

'আভেনে তোমার খাবার গরম রাখার চেষ্টা করেছি। পুড়ে গেলে আমাকে দোষ দিতে পারবে না,' বলেছে রীটা মেজাজি সুরে।

খাওয়ার ফাঁকে মেয়েটিকে লক্ষ করছে জ্যাক। কোন কারণে রীটা মনক্ষুণ্ন হয়েছে নিশ্চিত ও।

'দারুণ হয়েছে,' খাবারের প্রশংসা করল।

রীটার উদাসী অভিব্যক্তি এতটুকু পাল্টাল না।

'কথাটা বলার সময় পেয়েছ এটাই আমার কপাল।'

ওর অসন্তুষ্টির কারণ এবার আর বুঝতে বাকি রইল না। সারাটা দিন কাজে ব্যস্ত থাকায় রীটাকে একদমই সময় দিতে

পারেনি সে, আর তাতেই খাপ্পা হয়েছে মেয়েটি।

'লক্ষ্মীটি, কত কাজ করতে হয়েছে আমাকে তুমি জানোই তো।'

'একটু কথা বলার সময়ও হয় না, না? এতই ব্যস্ত? কাল রাতে নীলের সঙ্গে তো ঠিকই অনেকক্ষণ আড্ডা মারলে।'

বুনো ঘোড়ার বিষয়ে গতরাতে ঘণ্টা খানেক আলাপ হয়েছে ওর নীলের সঙ্গে। পুরোটাই কাজের কথা, মেয়েরা এসব বুঝতে চায় না কেন?

হেসে ফেলল জ্যাক।

'নিজের ভাইকে হিংসে হচ্ছে বুঝি?'

লাল হলো গাল, স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল চোখে।

'মোটেই না,' দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলল রীটা। 'আমি তোমার কোন ব্যাপারেই হিংসে করি না।'

'মিথ্যে কথা,' বলে উঠে এগিয়ে গেল জ্যাক। 'করো। আমি চাই সব সময় করবে।' ওর কব্জি চেপে ধরল। 'বাইরে চলো। কথা আছে।'

ওকে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হলো জ্যাককে, কারণ সাধ্যমত বাধা দিয়ে যাচ্ছে রীটা। ওকে বাইরে নিয়ে গিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সে। তখনও যুঝে চলেছে মেয়েটি। পা মাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছে জ্যাকের, মাথা দিয়ে গুঁতো মারতে চাইছে মুখে।

'সারারাত এভাবে যুদ্ধ করবে নাকি?' মজা করে শুধাল জ্যাক। 'তুমি এমন ছটফট করলে কিভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেব বলো?'

জ্যাক দ্রুত শ্বাস নিতে শুনল মেয়েটিকে, তারপর আচমকা ওর বাহুতে অসাড় হয়ে গেল রীটা। ওকে আলতো ঝাঁকুনি দিয়ে প্রশ্ন করল জ্যাক, 'কি, জবাব দেবে না?'

ওর বুকে মুখ গুঁজল রীটা, কাঁদছে।

'ওহ, জ্যাক,' বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলল। 'বড্ড কষ্ট। আগে কখনও প্রেমে পড়িনি আমি। তোমার অবহেলা আমি সইতে পারব না।'

ওর মুখটা তুলে চুমু খেল জ্যাক।

'ছিঃ রীটা, অমন চিন্তা ভুলেও মাথায় এনো না,' সান্ত্বনা দিয়ে বলল। 'কেন আমি এত তাড়াহুড়ো করছি তুমি বোঝো না? যাতে শিগগিরই কিছু টাকা পয়সা নিয়ে তোমার কাছে ফিরে আসতে পারি। কপাল ভাল হলে আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তোমাকে ঘরে তুলে নেব।'

'তোমাকে অত তাড়াহুড়ো করতে হবে না,' ফোঁপাচ্ছে রীটা। 'আমি তোমার আছি, তোমারই থাকব।'

'মনে আছে, রীটা, ছোটবেলায় খালি ছুতো খুঁজতাম তোমার সঙ্গ পাওয়ার জন্যে?'

'আর ওই লোকটা শুধু বাগড়া দিত,' ফোঁপানির ফাঁকে বলল রীটা। 'অসম্ভব বিরক্তি লাগত।'

'তারমানে আমাকে ঠিকই পছন্দ করতে তুমি। কিন্তু আমি বুঝিনি,' বলল জ্যাক।

'তারপর তো তোমরা চলে গেলে।'

'তোমার কথা খুব মনে পড়ত।'

'আমারও,' বলল রীটা লাজুক কণ্ঠে।

নির্মেঘ আকাশে কমলা রঙের চাঁদটা অপরূপ দেখাচ্ছে, হাত বাড়ালেই যেন নাগাল পাওয়া যাবে। জ্যাকের ইচ্ছে করছে ওটা পেড়ে রীটার হাতে তুলে দিতে।

'হাঁটতে যাবে?' প্রশ্ন করল রীটা। 'কী সুন্দর না রাতটা?'

রীটা পাশে থাকলে দশ লক্ষ মাইল হাঁটতেও আপত্তি নেই

জ্যাকের।

আট

দশজন রাইডার, অতিরিক্ত ঘোড়া, ওয়াগন-টীম সব কিছু মিলে পরদিন সকালে জমকালো একটা শোভাযাত্রা দেখতে পেল শহরবাসী। জ্যাক আরও আগে রওনা হতে চাইলেও এক হাজার একটা ঝুট-ঝামেলায় বাধাগ্রস্ত হলো। যাত্রা শেষমেষ শুরু হলে ঘাড় কাত করে রীটা আর আলফ্রেডের দিকে তাকাল ও। দু'জনেই গোমড়ামুখে দাঁড়িয়ে আছে দেখে স্যালুটের ভঙ্গিতে হাত তুলল সে। দলটি শহরে ফিরে না আসা অবধি উদ্বেগের মধ্যে কাটবে ওদের।

হ্যাটটা খুলে বাবা আর বোনের উদ্দেশে দোলাল নীল, একইসঙ্গে স্পার দাবাল ঘোড়ার পেটে। পিঠ বাঁকিয়ে লাফালাফি করে তীব্র প্রতিবাদ জানাল ঘোড়াটা, আর নীলের উত্তেজিত তীক্ষ্ণ কণ্ঠ চিরে দিল সকালের বাতাস।

নীলের ছেলেমানুষীতে খানিকটা বিরক্ত হয়েছে জ্যাক। এখানে দু'জন ওর জন্যে উৎকণ্ঠায় বাঁচে না, আর সে কিনা নিজেকে জাহির করছে। ছোকরাটাকে খাটাতে খাটাতে মারবে, ভাবল জ্যাক। সন্ধেটা নামুক শুধু, কিন্তু নীলের ঝকঝকে চোখ আর খুশিভরা মুখটা দেখে রাগ পড়ে গেল ওর। ছোঁড়া মুহূর্তগুলো উপভোগ করছে

করুক না, ক্ষতি কি? সুখের মুহূর্তগুলো খুব দ্রুত ফুরিয়ে যায়; মানুষের ছেলেবেলা বেশিদিনের নয়, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই হাওয়া।

লাগাম উঠিয়ে রাস্তা ধরে এগোল জ্যাক। পিছু ফিরে চাইতে অশ্বারোহী সঙ্গী-সাথীদের অনুসরণ করতে দেখল। সাতাশ দিন হাতে, এর মধ্যে পাকড়াও করতে হবে এক-শো বুনো ঘোড়া। মাত্র সাতাশটা দিন!

বাজার্ডস নেস্ট সেলুন অতিক্রমের সময় গর্ডন হার্কার আর মরডাককে ওটার সামনে দাঁড়ানো দেখতে পেল ও। হার্কার ঘোড়া শিকারের কথা জেনে গেছে বলে আফসোস হলো ওর, কিন্তু উপায়ই বা কি? এতবড় একটা কর্মকাণ্ড গোপন রাখা অসম্ভব। মার্শালের ধারণা যদি ঠিক হয় তবে আবার মোলাকাত হয়ে যাবে লোকটার সঙ্গে। মনে মনে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল জ্যাক। নীলের নিরাপত্তার বিষয়টি মস্তবড় এক দায়িত্ব। তবে সঙ্গে আরও আটজন সুযোগ্য লোকও তো আছে, ওদের ওপর হামলা করতে হলে শত্রুপক্ষকে বড়সড় হতে হবে আকারে।

মরডাক চাইল না ওর দিকে। নীলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ তার, কাছ থেকে ওর চোখে ঘৃণা ফুটে উঠতে দেখল জ্যাক।

সারাদিনেও উৎসাহে এতটুকু ভাটা পড়েনি নীলের। একবার দলের সামনে যায়, একবার পিছে, এর সঙ্গে কথা বলে, তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়। বানোয়াট সব গপ্পো শোনাচ্ছে ওকে রাইডাররা, আর ও সেগুলো বাইবেলের কাহিনীর মত গোগ্রাসে গিলছে। ডন হুয়ানের পাশে পাশে বেশিরভাগটা সময় কাটাল তরুণ। প্রাণ খুলে গল্প করল ওর সঙ্গে ডন, প্রায়ই ঝিলিক মারতে দেখা গেল ওর দু'সারি দাঁত।

তাঁবু ফেলতে জ্যাক অনুমান করল অন্তত বিশ মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছে। হুইটলি রান্নার কাজে লাগলে স্বেচ্ছায় সাহায্য করল নীল। মেসকিট জোগাড় করে আনল ও, সবাইকে কফি ভাগ করে ঢেলে দিল। ওকে নিয়ে কম রসিকতা করল না লোকগুলো, সবই ও মেনে নিল হাসিমুখে। শিকার শেষ হওয়ার আগেই সবার আদরের পাত্রে পরিণত হবে ও নিঃসন্দেহে।

সাপার শেষে আলস্যি নিয়ে চারপাশের কথাবার্তা শুনতে লাগল জ্যাক। ধ্যানমগ্ন, নীরব, প্রকাণ্ড এক অঞ্চল এটি। দূর থেকে অবিশ্রান্ত মড়াকান্না জুড়েছে একটা কয়োট, জবাবের অপেক্ষা করে ফের চেঁচিয়ে যাচ্ছে। যে কারও ধারণা হবে শুধু সে আর কয়োটটা বুঝি চারধারের শূন্যতা ভরাট করছে। কিন্তু এই ধারণা নিয়ে নিশ্চিন্তে গা ছেড়ে দেয়ার উপায় নেই। কে জানে, সেনাবাহিনীর কোন দল হয়তো দু'এক মাইলের ভেতরেই তাঁবু ফেলে রাত্রিযাপন করছে। কিংবা হয়তো গর্ডন হার্কার!

ঘুমোতে যাওয়ার আগে রাতের প্রহরার দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিল জ্যাক। নীল পাহারাদার হতে চাইলে প্রত্যাখ্যান করল ও।

'সবুর করো, নীল,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'সময় আসুক, দেখবে আর সবার মত তুমিও রাতভর জেগে আছ।' কিন্তু এ মুহূর্তে সে অভিজ্ঞ এবং সতর্ক লোককে দায়িত্ব দিতে চায়।

নীল ঘুমোতে যেতে নারাজ। 'জ্যাক,' বলল, 'ক্যাবেলো পেদ্রের কথাটা কি সত্যি? এদের কোন্ কথাটা যে বিশ্বাস করব আর কোন্টা করব না বুঝতে পারছি না।'

এল ক্যাবেলো পেদ্রে অর্থ ঘোড়াদের পিতা। প্রকাণ্ড এক ঘোড়া। ওটা এলাকার শ্রেষ্ঠ মাদীগুলোকে জড়ো করেছে ওর সঙ্গে লোকের ধারণা। লোকের মুখে মুখে ফেরে ঘোড়াটার কথা। জ্যাক

নিজেও ওটার সন্ধানেই এসেছে।

তারমানে যতখানি ছেলেমানুষ ভাবা হয়েছিল ছোকরা আদতে তা নয়। সত্যি-মিথ্যা যাচাইয়ের চেষ্টা করছে। ভাল। 'শুনেছি আমিও,' বলল জ্যাক। 'তবে দেখিনি কখনও।'

'ডন বলছিল মাস খানেক আগে নাকি দেখেছে। তবে দড়ি পরানোর মতন কাছে যেতে পারেনি।'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাক।

'হয়তো ওটা সত্যিই ক্যাবেলো পেদ্রে ছিল। ডন ওটাকে ধরে দিতে পারলে তো দারুণ হয়।'

'অন্য ঘোড়া শিকার করবে না?'

'পেলে সবই করব। কিন্তু বুনো ঘোড়াদের বেশির ভাগই দেখতে ছোটখাট। স্ট্যালিয়ন সঙ্গের মাদীদের ব্যাপারে খুবই হিংসুটে হয়। আরেকটা স্ট্যালিয়ন কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করুক না, ভয়ঙ্কর লড়াই বেধে যাবে। আমি একবার দেখেছিলাম। যেভাবে একটা আরেকটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে ভাবাই যায় না। তবে প্রায়ই দেখা যায়, দু'দল মিলেমিশে চরে বেড়াচ্ছে। ক্যাবেলো পেদ্রে নাকি এমনই একটা দল চালাচ্ছে শুনলাম। সেজন্যেই ওটাকে খুঁজে বের করার ইচ্ছে আমার।'

'ইস, সবার আগে আমি যদি ওটাকে দেখতে পেতাম,' অত্যুৎসাহে বলল নীল।

বাহাদুরি দেখাতে ছোকরা প্রয়োজনে একা একা বেরিয়ে পড়তে পারে, ভাবনাটা খেলে গেল জ্যাকের মাথায়।

'চিন্তাটা এখন মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো,' কড়া স্বরে বলল।

মুখ বেজার হয়ে গেল নীলের। 'ভেবেছিলাম এখানে একটু

স্বাধীনতা পাব।'

কোন নিয়ম-কানুন থাকবে না ভাবলে ভুল করেছে ছেলেটি।

'তুমি একা একা কিছু করতে যাবে না,' বলল জ্যাক। 'বুঝেছ?'

নীল বিছানা তৈরি করতে গেল দেখতে পেল জ্যাক। অতটা কঠোর হয়তো না হলেও চলত। নাহ্, ঠিকই আছে। দলের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে নীলকে, দলকে ওর সঙ্গে নয়।

ভোরে বেরিয়ে পড়ল ওরা। রাতের ধমকে নীল হতাশ হলেও তার লক্ষণ দেখাল না। আগু-পিছু করে প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার করছে সে সঙ্গীদের। হঠাৎ ওর প্রতি স্নেহ অনুভব করল জ্যাক। ছেলেটা হঠকারী আর বেপরোয়া হলেও নিঃসন্দেহে ভাল।

দুপুরের ঠিক আগ দিয়ে জ্যাকের সঙ্গে যোগ দিল ডন হুয়ান। 'সামনে পানি,' বলল। 'ভাল না। তবে ঘোড়াদের চলে যাবে। আর আশপাশে কোন চিহ্ন পাওয়া যেতে পারে।'

চিহ্নের ব্যাপারে ঠিক বলেছে ডন। বিশ গজ দূরে ঘোড়ার ক্ষুরের ছাপ পাওয়া গেল।

'কয়টা, ডন?' জ্যাক প্রশ্ন করল।

ডন নেমে পড়ে ট্র্যাকগুলো স্টাডি করল। তারপর মাথাটা ফিরিয়ে বলল, 'বারোটা। পনেরোর বেশি হবে না। দু'তিনদিন আগের।'

'ক্যাবেলো পেদ্রে?' নীলের ব্যগ্র প্রশ্ন।

হেসে উঠল ডন।

'ক্ষুরের ছাপ দেখে বলা যায়? তবে ক্যাবেলো না এটা বলতে পারি। এত ছোট দল নিয়ে ঘুরবে না ক্যাবেলো পেদ্রে।' নীলের চোখে নিদারুণ হতাশা দেখে মুচকি হাঁসল। 'হয়তো বা কাল।

হয়তো বা পরশু ওটার দেখা পাব।' সিধে হয়ে বলল, 'পানিটা এখন ব্যবহার করব আমরা।'

কান্ট্রিটায় অলস চোখে নজর বুলিয়ে নিল জ্যাক। সতর্ক হওয়ার কোন কারণ অনুভব করল না, এই বিরান ভূমিতে কিছু দেখতে পাওয়ার আশা নেই। ওর চোখ বাঁ দিক থেকে মাথা তোলা কালো ঢিবিটা জরিপ করে ফিরে এল। ক্ষণিকের জন্যে ওর মনে হলো যেন এক ঝলক আলো দেখেছে—ফিল্ড গ্লাসে সূর্যকিরণ পড়লে যেমন দেখায় তেমনি।

'ডন,' ওর কণ্ঠ সতর্ক করল হুয়ানকে। জ্যাকের দৃষ্টি অনুসরণ করে চাইতে এক মুহূর্ত কথা ফুটল না ওর মুখে।

'কিছুই তো দেখছি না,' বলল অবশেষে।

'হয়তো আমার কল্পনা,' আওড়াল জ্যাক। 'কিন্তু মনে হলো যেন আলো ঠিকরে গেল।'

একদৃষ্টে চেয়েই আছে ডন, তারপর শ্রাগ করল। ভঙ্গিটায় স্বীকৃতি এবং প্রত্যাখ্যান দুটোই প্রকাশ পেল। তবে ওর কথায় স্বীকৃতির ছাপ স্পষ্ট হলো। 'আমাদের সর্বক্ষণ সাবধান থাকতে হবে।'

ওয়াটার হোলে দুপুরটা কাটিয়ে উত্তপ্ত বিকেলটা ঘুরেফিরে বেড়াল ওরা। সন্ধের ঠিক আগেভাগে প্রথম ব্যাণ্ডটার দেখা পাওয়া গেল। খুবই ছোট দলটা। একটা স্ট্যালিয়ন, ডজনখানেক মাদী আর গোটা চার-পাঁচ বাচ্চাকে নিয়ে দলটার গঠন।

নীল চাইছিল খুদে উপত্যকাটা ধরে ধাওয়া দেবে ওদের, কিন্তু নিষেধ করল ডন।

'এদের পেছনে সময় নষ্ট করার অর্থ নেই। একেবারে ছোট দল।'

সায় জানাল জ্যাক। 'আর স্ট্যালিয়নটাকেও এখান থেকে তেমন জুতের মনে হচ্ছে না ওটা ফালতু হলে মাদীগুলোও সুবিধের হবে না।'

মাথা ঝাঁকাল ডন। 'কুৎসিত লোক যেমন সুন্দরী বউ আশা করতে পারে না, জন্তু-জানোয়ারের বেলাতেও তাই। কালকের পর থেকে গ্রেট হর্সটার খোঁজ শুরু করা যায়।'

স্ট্যালিয়নটা তখন মাথা তুলে বাতাস শুঁকছে। দীর্ঘ একটি মুহূর্ত নিথর দাঁড়িয়ে থেকে তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনি করল, তারপর ঘুরেই দিল দৌড়। পিছু নিল মাদীগুলো। ক্ষুরের আঘাতে মাটিতে ড্রাম পেটানোর শব্দ উঠল।

মোহাবিষ্ট নীলের দিকে তাকাল জ্যাক। 'ছোকরা জাত বুনো ঘোড়া শিকারী, মনে মনে স্বীকার করল।

তৃতীয় দিনের বিকেল নাগাদ আল্টা মেসার অনেকখানি ভেতরে প্রবেশ করল ওরা। জ্যাকের মন বলছে সফল হবে তারা।

তৃতীয় কাপ কফি পান করে তৃপ্তির শ্বাস ছাড়ল ও। ডন হুয়ান চিহ্ন খুঁজে পেয়ে বলেছে ক্যাবেলো পেদ্রের দলের হতে পারে। আগামী কাল হয়তো দারুণ একটা দিন অপেক্ষা করছে।

ক্যাম্পফায়ারের ওপাশে নীলের দিকে চাইল জ্যাক। ডনের কাছ থেকে সর্বশেষ খবরটা জেনে নিচ্ছে ও। ডনের ধৈর্য দেখে হাসি পেল জ্যাকের। নীল ছেলেটা সত্যিই একটা ঘোড়া-পাগল।

কালো আলখাল্লা ঢেকে দিল ওদের, চরমে উঠল ছোট্ট দলটির একাকীত্ব। মৃদুমন্দ হাওয়ায় বালি ওড়ার ফিকে শব্দ কানে আসছে, একটা শিকারী কয়োট কোথায় যেন গর্জন ছাড়ল। একটা নিশাচর পাখি শোঁ করে নেমে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারের ওপর। তবে হৃদয়চেরা, যন্ত্রণাকাতর কোন হাহাকার শোনা গেল না। শিকার

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে যদ্দূর সম্ভব। শিকারী কয়োট আর পাখিটা এখানকার ভূমিসন্তান। এ সব কিছু স্বাভাবিক, কোন বৈসাদৃশ্য খুঁজে পেল না জ্যাক। কিন্তু কিছু একটা সর্বক্ষণ খোঁচাচ্ছে ওকে, শান্তি দিচ্ছে না। এজন্যে হতে পারে আলোর ঝলকানিটা দায়ী কিংবা হয়তো অন্য কোন কিছু। লেসলি স্পারের আবছা অবয়ব তাঁবুর সামনে পায়চারি করছে দেখতে পেল।

একটু বেশি বেশি ভাবছে কি সে? কেউ যদি নজর রেখেও থাকে ওদের ওপর, তারা এখন মুভ করবে না। অন্তত ঘোড়া জড়ো করার আগে তো নয়ই।

নীলের নিরাপত্তার দায় অনেক বড় মনে হচ্ছে এখন ওর কাছে। বাড়তি দায়িত্বের কারণে নীলের উদ্দেশে প্রায়ই কাটা কাটা কথা বেরিয়ে যাচ্ছে ওর মুখ দিয়ে, এজন্যে খানিকটা অবশ্য ক্লান্তিও দায়ী। তবে এই ছেলে কিছু মনে করবে না, ওকে মানিয়ে নেবে পরে জ্যাক।

শেষমেষ ও তলিয়ে গেল অস্বস্তিকর নিদ্রায়। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না, তবে অনুভব করল রাত এখন গভীর। বাতাস পাতলা আর ঠাণ্ডা, বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে তারাগুলো। পুবে চাইল সে, দিগন্তে প্রথম ভোরের ম্লান আলো। নীলের শোয়ার জায়গাটায় তাকাল, অস্পষ্ট কোন দেহ তো দেখা যাচ্ছে না। একদৃষ্টে চেয়ে রইল ও, দেখতে পেল নীলের ব্ল্যাঙ্কেট মাটিতে সেঁটে পড়ে আছে।

ব্ল্যাঙ্কেট থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে বুট পরল ও। ঘুমকাতুরে মাথায় মনে করার চেষ্টা করল কাদের কাদের পাহারাদার নিয়োগ করেছে। নীলকে করেনি নিশ্চিত ও। কার্ল হোগানের পাহারা দেয়ার পালা সবার শেষে।

হোগান যেখানে ঘুমোচ্ছে সেখানে গিয়ে বুটের খোঁচায় ওকে

উঠিয়ে দিল জ্যাক। পিটপিটিয়ে চাইল হোগান, চোখ ফোকাস করতে চেষ্টা করছে।

'তোমার না পাহারায় থাকার কথা?' বলল জ্যাক।

উঠে বসে হাই তুলল হোগান।

'অস্কারকে ছুটি দিতে যাচ্ছিলাম, তো নীল বলল ও পাহারা দেবে। ওর নাকি ঘুম আসছে না।' জ্যাকের অভিব্যক্তি দেখে পূর্ণ সজাগ হয়ে গেল। 'কেন, কিছু হয়েছে নাকি?'

'না,' বলল জ্যাক। নিশ্চিত না হয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসবে না ও। নিদ্রাকাতর যে কোন লোক লুফে নেবে নীলের প্রস্তাব, কাজেই একে দোষ দেয়া যায় না।

পিকেট লাইনের কাছে হেঁটে গেল ও, ঘোড়াগুলো খোঁত খোঁত করে পা দাপাল ওকে দেখে। নরম সুরে কথা বলে ওদের শান্ত করল ও, লাইনের পাশ দিয়ে এগোল। নীলকে দেখা যাচ্ছে না। ঘোড়াটাও বেপাত্তা।

রাগে মুখ থমথম করছে ওর। একটা ঘুমন্ত ক্যাম্পকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত রেখে বেরিয়ে গেছে দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলেটা। চাবকে ওর পিঠের ছাল তুলে নিতে ইচ্ছে করছে জ্যাকের।

ডন হুয়ানের কাছে চলে গেল ও। ঘুমোচ্ছিল ইণ্ডিয়ান, কিন্তু ওর সামান্যতম স্পর্শে তড়াক করে উঠে বসল। মুহূর্তে সজাগ। ওর পাশে বসে পড়ে শুধাল জ্যাক, 'নীলকে আগুন নেভানোর কথা যখন বললাম তারপর ওর সঙ্গে তোমার আর কি কি কথা হয়েছে?'

'ব্যাবেলো পেদ্রে,' জবাব দিল ডন। 'ওকে বলেছি ঘোড়াটার অনেক কাছে এখন আমরা, ওটা এখানকার বারো মাইলের ভেতর পানি খেতে আসে।'

জোরাল খিস্তি করল জ্যাক, এবং উদ্বিগ্ন চোখে ওকে দেখতে

লাগল ডন।

'কোন ভুল হয়েছে আমার?'

'না,' বলল বুনো কণ্ঠে জ্যাক। 'তোমার ভুল হয়নি, হয়েছে ওই বদমাশ ছোকরাটার। বেরিয়ে গেছে। ওয়াটার হোলের দিকে যাচ্ছে এখন সে। স্ট্যালিয়নটাকে সবার আগে দেখে বাহাদুরি নিতে চায়। ভেবেছে আমাদের এসে বললে আমরা খুব বাহবা দেব।'

নীলের মনের কথা পড়তে পারছে জ্যাক। নিজেকে সবার কাছে জাহির করতে চাইছে ছেলেটি। ও যদি ঘোড়াটাকে সদলবলে খুঁজেও পায়, এমনই ভড়কে দিতে পারে; আর হয়তো সহজে ওটার পাত্তাই পাওয়া গেল না।

'আমরা ওর পিছে যাব,' বলল জ্যাক। অস্বস্তির কাঁটা বিঁধছে বুকে। নীলকে সর্বক্ষণ নজরবন্দী রাখবে কথা দিয়ে এসেছে সে। সেই প্রতিশ্রুতি এখন ভেঙে চুরমার। খিস্তি করল ফের। এখন থেকে আর চোখের আড়াল হতে দেবে না নীলকে। প্রয়োজনে দড়ি পরিয়ে রাখবে।

নয়

পিছু ফিরে চাইল নীল, হোগান ইতোমধ্যেই গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়েছে ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে। উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপছে ও। ফিরে

এসে সদম্ভে ঘোষণা দেবে ক্যাবেলো পেদ্রেকে দেখেছে সে। কিংবা জ্যাক পৌঁছলে ও সবার আগে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবে ওই যে গ্রেট হর্স। ওয়াটার হোলটার পথ নির্দেশ মাথায় ঘুরছে ওর, এখুনি রওনা হতে চায়। ঘুমন্ত লোকগুলোর দিকে ঘাড় কাত করে চাইল। ক্যাম্পটাকে পাহারাহীন রেখে গেলে জ্যাক ওর চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করবে, কিন্তু ভোরের মাত্র আধ ঘণ্টা আগে পাহারা থাকলেই কি আর না থাকলেই বা কি? এই স্বল্প সময়ে কিছু যাবে আসবে না। রাইফেলটা তুলে নিয়ে পিকেট লাইনের দিকে পা বাড়াল ও।

ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে ও ক্যাম্প ছাড়ল যখন আঁধার রয়েছে তখনও। তবে ভোর আসন্ন। পাঁচশো গজের মতন হেঁটে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ল সে। বালিতে ক্ষুরের শব্দ যাতে না শোনা যায়। ও চায়নি জ্যাক জেগে উঠে ওকে থামাক। দক্ষিণ-পশ্চিমমুখো রওনা দিল নীল, মুখে ফুটে উঠেছে বিদ্রূপের হাসি।

সূর্য উঠল, শীতার্ত দীর্ঘ রাত শেষে রোদ যেন স্বাগত জানাল। সূর্যের তেজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাতাস, সামনে উড়ে যাচ্ছে বালি। বাতাসের জোর আরেকটু বাড়লে ঝাড়ু দিয়ে সমস্ত ট্র্যাক সাফ করে দেবে। বুনো ঘোড়াদের দেখা পেলে নজর রাখতে হবে ওগুলোর ওপর; সহসা সিদ্ধান্ত নিল ও। জ্যাকের দু'তিনদিন সময় বেঁচে যাবে এতে। তখন ওর আর খুশি না হয়ে উপায় থাকবে না। মাটি এখন চড়াইয়ের রূপ নিয়েছে, পাথরে পাথরে শব্দ উঠছে ঘোড়ার ক্ষুরের। ওর ধারণা হলো এতক্ষণে নিশ্চয়ই অর্ধেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে।

একটা ন্যাড়ামার্কা ঢিবি পাক খেতেই হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে গলায় উঠে এল ওর। জন মরডাক ওর সামনে বসা একটা ঘোড়ায়, মুখে

ছড়িয়ে রয়েছে শয়তানী হাসি।

নীলের হাত আচমকা ঝাঁকি খেলে বলে উঠল মরডাক, 'নাও, নাও না। একটা অজুহাত তো চাই আমার।'

মরডাকের ধরে থাকা পিস্তলটা দেখে ঝপ করে হাত ফেলে দিল নীল। ভয় পেয়েছে ও। ধকধক করছে বুকটা। চেহারা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল।

'কি চাও তুমি?'

'তুমি ওভাবে কথা বলছ কেন?' মরডাক শুধাল। হাসিটা লেপ্টে রয়েছে মুখে। 'তোমার জন্যে সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি। অনেক দূর থেকেই দেখেছি তুমি আসছ। দেখা না করে চলে গেলে নিশ্চয়ই খুশি হতে না তুমি?'

কণ্ঠে বেপরোয়া একটা ভঙ্গি আনার চেষ্টা করল নীল।

'আমি জ্যাকের হয়ে কাজে যাচ্ছি। আমাকে বাধা দিলে রেগে আগুন হয়ে যাবে ও।'

ভয়ানক রূপ ধারণ করল মরডাকের মুখের চেহারা। নীল আর জ্যাক দু'জনের উদ্দেশেই খিস্তি করল। জ্যাকের নাম শুনতেই ছ্যাঁত করে জ্বলে উঠেছে সে। অবশেষে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বলল ও, 'পিস্তল ফেলো। একটু এদিক ওদিক করেছ কি খতম হয়ে যাবে।'

ওর হিংস্র চাহনি দেখে মনে হচ্ছে নীল উল্টোপাল্টা কিছু করে বসুক এটাই চায়। গুটিগুটি পায়ে ভয় জেঁকে বসছে নীলের বুকে। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেলে দিল। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেলটা টান দিয়ে পড়ে যেতে দিল ওটাকেও। বড্ড অসহায় বোধ করছে সে।

'যাও,' বলল মরডাক, দক্ষিণ পুব দিকে পিস্তল নাচাল।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?'

'আমার যেখানে ইচ্ছে,' গর্জে উঠল মরডাক। 'যা বলছি তাই করো। আরেকটা প্রশ্ন করলে থোতা মুখ ভোঁতা করে দেব।'

ভয়ে হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে নীলের। বারবার মনে পড়ছে জ্যাকের নামটা, আওড়াচ্ছে মন্ত্রের মত। কেন সে জ্যাকের কথা অমান্য করল? আসলে ওর যে অনেক কিছু প্রমাণ করার ছিল। এখন জ্যাক যদি ওকে খুঁজে না পায়···পেতেই হবে, উন্মাদের মতন ভাবল ও। নিজেকে বোঝাল জ্যাক আর ডন ইতোমধ্যেই খবর পেয়ে ট্র্যাক করছে ওকে। মাথাটা ফিরিয়ে দেখার জন্যে মনটা আকুলিবিকুলি করলেও সাহসে কুলাল না। খেপে আগুন হয়ে আছে মরডাক। সামান্যতম প্ররোচনাই ওর নৃশংস হয়ে ওঠার জন্যে যথেষ্ট। চারধারে ক্রমাগত নজর বুলিয়ে যাচ্ছে নীল। মরডাক সেটা দেখতে পেল না। শুধু চোখ ঘুরিয়ে কতটুকুই আর দেখা যায়, তাছাড়া বাতাসে উড়ে আসা বালির ঝাপটায় একটু পরপরই চোখ বুজতে হচ্ছে। পেছনে মরডাক বাতাসের বাপান্ত করছে শুনতে পেল।

তাঁবুটা চোখে পড়লে নীল অনুমান করল মাইল পাঁচেক পথ অতিক্রম করে ফেলেছে। বিশালদেহী এক লোককে কষ্টেসৃষ্টে উঠে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখল। এতদূর থেকে স্পষ্ট বোঝা না গেলেও অবয়ব দেখে গর্ডন হার্কার ছাড়া আর কারও নাম মনে পড়ল না ওর। এমন বপু আর কারও নেই। স্বস্তির শ্বাস পড়ল ওর। হার্কার পাগলা মরডাককে বুঝিয়ে শুনিয়ে নিশ্চয়ই শান্ত করবে। নীলের সঙ্গে তার তো কোন শত্রুতা নেই।

তাঁবুর কাছাকাছি হতে হার্কারের চেহারায় কর্কশ ক্রোধ ফুটে উঠেছে দেখতে পেল। দ্রুত লোকের সংখ্যা গুণে নিল ও। মরডাকসহ চোদ্দজন। বড়সড় দল নিঃসন্দেহে, কিন্তু কাজটা কি

এদের? ওদের চোখের ভাষা পছন্দ হলো না নীলের. বড় বেশি লোভ। চেঁচিয়ে উঠল হার্কার. 'তোমাকে পাঠানো হয়েছিল ওদের ওপর নজর রাখতে। আর তুমি কিনা একে সঙ্গে করে নিয়ে এলে। গর্দভ কোথাকার!'

ক্ষণিকের জন্যে ওকে উপেক্ষা করল যেন মরডাক।

'নামো,' আদেশ দিল নীলকে। পিস্তলের নলের গুঁতো মেরে জোর বাড়াল নির্দেশের।

পা কাঁপছে মনে হচ্ছে নীলের, ভার সইতে পারবে না দেহের। আতঙ্ক গ্রাস করেছে ওকে, আত্মবিশ্বাস নিঃশেষ।

'হার্কার, মরডাক পাগলামি শুরু করেছে,' বলল ও। কণ্ঠে তাচ্ছিল্য ফোটানোর চেষ্টা করল। 'ও কোন্ সাহসে আমাকে ধরে এনেছে এখানে?'

দোল খেয়ে নেমে ওর এক কদমের মধ্যে পৌঁছে গেল মরডাক।

'সবই জানতে পারবে,' বলল, চিৎকারের চাইতে অনেক বেশি অশুভ শোনাল মৃদু স্বরে বলা কথাগুলো।

হার্কারের দিকে চেয়ে জবাব দিল প্রশ্নের।

'এদের ওপর চোখ রাখতেই যাচ্ছিলাম, তোমার কথা মত। একে দেখলাম আমাদের এদিকে আসছে। কি মতলবে সেটা জানার জন্যে ধরে এনেছি।'

'মিথ্যেবাদী,' চেঁচিয়ে উঠল নীল। 'আমি মোটেই এদিকে আসছিলাম না।'

ওর মুখের একপাশে ঝলসে গেল মরডাকের মুঠো। এটা আশা করেনি নীল, অকস্মাৎ প্রচণ্ড ঘুষিটা পড়াতে ছিটকে পড়ে গেল। বালি থেকে মুখ তুলে চাইল। মাথাটা ঘুরছে; চোখের দৃষ্টি ম্লান।

'আমাকে আরেকবার মিথ্যেবাদী বলে দেখ।' দাঁতের ফাঁকে

বলল মরডাক।

কে যেন হেসে উঠল, দূরাগত শোনাল নীলের কানে মাথা ঝেড়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করল ও, আধশোয়া হলো। দু'বাহু শরীরের ভার বইতে অস্বীকার করছে যেন।

'ওকে ধরে এনেছ কেন?' শুধাল হার্কার।

'বললামই তো,' কিছুটা বিরক্ত কণ্ঠে বলল মরডাক। 'ও হয়তো আমাদের স্পট করে গিয়ে খবর দিত।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল হার্কার। ওর সন্দেহ হলো মরডাক হয়তো মিথ্যে বলছে, কিন্তু পরিস্থিতির কাছে অসহায় সে। নীলের উদ্দেশে ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'একে এখন আর ছেড়ে দেয়ার উপায় নেই।'

'ছাড়তে চাইওনি,' বলে, ঝুঁকে নীলের শার্টের কলার খামচে ধরল মরডাক, দাঁড় করিয়ে দিল একটানে।

'মস্ত বীরপুরুষ হয়ে গেছে আমাদের নীলু সোনা। শহরের লোকে দেখেছে ওর বাহাদুরি। এখানেও দর্শকের কমতি নেই। আমি নিজেও আবার দেখতে চাই কতবড় গানম্যান হয়েছে ও।'

নীলের মুখে ঘুষি মেরে ছেড়ে দিল একই সঙ্গে। দড়াম করে পড়ে গেল নীল: বাড়তি দুর্বলতা ভর করল ওর দেহে। মুখে একটা তেতো স্বাদ অনুভব করছে, সামনে ওর কমপক্ষে তিনজন মরডাক দুলছে।

মরডাক ওর কাছে এগিয়ে এসে কষে লাথি মারল একপাশে। এক ফুট দূরে ছিটকে পড়ল নীল। 'ওঠ, শালা কুত্তার বাচ্চা,' বলল মরডাক। 'আজ তোর বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব।'

হো হো করে হেসে উঠল সমবেত লোকগুলো।

মরডাকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানল হার্কার। ও, আচ্ছা।

ব্যক্তিগত বদলা নিতে এখানে নীলকে ধরে এনেছে সে, অন্য কোন কারণে নয়। সবার চোখের সামনে মেরে ভর্তা করে দিতে চায় সে ছেলেটিকে। মরডাকের কুটিল হৃদয় হয়তো শান্ত হবে এতে। ব্যাপারটার শুরু যখন হয়েই গেছে, থামাবে না হার্কার। মরডাক মজা পায় তো পাক, উপরি হিসেবে এতগুলো লোকও তামাশা দেখতে পাবে। কিন্তু এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মরডাক ওকে অমান্য করল। বেয়াড়া হয়ে উঠছে ছোকরা দিনকে দিন। পস্তাবে।

মরডাকের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল নীল। হাঁটু পেঁচিয়ে ধরে অতিকষ্টে টেনে তুলতে চাইছে নিজেকে। মাথাটা যদি কেবল ঠাণ্ডা রাখা যায়···বদমাশটাকে আঘাত করতে চায় সে, তা সে যত সামান্যই হোক।

মরডাক ছেলেটিকে মাথা তুলতে দিল কোমর অবধি, তারপর ঝট করে কনুই মারল মুখে। সহসা ঢিলে হয়ে গেল নীলের বেষ্টন। হাঁটুর ওপর বসে ধীরে ধীরে সামনে ঢলে পড়ল ও। এবার চোয়ালে এসে লাগল মরডাকের হাঁটুর মারটা। সারা মুখ রক্তাক্ত ওর, রক্তের ধারা ছড়িয়ে পড়ছে শরীরেও। অন্ধের মত হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইছে ও মরডাককে, কিন্তু শেষপর্যন্ত শরীরে আর সইল না, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। গলা চিরে বেরিয়ে এল ক্লান্ত, পরাস্ত একটি দীর্ঘশ্বাস।

'মজাটা জমল না' মন্তব্য করল একজন। 'আরেকটু খেলাতে পারতে।'

ওর দিকে ফাঁকা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল মরডাক। বুক ওঠানামা করছে হাপরের মতন, হিংস্রতা বিকৃত করে দিয়েছে মুখ। জ্যাক এখানে থাকলে ভাল হত—আর হ্যাঁ, রীটাও।

হার্কার বলল, 'বহুত মজা লুটেছ। এবার নিকেষ করে দাও।

দূরে কোথাও ফেলে এসো, যাতে কোন ঝামেলা না হয় আমাদের। জ্যাক এখানে ট্র্যাক করে এলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব তোমাকে।'

'এই বাতাসের মধ্যে ট্র্যাক করবে?' অবজ্ঞাভরে বলল মরডাক। বুনো ভাব অনেকটা কেটে গেছে চেহারা থেকে।

পিস্তল ড্র করে অচেতন দেহটির মাথার পেছনে তাক করল। ওভাবে ধরে রইল ওটা দীর্ঘ একটি মুহূর্ত। আমোদ পাচ্ছে সে। সামনে আরও পাবে। আংশিক প্রতিশোধ নেয়া হলো শুধু। জ্যাক আর রীটার সঙ্গে বোঝাপড়া হলে পাওনা কড়ায়গণ্ডায় আদায় হবে, তার আগে নয়।

ও ট্রিগার টানলে ঝাঁকি খেল নীলের মাথা। আরও দু'বার ফায়ার করল ও, জানে যদিও প্রয়োজন ছিল না। ভ্রূ কুঁচকে দেখছে দেহটি। এটাকে এখন সরাতে হবে এখান থেকে। উত্তরে নিয়ে যাওয়াই ভাল—সিদ্ধান্ত নিল।

'দূরে কোথাও নিয়ে যেয়ো,' বলল হার্কার। 'দেখো জ্যাক যেন এদিকে আসতে না পারে।' ওর কণ্ঠে স্পষ্ট হুমকি।

দশ

দূর দিগন্তে চেয়ে রয়েছে ডন। ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে যেন শিউরে

উঠল। 'আমার কেমন কেমন জানি লাগছে।'

কথাগুলো গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করল জ্যাক। ডনের ইণ্ডিয়ান রক্ত এখন কথা কইছে, একটা রহস্যময়তা খুঁজে পেল জ্যাক।

ওয়াটার হোলে পৌঁছতে রীতিমত দাবড়াতে হয়েছে ঘোড়া। দু'জনেই চিৎকার চেঁচামেচি করেছে, রাইফেলের গুলি ছুঁড়েছে, কিন্তু জবাব পায়নি নীলের কাছ থেকে—না চিৎকার, না গুলি। উদ্বেগ এ মুহূর্তে জাঁকিয়ে বসছে জ্যাকের মনে। 'ওকি হারিয়ে গেছে, ডন?' শুধাল।

শ্রাগ করল ডন।

'হারালেও বরং ভাল,' বলল।

চারপাশটায় নজর বুলানোর সময় কঠোর হয়ে উঠল জ্যাকের মুখের ভাব। এত সহজে কারও এখানে নিখোঁজ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কতরকম অসম্ভব ঘটনাই তো ঘটছে দুনিয়ায়—এই যুক্তিটা মানতে মন চাইল ওর।

ওরা যখন ফিরল নীল তখনও আসেনি। পেট গুলাতে শুরু করেছে জ্যাকের, ঘোড়ার লাথি খেলেও বুঝি এতটা অসুস্থ বোধ করত না সে।

লোকেদের নিষ্প্রাণ মুখগুলোয় উৎকণ্ঠা দেখতে পেল সে ওদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে। খুব অল্প সময়েই ছেলেটা জনপ্রিয় করে তুলেছিল নিজেকে।

'চারদিকে ছড়িয়ে পড়ো,' বলল জ্যাক। 'কেউ কোন খোঁজ পেলে তিনবার গুলি ছুঁড়বে। সন্ধের আগে আগে ফিরে আসার চেষ্টা কোরো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘোড়ার উদ্দেশে পা বাড়াল ওরা। নীলকে খুঁজে পাওয়ার পর আচ্ছামত গালিগালাজ করবে সবাই, এখনকার

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুহূর্তগুলোর জন্যে।

দক্ষিণপুবে রওনা দিল জ্যাক। দৃষ্টিসীমার প্রায় বাইরে ডানে বামে কদাচিৎ চোখে পড়ল ব্রায়ান ক্লোজ আর হুইটলির চলমান ফোঁটাগুলো। উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে ও রাইফেলের গুলির জন্যে; নিজেরই হাত নিসপিস করছে নীলের দেখা পেয়ে তিনবার গুলি ছুঁড়তে।

সাঁঝ নামছে এমনি সময় ক্যাম্পে ফিরে এল ও। ডন আর স্পার আগেই ফিরেছে। ওকে দেখে না সূচক মাথা নাড়ল। অন্যরা ফিরে এল নিয়মিত বিরতিতে, কেউ কোন খবর আনতে পারেনি।

রাতে নীরবে খাওয়া সারল ওরা। খেতে হয় তাই খাওয়া, রুচি নেই কারও। বৃত্তাকারে চুপচাপ বসে রইল দলটি, যে যার নিজস্ব ধারায় চিন্তামগ্ন। বাইরে কোথাও একটা অসহায়, সন্ত্রস্ত বাচ্চা ছেলে পড়ে আছে।

'কাল সন্ধের মধ্যে ওকে খুঁজে বের করতে হবে, হোগান আওড়াল। 'নাহলে আর খোঁজাখুঁজি করে লাভ হবে না।'

সবার মনের কথাটা প্রকাশ করায় অশুভ চাহনি হানল সবাই ওর উদ্দেশে।

সে রাতটা ছটফট করে কাটাল জ্যাক, অন্যদেরও একই অবস্থা বুঝতে পারছে। ভোরের এক ঘণ্টা আগে উঠে পড়ল সে, উষার দেরি দেখে গালি ঝাড়ল ইচ্ছেমত।

হোগান মধ্য সকালে খুঁজে পেল নীলকে। রাইফেলের ঝাপসা শব্দ অনুসরণ করে ঘোড়া ছোটাল সে। ভয়ে শুকনো ঠেকছে কণ্ঠতালু। দিগন্তে চারটে বিন্দু ঘুরপাক খাচ্ছে শূন্যে, জ্যাকের আতঙ্ক অমূলক নয় প্রমাণ করছে।

হোগান লাশের বারো গজ মতন তফাতে গুটিসুটি মেরে

বসেছিল, জ্যাক এলে মুখ ফেরাল। 'ওগুলো পথ দেখিয়েছে আমাকে,' বলল হোগান, চাইল আকাশে চক্রাকারে ঘুরতে থাকা বাজার্ডগুলোর দিকে। 'আমি যখন এলাম ওগুলো তখন আরও অনেক নিচে ছিল।'

প্রকাণ্ড পাখিগুলোর দিকে চাইল একবার জ্যাক। মড়াখেকো, মৃত্যুর প্রতীক। স্বভাব ভীরু এরা, নিচের জিনিসটা নড়াচড়া করবে না নিশ্চিত হতে দু'তিন দিন পাক খেয়ে উড়ে বেড়ায়। নীলের কথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন অনুভব করল না জ্যাক। যা বলার বলে দিয়েছে বাজার্ডগুলো।

লাশের দিকে এগোলে সাবধান করল হোগান, 'তোমার সহ্য হবে না।'

চিত হয়ে পড়ে আছে নীল, মুখটা প্রচণ্ড মারের ফলে ক্ষতবিক্ষত।

'মাথার পিছনে গুলি করেছে,' বলল হোগান। 'কয়েকবার। খুব সম্ভব মেরে অজ্ঞান করে দেয়ার পর কাজটা করা হয়েছে।'

গালাগালি করে অসহায় ক্রোধের কতটুকুই বা প্রশমন ঘটাবে জ্যাক?

আসছে অন্যরা হোগানের গুলির শব্দে, প্রত্যেকেরই একই অভিজ্ঞতা হলো। প্রথমে লাশ দেখার ধাক্কা, তারপর চরম ক্রোধ, বিরুপায় গালিগালাজ। ডন লাশের পাশে বসে রইল দীর্ঘক্ষণ। একসময় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এত কম সময়ের জন্যে দুনিয়ায় এসেছিল ছেলেটা!' কাতরতার বদলে বরঞ্চ প্রতিবাদ প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠে।

শূন্যে মুখ তুলে চাইল ও, ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে পাখির সংখ্যা সঙ্গীরা নীরবে অবলোকন করছে ওকে। ও জ্যাকের কাছে ফিরে

এসে বলল, 'ঘটনাটা এখানে ঘটেনি। ওকে ছুঁড়ে ফেলে গেছে এখানে। ফলে লাশের নিচে বালি চেপে বসে গেছে। কিন্তু বাতাস—' ওর শ্রাগটায় প্রকাশ পেল, কোথা থেকে খোঁজা শুরু করব?

স্পার বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? চল, ওকে ধাওয়া দিই।'

'কাকে?' জ্যাকের প্রশ্ন। 'কোথায়?'

'এটা মরডাকের কাজ,' ফেটে পড়ল স্পার।

সায় জানাল জ্যাক। ওরও ধারণা জঘন্য অপরাধটা মরডাকের।

'আগে কোথায় খোঁজা যায়, স্পার?' প্রশ্ন করল।

বিড়বিড় করল ডন, 'ওরা এদিকেই কোথাও আছে। কয়েকটা সপ্তাহ পিছে লেগে থাকলে বের করে ফেলব।'

'ওকে কিছুতেই ছাড়া চলবে না,' গর্জে উঠল স্পার।

'না,' বলল জ্যাক। 'ছাড়ব না আমরা। কিন্তু ওকে দলবলসুদ্ধ আমাদের কাছে টেনে আনতে চাইলে আগে শিকারের কাজটা শেষ করতে হবে। ঘোড়া কেড়ে নেয়ার উদ্দেশে আমাদের পিছে লেগে থাকলে আসতেই হবে ওদেরকে।'

কারও কারও মুখে প্রতিবাদ ফুটে উঠলেও বেশিরভাগই সমর্থন করল প্রস্তাবটা।

'তোমরা ক্যাম্পে ফিরে যাও। আমি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো,' বলল জ্যাক। 'নীলকে পৌঁছে দিতে হবে আমার।'

'আমি সঙ্গে যেতে চাই,' বলল ডন হুয়ান।

কৃতজ্ঞ চোখে চাইল ওর দিকে জ্যাক।

লাশ ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে একটা ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে দিল ওরা। জ্যাক ঘোড়ায় চেপে কঠোর চেহারার লোকগুলোর দিকে চাইল।

'ঠিকমত নজর রেখো,' বলল। 'আমরা যত শিগগিরই পারি ফিরব।'

প্যাক হর্সটাকে যতটা দ্রুত সম্ভব ছোটাল সে। বাকি দিন আর গভীর রাত অবধি ঘোড়ায় কাটাল ওরা। পরদিন ভোরের আলো ফুটলে রওনা হলো আবার। যৎসামান্য কথাবার্তা হলো ডনের সঙ্গে ওর।

সন্ধের পর শহরে পৌঁছল দু'জনে। আলফ্রেডের অফিসঘরে বাতি নেই। বিড়বিড়িয়ে বলল জ্যাক, 'ও এখানে থাকবে আশা করেছিলাম।' ডনের দিকে চেয়ে আরও বলল, 'বাসায় নিয়ে যেতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল ইণ্ডিয়ান।

প্যাক হর্সটাকে একটা ঝোপের ছায়ায় ছেড়ে অনিচ্ছার সঙ্গে আলফ্রেডের বাড়ির দিকে পা বাড়াল জ্যাক। জীবনে কোন কাজ এতটা কঠিন মনে হয়নি ওর।

দরজায় নক করতে হালকা পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। ঈশ্বরের নাম জপতে লাগল জ্যাক, রীটা যেন দরজা না খোলে।

রীটাই খুলল, এবং জ্যাককে দেখে আতঙ্ক ফুটল ওর মুখের চেহারায়। ওর তো এখন এখানে আসার কথা নয়!

'রীটা, আমি আলফ্রেডের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

ওর বাহু আঁকড়ে ধরল মেয়েটি, কাঁপছে আঙুলগুলো অনুভব করছে জ্যাক।

'কি ব্যাপার, জ্যাক? নীলের কিছু হয়েছে?'

জ্যাকের চোখে চেয়ে নির্মম সত্যটা বুঝে ফেলল ও, মুহূর্তে ছাই বর্ণ হয়ে গেল সুন্দর মুখটা। 'না,' ফিসফিস করে বলল। ফোঁপানির ফলে কেঁপে কেঁপে উঠছে কাঁধ। নিঃশব্দ ফোঁপানিটা ভয়ঙ্কর শোনাল

জ্যাকের কানে।

রীটার কাঁধ চেপে ধরল ও, অসহায় বোধ করছে। সেমুহূর্তে কারও পক্ষে সান্ত্বনা দেয়া সম্ভব নয় রীটাকে। ওর মাথাটা বুকে চেপে ধরল জ্যাক।

মেঝেতে ভারী পদশব্দে মাথা তুলে চাইল সে।

'কি হয়েছে?' আর্লফ্রেডের প্রশ্ন।

রীটাকে ফোঁপাতে দেখে চেহারার ভাব পাল্টে গেল ওর বাবার। জ্যাকের দিকে নিথর মুখে চেয়ে প্রাণহীন কণ্ঠে বলল, 'নীল?'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাক। কিভাবে ঘটনাটা বলবে ও? ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেবেও তো কিছু বের করতে পারেনি।

'সবাই চোখ রেখেছিল ওর ওপর। কিন্তু বড় ঘোড়াটাকে আগে স্পট করার জন্যে ও ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।'

মুহূর্তের জন্যে আলফ্রেডের দৃষ্টি ভস্ম করে দিল জ্যাককে, চোখ ভরা অভিযোগ ওর। কিন্তু পরমুহূর্তে নিভে গেল আগুনটা, মরে গেছে কণ্ঠস্বর। 'কেউ এটা ঠেকাতে পারত না। মরডাককে পিস্তল দেখিয়েছে শোনার পর থেকেই বুঝে গিয়েছিলাম। হয়তো দোষটা আমারই। মরডাককে তখনই ওখানে হয়তো মেরে ফেলা উচিত ছিল।'

জ্যাকের মতন আলফ্রেডও নিশ্চিত খুনটা মরডাক করেছে। চোয়াল ঝুলে পড়েছে লোকটার, বয়স হঠাৎ করে বেড়ে গেছে যেন বিশ বছর।

'ওর কোন চিহ্ন পেলে?'

মাথা নাড়ল জ্যাক।

'নীল বেরিয়ে যাওয়ার পর জোর হাওয়া দিচ্ছিল। সব চিহ্ন মুছে

গেছে। ডনের কিছু করার ছিল না।'

'এবারও কোন প্রমাণ নেই,' আওড়াল আলফ্রেড। 'জানি, কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না। করোনার শুধু বলবে এক বা একাধিক লোকে খুনটা করেছে।' আপনমনে কথা বলছে সে, ভাবছে একজন লম্যানের মত।

'ও ওদিকেই আছে,' বুনো গলায় বলল জ্যাক। 'তুমি কিছু করতে না পারলেও আমি পারব। প্রমাণের অভাবে আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকব ভেবেছ?'

কান্নাভেজা চোখে ওর দিকে চাইল রীটা। 'ওকে খুন করো, জ্যাক।'

'করব, রীটা,' বলল জ্যাক। আলফ্রেডের দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি যদি একটু আসতে আমার সঙ্গে...'

রীটা পিছে পিছে আসতে পা বাড়ালে মাথা নাড়ল জ্যাক। 'তুমি না,' বলল ভোঁতা সুরে।

পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেলে বলল ও, 'ওকে বেধড়ক মার মারা হয়েছে। তারপর গুলি করেছে মাথার পেছনে। রীটার ওকে দেখা এখন ঠিক হত না।'

মৃত সন্তানের দিকে চেয়ে রইল মার্শাল, মুখে কঠোর, দুর্ভেদ্য মুখোশ। 'কতই না বকাঝকা করেছি ছেলেটাকে।' কণ্ঠে ওর সব হারানোর ব্যথা।

আলফ্রেডের মনের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারল জ্যাক। নীলের সঙ্গে শেষ বেলায় ধমকে কথা বলেছিল মার্শাল। নিজের ওপর হাজার অত্যাচার করেও এ দুঃখ ভোলা যাবে না, এ-ও বুঝল।

আলফ্রেডের বাহু স্পর্শ করে বলল, 'এখন হেকলের কাছে গেলে হয় না?' হেকল এ শহরের নাপিত এবং আণ্ডারটেকার।

দীর্ঘ, ভারী শ্বাস পড়ল আলফ্রেডের। 'চলো।'

প্যাক হর্সটাকে এগিয়ে নিয়ে চলল জ্যাক, পাশে পাশে যাচ্ছে মার্শাল। 'আমি তোমার সঙ্গে যাব,' বলল। চাইল জ্যাকের দিকে, ঘৃণায় বিকৃত মুখ। 'প্রমাণ নেই বলে ছেড়ে দেব না।'

'জেনে খুশি হলাম,' বলল জ্যাক। 'ওদেরকে আমাদের কাছে টেনে আনতে হবে। ঘোড়া ভালভাবে জড়ো করতে পারলেই কেবল সেটা সম্ভব।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল আলফ্রেড।

'নীলকে সকালে কবর দিয়ে রওনা হয়ে যাব।'

ওরা হেকলের ওখানে পৌঁছলে ডন বেরিয়ে এল আড়াল ছেড়ে।

'ওকে ঘুম থেকে জাগিয়েছি, বলল। 'অপেক্ষা করছে তোমাদের জন্যে।' দীর্ঘক্ষণ চেয়ে রইল আলফ্রেডের দিকে। 'আমি দুঃখিত, সিনর আলফ্রেড। তোমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পারলাম না।'

ওর কাঁধে আলতো চাপড় মারল মার্শাল। তারপর হনহন করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ওকে একাই যেতে দিল জ্যাক।

সিগারেট শেষ করছে ও এমনিসময় ফিরে এল আলফ্রেড। প্যাক হর্সটার কাছে গিয়ে বাঁধন খুলতে লাগল।

জ্যাক সামনে পা বাড়ালে ওর হাত টেনে ধরল ডন। 'সাহায্য দরকার হলে নিজেই চাইবে,' বলল মৃদু স্বরে।

শরীরটা বাঁধন মুক্ত করে বাহুতে তুলে নিল নীলকে আলফ্রেড। দরজা দিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। পদক্ষেপগুলো ভারী হলেও মাথা উঁচু রইল।

'মরডাকের জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার,' বলল ডন। 'ওকে খুন

করতে চায় এমন লোকের সংখ্যা দিনকে দিন বেড়ে চলেছে।'

'বেশিদিন দুঃখ করতে হবে না তোমার,' বলল জ্যাক, কণ্ঠে দৃঢ়তা।

'জানি।'

আলফ্রেড ফিরে এসে বলল, 'কাল ন'টায় কবর হবে।'

সময়টা একটু সকাল সকাল হলেও যথার্থ। যত শীঘ্রি কাজটা সারা যাবে, রীটা আর আলফ্রেড তত দ্রুত নিজেদের সামলে নেয়ার সুযোগ পাবে।

'তোমরা বাড়ি চলো আমার সঙ্গে,' বলল আলফ্রেড। 'ঘরের অসুবিধে নেই।'

বিড়বিড় করল ডন, 'কিন্তু আমার যে খোলা আকাশের নিচে ঘুমানোর অভ্যাস। ঘরে আমার ফাঁপর লেগে ওঠে।'

'আমি বরং ডনের সঙ্গেই থাকব,' বলল জ্যাক।

মাথা ঝাঁকিয়ে বাসার উদ্দেশে গটগট করে এগোল মার্শাল।

'বাইরের লোক দুঃখ ভাগ করে নিতে পারে না,' বলল ডন।

জ্যাক আলফ্রেডদের কাছে বাইরের লোক নয়, কিন্তু ডনের বক্তব্য বুঝতে ওর বেগ পেতে হলো না।

নীলের শেষকৃত্য হয়ে গেলে স্বস্তি পেল জ্যাক। রীটার পাশে কবরস্থানে দাঁড়িয়ে ছিল ও, মেয়েটির নিঃশব্দ কান্না ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে দিচ্ছিল ওর অন্তর। আলফ্রেড একদৃষ্টে চেয়ে ছিল অদৃশ্য কিছুর দিকে। সর্বশেষ প্রার্থনা শেষে রীটাকে হাত ধরে সরিয়ে নিয়ে গেল জ্যাক। মাথাটা কাত করে বলল যাওয়ার সময়, 'আমরা এখন রওনা হলে ভাল হত, আলফ্রেড।'

বিহ্বলভাব কাটিয়ে উঠে বিনাবাক্যব্যয়ে তাদেরকে অনুসরণ

করল মার্শাল। কবর ভরাটের দৃশ্য দেখে জ্যাক বা তার কারোই কোন লাভ নেই।

'মেয়র নাইটের সঙ্গে দেখা করে যাব আমি,' বলল আলফ্রেড। 'রীটা, তুই তোর খালার কাছে চলে যাস। আমরা না ফেরা পর্যন্ত ওখানেই থাকবি।' এগিয়ে গেল সে, জ্যাক আর রীটাকে একান্ত একটি মুহূর্ত উপহার দিয়ে।

রীটাকে এ অবস্থায় ছেড়ে যেতে মন না চাইলেও উপায় নেই জ্যাকের।

'তুমি নিজের দিকে খেয়াল রেখো,' বলল জ্যাক। 'আলফ্রেডকে যত জলদি পারি ফিরিয়ে আনব।'

ওকে আঁকড়ে ধরল মেয়েটি। 'দুজনেই ফিরে এসো ভালয় ভালয়। আমি আর কোন আঘাত সইতে পারব না।' গালে চুমো খেয়ে আলতো ধাক্কা দিল। 'যাও।'

ওর দিকে চেয়ে হাসার চেষ্টা করল জ্যাক, গাল ছুঁয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল। পিছু ফিরে চাইল না একবারও।

লিভ্যারী স্টেবলে জ্যাক আর ডনের সঙ্গে মিলিত হলো আলফ্রেড। ব্যাজটা নেই। পিনের ফুটোয় চোখ আটকে গেল জ্যাকের। ব্যাজবিহীন আলফ্রেডকে কল্পনাই করা যায় না।

'ওটা ফিরিয়ে দিলাম,' গম্ভীর স্বরে জানাল আলফ্রেড। 'পরে থাকলেও অবশ্য ওখানে আইন ফলানো যেত না। তবু ফ্রী থাকাই ভাল। নাইট বলল ফিরে এসে আবার নাকি ওটা পরতে হবে আমাকে।'

'ও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে?' প্রশ্ন করল ডন উজ্জ্বল চোখে।

'কেন, তোমার কোন আপত্তি আছে?' ঘোঁত করে উঠল আলফ্রেড।

'তা থাকবে কেন? কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তুমি তোমার শহর ছেড়ে—'

'যাব না?' বাক্যটা সমাপ্ত করে দিল আলফ্রেড। 'অনেকেই হয়তো তোমার মত অবাক হবে।'

দোল খেয়ে স্যাডলে উঠে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল ও, ডানে-বামে চোখ ফেরাল না। এটা এখন আর তার শহর নয়, এর দায়-দায়িত্বও অন্যের।

মাথা ঝাঁকাল ডন।

'কঠিন মনের মানুষ,' বলল। 'অচেনা লোক ভাববে ওর কোন দুঃখ নেই। কিন্তু আসলে দুঃখে কানায় কানায় ভর্তি ওর ভেতরটা। এতে আরও কঠোর হয়ে উঠবে ও।'

এগারো

লোকেদের তর্কাতর্কি ছাপিয়ে শোনা গেল আলফ্রেডের চিৎকার।

'আমি বলছি ওদের খুঁজে পেতে হলে আগে ঘোড়া শিকার শেষ করতে হবে—'

জ্যাকের লোকেরা খুশি হতে পারল না। হত্যাকারীদের ছেড়ে ঘোড়ার পিছু ধাওয়া করার বিষয়টা মনঃপূত হয়নি ওদের।

ব্রায়ান ক্লোজ বলল, 'নীল তোমার সন্তান। কিভাবে যে তুমি

একথা—' আলফ্রেডের তীব্র চাহনির সামনে হার মানল ও।

আলফ্রেড কণ্ঠের রাগ চাপা দিতে পারেনি।

'আমি ওদের টুঁটি টিপে ধরতে চাই না মনে করেছ? ওরা কোথায় আছে জানলে কি তেড়ে যেতাম না? ওদের কোথায় পাব বলো। কোন্‌দিকে যাব? আর গেলে কি সবাই একসঙ্গে? ছোট ছোট দলে ভাগ হলে মারাত্মক বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। আর দলবদ্ধ থাকলে অল্প একটু জায়গা কভার করতে লেগে যাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ। আমরা জানি ওরা চোখে চোখে রাখছে আমাদের। ওরা বড়জোর অল্প খানিকটা এগিয়ে থাকবে। যুক্তি দেখাতে পারো যদি নিশ্চয়ই শুনব।'

'খালি খালি এগোনোটা ভাল লাগছে না,' গোমড়া মুখে বলল ক্লোজ। 'কিন্তু মনে হচ্ছে উপায়ও নেই।'

ওর কথা থামিয়ে দিল বিতর্ক। কেউ খুশি হতে না পারলেও, মেনে নিল।

পরবর্তী তিনদিন ঘোড়ার পেছনে ব্যস্ত রইল ওরা, এবং দেখা পেল আরেকটি ছোট দলের। ডন বলে চলেছে, 'বড় দলটা আশপাশেই থাকবে।' নিজেই আবার কখনও কখনও মাথা নাড়ে দ্বিধান্বিত চিত্তে। 'কিন্তু কোন চিহ্ন তো পেলাম না। কি যে ব্যাপার বুঝতে পারছি না। ও কি নতুন কোন জায়গায় আস্তানা গাড়ল? নাকি ভয় পেয়েছে কোন কারণে? তল্লাট ছেড়ে পালায়নি তো?'

চিন্তাটা জ্বালাতন করছে জ্যাককেও। নিষ্ফলা দিনগুলো ওর সীমাবদ্ধ সময় খেয়ে নিচ্ছে।

ডন বলল, 'পরের উপত্যকাটায় আমার এক চেনা লোক থাকে। ভেড়া চরায়। স্ট্যালিয়নটার খবর তার জানা থাকতে পারে।'

'দেখো চেষ্টা করে,' ক্লান্তস্বরে বলল জ্যাক। 'রাতের মধ্যে পৌঁছতে পারব?' ডন সায় জানালে বলল, 'আমরা ওখানে ক্যাম্প করব।'

সিরনের বাসাটা চমৎকার উর্বর একটা জায়গায়, পানির অভাব নেই আশপাশে; বাদামী পারিপার্শ্বিকতায় সবুজ এক মরুদ্যান সৃষ্টি করেছে যেন। রাইডাররা বাসার কাছে চলে এলেও কাউকে দেখা গেল না। ডন রয়েছে জ্যাকের বাঁ পাশের ঘোড়ায়..সুনসান পরিবেশ দেখে ভ্রূ কুঁচকে উঠল ওর।

'ওদের তো এখানে থাকার কথা,' বলল। 'এটা তো লোম ছাঁটার মৌসুম নয়। তবে গেল কোথায়?'

বাসাটা জরিপ করছে জ্যাক। নিস্তব্ধতাটা অস্বাভাবিক। এ ধরনের নিঃসঙ্গ, লোকালয় বিচ্ছিন্ন পরিবারগুলো সচরাচর অতিথি দেখলে খুশি হয়। কুকুর ডাকবে, বাচ্চারা ছোটাছুটি করবে, মহিলারা জানালা-দরজার ফাঁক-ফোকর দিয়ে সাবধানে উঁকি দেবে, পুরুষরা এগিয়ে আসবে হাসিমুখে—এটাই তো স্বাভাবিক।

বাসাটা থেকে দুশো গজ দূরে ওরা এসময় গর্জে উঠল একটা রাইফেল। আর্তনাদ করে উঠল আলফ্রেড, স্যাডলে টলে উঠে মরিয়ার মতন হর্ন আঁকড়ে ধরল। ঘোড়াটাকে লাথি মেরে আলফ্রেডের কাছে চলে এল জ্যাক। 'ধরে থাকো, ধরে থাকো,' চেঁচিয়ে বলল।

আলফ্রেডের লাগাম ধরে ঘুরিয়ে দিল জানোয়ারটাকে, নিজেও স্পার দাবাল পালাতে। সঙ্গীদের দিকে চাইল কয়েকবার আড়চোখে, ছত্রখান হয়ে ছুটে পালাচ্ছে ওরা, সবাই সেঁটে রয়েছে ঘোড়ার গলার কাছে।

রাইফেল রেঞ্জের বাইরে থেমে পড়ে আলফ্রেডকে স্যাডল

থেকে নামতে সাহায্য করল ও। আলফ্রেড প্রায় ঢলে পড়ল ওর গায়ে, মুখটা পাংশু আর বাঁকা হয়ে গেছে তীব্র যন্ত্রণায়। ওকে মাটিতে শোয়াতে জ্যাকের হাত রক্তরঞ্জিত হয়ে গেল। রীটার কথা মনে পড়ল ওর, হাহাকার করে উঠতে ইচ্ছে করল। নীলের মৃত্যুর শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই কি বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনতে হবে মেয়েটিকে?

বারো

সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়লে, একজন আউটরাইডার ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে ছুটে চলল হার্কারের কাছে।

'সামনে একটা বাড়ি, গর্ডন,' বলল। 'বেশি কাছে যাইনি।'

'কাউকে দেখেছ?'

মাথা নাড়ল লোকটি

'ভেড়ার শব্দ শুনলাম মনে হলো। কোন শীপহার্ডারের আউটফিট হতে পারে।'

হার্কার বিবেচনা করে একটা সিদ্ধান্তে এল।

'বাসা থাকার অর্থ কাছেপিঠে পানিও আছে এখানকার গাঁজলা ওঠা পানি খেতে খেতে পেটটা গেছে আমার। আজ রাতে ওখানে ক্যাম্প করছি আমরা।'

মরডাক ওর কথা শুনতে পেয়ে বলল, 'কাজটা কি ঠিক হবে? জ্যাক আমাদের পেছনে লেগে আছে। লেস্টার তো বললই ও নাকি এদিকেই আসছে।'

'ও এতদূর আসতে পারবে না আজ রাতের মধ্যে,' বলল হার্কার।

মাথা নাড়ল মরডাক। মাঝেমধ্যে বড্ড বোকার মত কথা বলে হার্কার।

'রাতে ওখানে ক্যাম্প করলে, ওই লোকগুলো জ্যাককে বলে দেবে আমাদের কথা।'

ভ্রূ কুঁচকে চাইল হার্কার।

'কি বলবে শুনি? আমাদের নাম? আমরা কি করছি এখানে? তুমি ওদের সব খবর জানাবে মনে হচ্ছে!'

লাল হয়ে গেল মরডাকের ঘাড়ের কাছটা, গম্ভীর মুখে বলল, 'আমরা এতদিন আড়ালে ছিলাম। এখন যেতে চাইছি সবার চোখের সামনে।'

হার্কার সামনে ঝুঁকে আঙুলের খোঁচা মারল মরডাকের গালে

'নীল ছোকরাটাকে মেরে সমস্ত গোপনীয়তা নষ্ট করে দিয়েছ তুমি। জ্যাক কার্মডি এতই বোকা, কে করেছে কাজটা কিছুই বুঝবে না? বাজি ধরে বলতে পারি তোমার নাম গেঁথে আছে ওর মাথায়। আলফ্রেডের এখানে আসারও অন্য কোন কারণ নেই এই তো তোমার গোপনীয়তা

ভাবনাটা যতবার মনে এসেছে মরডাকের প্রতি রাগে গলা বুজে এসেছে ওর। ও ভাবতে পারেনি কার্মডি নীলের লাশ খুঁজে পেয়ে শহরে নিয়ে যাবে। আলফ্রেডও যে চলে আসবে ওর সঙ্গে তাই বা কে জানত? তারমানে ওর উচিত ছিল জ্যাকের ক্যাম্পের

সবক'টাকে খুন করানো। ইচ্ছেও তো প্রথমে তেমনি ছিল, কিন্তু মরডাকের জন্যে সব কেঁচে গেল।

রাগ সংবরণ করে কাটখোট্টা সুরে বলল, 'আমি যা বলছি তাই হবে। তোমাদের চেহারা দেখতে দেখতে অরুচি ধরে গেল! নতুন মুখ দেখতে চাই আমি, হোক সেটা ভেড়াওয়ালার।'

দাড়িভর্তি, গোমড়া মুখগুলোয় কোন আকর্ষণ পাচ্ছে না হার্কার। ওখানে ক্যাম্প করার বিপদের কথা মরডাক যা বলল হয়তো ঠিকই বলেছে, কিন্তু মেক্সিকানটা যাতে ওদের পাত্তা জানিয়ে দিতে না পারে সে ব্যবস্থাও করা যাবে। আর ওর ওদিকে মেয়েমানুষ থেকে থাকতে পারে···

'মরডাক, স্টেবলে বেশ কিছু অপূর্ব সুন্দরী মেক্সিকান মেয়েমানুষ দেখেছি আমি।' লালসা ভর করল ওর কণ্ঠে, চোখে। একটা মেয়েমানুষ চাই ওর—যে কোন ধরনের। ঠোঁট চেটে বলল, 'খুব যে ডানাকাটা পরী হতে হবে এমন কোন কথা নেই। বুঝেছ?'

মরডাকের মুখের চেহারায় বৈরাগ্য দেখে অভিশাপ দিল হার্কার। ব্যাটার মাথায় কেবল একটা মেয়েমানুষেরই চিন্তা, এজন্যেই অনেকবার ওকে উদাস চোখে মরুভূমির দিকে চেয়ে থাকতে দেখেছে ও।

'ওকে পাবে না তুমি, মরডাক,' খোঁচা মারল হার্কার। 'মেয়েমানুষকে বাগে আনার কায়দা জানা নেই তোমার। ও নিজে থেকে তোমার কাছে আসবে কেন? যাকগে, ভেব না, ফিরে গিয়ে রীটাকে তোমার হয়ে বশ করে দেব আমি।'

খুনের চোখে ওর দিকে ঝটিতি ফিরল মরডাক। 'মুখ সামলে কথা বলবে, হার্কার,' ফেটে পড়ল। 'এ ধরনের কথা আর কখনও যেন না শুনি।'

'একটু মজা করছিলাম,' বলল হার্কার।

ওর কথায় শান্ত হলো না মরডাকের বুনো দৃষ্টি। ও লাগাম টানলে হার্কারের পাশ থেকে পেছনে ঝটকা খেল ওর ঘোড়াটা। হার্কার মুখ ফেরায়নি ওকে অনুসরণ করতে। চোখে তার সরীসৃপের শীতলতা। মরডাক জানে না ওর প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। এই মরুভূমি থেকে আর ফিরে যেতে হচ্ছে না ওকে। কার্মডির ঘোড়া ছিনতাইয়ের পর···মুহূর্ত খানেক খেলা করল হার্কার ভাবনাটা নিয়ে, তারপর বাদ দিল। মরডাকের কপালে কি ঘটবে, কিভাবে ঘটবে এখনও ঠিক করেনি সে, কিন্তু ঘটবে এটা নিশ্চিত। সময় এবং পরিস্থিতিই বলে দেবে।

রীটার কথা ভেবে ঠোঁট চাটল ও। মরডাককে খেপাচ্ছিল ও মজা করার জন্যে, মজাটা এখন আর নেই। ক্ষতি কি? মেয়েটা পরমা সুন্দরী। আলফ্রেড, জ্যাক এবং মরডাকও আর ফিরে যাচ্ছে না শহরে। ভাইটা মারা পড়েছে, আহারে, বড্ড অসহায় মেয়েটা। চিন্তাটাকে মগজের ভেতরদিকে ঠেলে দিল সে। সময় এলে বের করে নেবে। কখনও ধৈর্যহারা হয় না ও, আর এটাই তো ওর সাফল্যের চাবিকাঠি। সবুরে মেওয়া ফলে প্রবাদটায় পূর্ণ আস্থাবান সে।

হার্কার বাসাটার কয়েকশো গজ দূরে লোকেদের থামতে বলে চাইল ওটার দিকে। 'তোমরা দাঁড়াও, আমি দেখে আসি এখানে ক্যাম্প করা যাবে কিনা।'

ওরা ক্যাম্প এখানেই করবে। কোন মেষপালকের বাবারও সাধ্য নেই এতবড় একটা দলকে নিষেধ করে। মেয়েমানুষের চিন্তাটা অবিরত খোঁচাচ্ছে হার্কারকে। এ থেকে মুক্তি পাচ্ছে না সে কিছুতেই।

বাসাটার কাছাকাছি হতে ভ্রূ কুঁচকে গেল ওর। কেউ বেরিয়ে এল না তাজ্জব ব্যাপার তো!

ঘোড়া থেকে নেমে দরজায় নক করল ও। টোকার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেলে নীরবতা ফিরে এল জোরেসোরে। কিন্তু ওর কেন যেন মনে হচ্ছে দরজার ওপাশে কেউ একজন আছে, ভীতসন্ত্রস্ত কেউ। হয়তো কোন মহিলা—একাকী ভয়ে জড়সড়, অপেক্ষা করছে কখন আপদটা দূর হবে। গভীর এবং নিঃশব্দ একটা হাসি উঠে এল ওর গলা অবধি।

'কেউ শুনছ, চেঁচাল, 'আমি এখানে ক্যাম্প করার অনুমতি চাইতে এসেছি।'

'করো।' কণ্ঠটা অস্পষ্ট, দরজার ঘনত্বের কারণে বোজা বোজা।

ভীরু নারী কণ্ঠটি কানে যেতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল ওর।

ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল ও, জানে ওকে কোন ফুটো-ফাটা দিয়ে জরিপ করছে অন্দরের নারীটি। কী নিরীহই না দেখাচ্ছে ওকে, হ্যাট হাতে দাঁড়িয়ে এক মোটা মানুষ।

দরজাটা ক'ইঞ্চি খুলে গেল ত্রস্তভাবে, আংশিক উন্মোচিত হলো হার্কারের কামনার সামনে। মেয়েটি কিশোরীই বলা যায়, পনেরো বড় জোর ষোলো হবে, তবে সুগঠিত—লো-কাট ব্লাউজে দারুণ আকর্ষণীয়া। গাঢ় চোখজোড়া নরম, আয়ত এবং আতঙ্কমাখা। হার্কারের ইন্দ্রিয় নির্ভুল। মেয়েটি একা।

তেরো

জ্যাক প্রশ্ন করল, 'বেশি সিরিয়াস, আলফ্রেড?'

দাঁতের ফাঁকে বলল আলফ্রেড, 'ভেতরে যায়নি, তবে পুড়িয়ে মারছে।'

ভেস্ট আর শার্ট সরাল জ্যাক। রক্তে জবজব করছে শার্টটা, এখনও প্রচুর পরিমাণ রক্তপাত হচ্ছে আলফ্রেডের। রক্ত মোছার পর জখমটা দেখতে পেল জ্যাক। আলফ্রেড ঠিকই বলেছে, আঘাতটা গুরুতর। বুলেট দেহে সেঁধোতে পারেনি, স্বস্তিবোধটা ক্লান্ত করে দিল জ্যাককে। পাঁজরে একটা গভীর ক্ষত তৈরি করেছে গুলিটা। যথেষ্ট ভোগাবে আলফ্রেডকে।

লোকেরা চারপাশে জড়ো হয়েছে। 'বাড়িটা ঘিরে ফেলো,' বলল জ্যাক। 'ভেতরে যে-ই থাক, পালাতে যেন না পারে।'

অস্কারের প্রশ্নের জবাবে বলল, 'না, তেমন কিছু হয়নি।'

'হার্কার ভেতরে আছে মনে করছ?' হোগান বলল।

'হতে পারে,' মুখ খুলল আলফ্রেড। 'নাও হতে পারে। হার্কারের সঙ্গে দলবল আছে। ওদের ঘোড়া কই? চারদিক তো ফাঁকা। ওই ছোট শেডটায় তিন-চারটের বেশি ধরবে না। হার্কার এত সহজে ধরা দেবে না।'

'তবে গুলিটা করল কে?' জ্যাক জানতে চাইল।

'জানি না।' কঠিন চোখে বাড়িটা দেখে নিল আলফ্রেড। 'তবে জেনে যাব।'

ডনের দিকে তাকাল ও। 'তোমার ওই সিরন লোকটা গুলি করেনি তো?'

কঠোর চাহনি হানল ডন বাড়িটার উদ্দেশে।

'কিছু একটা গড়বড় আছে। ও এমন লোক নয়।' সিধে হয়ে সামনে এগোল, হ্যাট দুলিয়ে চিৎকার করছে স্প্যানিশে।

জ্যাক ওকে ডাকাডাকি করেও ফেরাতে পারল না। প্রতি কদমে আরও সহজ লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছে ইণ্ডিয়ান।

'নিজের মাথাটা না উড়িয়ে ছাড়বে না,' বলল রাগত স্বরে জ্যাক।

ডন এমুহূর্তে অনেকটা কাছে চলে গেছে শ্লথ পায়ে হেঁটে। একটা সন্দেহ ত্বরিত বয়ে গেল জ্যাকের মনে। বাড়ির ভেতর থেকে গুলি চালানো হয়েছে ওদের ওপর। কিন্তু কই, ডনকে তো গুলি করছে না। ডনের গলা শুনতে পাচ্ছে ও, কিন্তু কি বলছে ধরতে পারছে না। নিজের পরিচয় জানাচ্ছে কি? জ্যাকের দল ত্যাগ করে শত্রু শিবিরে যোগ দিচ্ছে?

উঠে বসেছে আলফ্রেড, ঘটনাটা জরিপ করছে তির্যক চোখে। জ্যাকের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল। জ্যাক অনুমান করল একই সন্দেহ দানা বেঁধেছে আলফ্রেডের মনেও।

ঘোড়ার কাছে গিয়ে রাইফেলটা নিয়ে এল জ্যাক। শুয়ে পড়ে কাঁধে ঠেকিয়েছে বাঁট। ডনের পিঠে স্থির রাইফেলের নল। দু'জনের মধ্যকার ব্যবধানটা দীর্ঘ হলেও অটল পজিশনে রয়েছে সে। ট্রিগারে আঙুল রেখে অপেক্ষমাণ ও।

ডন বাড়িটার পঞ্চাশ গজের মধ্যে পৌঁছলে এক লোককে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। দীর্ঘ এবং আন্তরিক আলোচনা হলো দু'জনের, রাইফেলের নল একবারের জন্যেও সরল না ডনের পিঠ থেকে।

ডন ফিরে তাকিয়ে প্রবলভাবে সঙ্কেত দিতে লাগল, জ্যাক যাতে ওর সঙ্গে যোগ দেয়।

ম্লান হাসি ফুটল আলফ্রেডের মুখে। 'আমিও তোমার মতই ভাবছিলাম। কারও ওপর সন্দেহ জন্মাতে সময় নেয় না মানুষের মন। এখন আবার অন্যরকম মনে হচ্ছে। ও বাড়িতে কোন ঝামেলা হয়েছে। যাও। আমরা কভার দিচ্ছি।'

রাইফেল হাতে এগিয়ে গেল জ্যাক। খোলামেলা, স্পষ্ট লক্ষ্য এখন ও, গুলি এলে রক্ষা নেই। বুলেটের আশঙ্কায় চামড়া টানটান হয়ে গেছে ওর।

নিকটবর্তী হলে দেখতে পেল ডনের সঙ্গে আলাপচারিতায় ব্যস্ত লোকটি মেক্সিকান। বাদামী, থলথলে মুখটা উদ্বেগে ভরা, কিন্তু চোখ দুটো যেন জ্বলন্ত অঙ্গার।

'সিনর, জ্যাক,' বলল ডন, 'এ হচ্ছে সিরন। আমাদেরকে শত্রু মনে করেছে ও। বিশ্রী একটা গোলমাল হয়েছে ওর এখানে। কালকে অনেকগুলো রাইডার এসেছিল। ওরা তখন বাসায় ছিল না। ওদের একজন সিরনের মেয়ের অসম্মান করে গেছে।'

দ্রুত কথা বলে সিরন, অর্ধেকটা স্প্যানিশে বাকিটা ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে। বুঝতে বেগ পেতে হলো জ্যাকের। স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে বিশ মাইল দূরে চারণভূমিতে গিয়েছিল ও। সন্ধের মধ্যে ফেরত আসার ইচ্ছা থাকলেও, চাকা ভেঙে যাওয়ায় আজ সকালে ফিরেছে। এসে দেখে ওর মেয়েকে অপমান করা হয়েছে।

'শুয়োরটাকে খুন করব আমি,' কান্নায় বুজে এসেছে সিরনের কণ্ঠ।

ডন বলল, 'সিনর আলফ্রেড গুলি খাওয়ার ঠিক আগে দিয়ে এক মহিলাকে দেখেছিলাম জানালার নিচে ডুব মারল। কোন মহিলার তো আমাদের দিকে গুলি করার কথা নয়। তাই জানতে এসেছিলাম।' ঝলসে গেল ওর দাঁতগুলো। 'ভাগ্যিস সিরন আমাকে চিনেছে। ওদের পক্ষে এখন বাসার আশপাশে কাউকে দেখামাত্র গুলি করাই স্বাভাবিক।'

জ্যাক ঘুরে উঁচিয়ে ধরল রাইফেল, হাতছানি দিয়ে লোকেদের ডাকল। আলফ্রেডকে ধুঁকতে ধুঁকতে আসতে দেখল সবার পেছনে।

সিরনের চারধারে একটা বৃত্ত তৈরি করল ওরা, দুঃখজনক ঘটনাটা শুনল মন দিয়ে। সবার মধ্যে ক্ষুব্ধ বিড়বিড়ানি উঠল।

'অনেক লোক এসেছিল,' বলল সিরন। 'আমার মেয়েটা বলতে পারল না কতজন।'

'আমেরিকানো?' আলফ্রেডের প্রশ্ন।

মাথা ঝাঁকাল সিরন। 'হ্যাঁ। আমরা ভেবেছিলাম তোমরাই তারা। তাই গুলি করেছিলাম।'

শ্রোতাদের মধ্য থেকে নিচু, ক্রুদ্ধ গালিগালাজ শোনা গেল। 'তোমার মেয়ে ভাল আছে তো?' প্রশ্নটা করে নিজেই বিব্রত বোধ করল হুইটলি। 'মানে এখন কেমন আছে?'

'ওর মা ওর দেখাশোনা করছে। এখন কিছুটা ভাল।'

'আমরা যাদের খুঁজছি এরাই বোধহয় তারা,' বলল আলফ্রেড 'তোমার মেয়ের সঙ্গে কি কথা বলা সম্ভব?'

উজ্জ্বল হলো সিরনের মুখ। 'নিশ্চয়ই, তাতে আন্দাজ করতে পারবে কারা ওরা। কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না। ছেলে আর আমি

দু'জনে অতগুলো লোকের সঙ্গে...'

'আমরা তো আছি,' সান্ত্বনা দিল আলফ্রেড, মাথা ঝাঁকাল জ্যাকের উদ্দেশে। ওকে অনুসরণ করে বাড়িতে প্রবেশ করল জ্যাক। মেয়েটা একেবারেই ছেলেমানুষ। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে বিছানায়, ওর মা বসা শিয়রে। গোমড়া মুখে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মেয়েটির ভাই, জ্যাক আর আলফ্রেডকে দেখে ঘৃণা ফুটল চোখে। বয়সে তরুণ ও, সব আমেরিকানো ওর কাছে একই।

সিরন বলল, 'এরা বন্ধু। যারা আমাদের ক্ষতি করেছে তাদের খুঁজছে।'

ছেলেটির চোখের আগুন না নিভলেও, মায়ের মুখের চেহারা থেকে কঠোরতা হ্রাস পেল।

আতঙ্ক আর শারীরিক-মানসিক আঘাতে কাবু এখনও মেয়েটি, গুছিয়ে কথা বলা কষ্টসাধ্য হলো ওর পক্ষে। আলফ্রেড নরম সুরে কথা বলল, ওর গ্র্যানাইট পাথরে তৈরি মুখটায় ফুটে ওঠা সহানুভূতি একটা দেখার জিনিসই হলো বটে। নিজেরও মেয়ে আছে ওর, এরচেয়ে কতই বা বড় হবে? জ্যাকের মনে হলো এমুহূর্তে রীটার কথাই ভাবছে লোকটা।

'কতজন এসেছিল?' আলফ্রেডের প্রশ্ন।

'বাইরে কয়জন ছিল জানি না,' কণ্ঠস্বরটা আবছা, ঝুঁকে কান পাতল আলফ্রেড। 'বারো। হয়তো আরও বেশি। মোটা লোকটা একাই ঢুকেছিল বাসায়।'

'লোকটার মুখে কি দাড়ি ছিল? কোন নাম-টাম মনে পড়ে?'

'অনেক দাড়ি,' বলল মেয়েটি। 'একটা নাম তো বলেছিল মনে হচ্ছে। মার্কার না কি যেন।'

চোখে চোখ সেঁটে গেল জ্যাকের সঙ্গে আলফ্রেডের। গর্ডন

হার্কার।

মেয়েটির কাঁধ স্পর্শ করল আলফ্রেড। 'আমরা খুন করব মোটা লোকটাকে।'

মেয়েটি সহসা ফুঁপিয়ে উঠে মুখ লুকাল মায়ের বুকে।

'বেরোও,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে ধমকে উঠল মা। 'সবাই বেরোও এখান থেকে।'

বেরিয়ে এসে আলফ্রেড বলল, 'হার্কারের বড্ড বেশি বাড় বেড়ে গেছে।'

'ওকে এখন সাইজ করার সময় হয়েছে,' বলল জ্যাক। ঘোড়া শিকার মুলতবি রাখবে ও। এ ঘটনার চাইতে ওটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। জীবনে এই প্রথমবার কাউকে হত্যা করার কথা ভেবে বন্য আনন্দ অনুভব করল ও। অপেক্ষারত সঙ্গীদের দিকে চেয়ে আলফ্রেডকে বলল, 'ওরা সবাই তৈরি।'

মাথা ঝাঁকাল আলফ্রেড। 'তো কি? কেন বুঝছ না যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেই রয়ে গেছি আমরা? ওদেরকে খুঁজে পেতে তো হবে। খোঁজার জন্যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ পার করতে রাজি আছ তুমি?' রুক্ষ হলো কণ্ঠ ওর। 'তোমরা ওদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাও, আমি চাই না?'

সিরন একপাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তর্কাতর্কি শুনছে। আলফ্রেড ডাকল ওকে। 'মোটকাটাকে কোথায় পেতে পারি কোন ধারণা আছে তোমার?'

শ্রাগ করল সিরন, চেহারায় নিরাশা। 'জানলে, সিনর, এখানে পেতে আমাকে? গত ক'দিন ধরে ট্র্যাকিং করা যাচ্ছে না। বাতাস খুব জ্বালাচ্ছে।'

জ্যাকের দিকে চাইল আলফ্রেড, ওর অভিব্যক্তি বলল, এ তো

আমরাও জানি।

সিরনকে জানাল ও কেন ওরা ওখানে গেছে। 'মোটা লোকটা আমাদের ওপর নজর রাখছে। ঘোড়া জড়ো করলেই ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে।'

আগুন জ্বলে উঠল সিরনের চোখে। 'বুঝেছি,' বলল উত্তেজনায়, 'ঘোড়া জড়ো করা চাই ওদের ধরতে। গত সপ্তায় স্ট্যালিয়নটাকে দেখেছি ছোট্ট একটা উপত্যকায়। কাছেই। অমন চমৎকার ঘাস ছেড়ে সহজে নড়বে না ওটা। খুব সাহসী ঘোড়া। আমি যাব তোমাদের সঙ্গে। মোটকুটার দেখা পেলে ও আমার।'

আলফ্রেড জ্যাকের দিকে চাইলে, ও মাথা নাড়ল। সিরন যেটা ভাল মনে করে করবে।

'তোমার বউ আর মেয়েকে পাহারা দেয়ার জন্যে লোক রাখতে হবে না?' জ্যাক জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল সিরন, কণ্ঠে বিষ। 'এরকম অপরাধ যারা একবার করে তারা আবার হামলা করে না। তাছাড়া, আমার ছেলে তো আছেই।'

যুক্তিটা মেনে নিল জ্যাক আর আলফ্রেড।

চোদ্দ

পরদিন বিকেলে, একটা ঝুলে পড়া পাহাড়ের শৈলপ্রান্ত থেকে ঘোড়ার দলটাকে দেখতে পেল ওরা। তিন চার মাইল দক্ষিণে বুনো ঘোড়ার পালটি চরে বেড়াচ্ছে উপত্যকার নিচে, এখান থেকে খুদে বিন্দুর মতন দেখাচ্ছে ওগুলোকে। বুকটা দুপদুপ করছে টের পাচ্ছে জ্যাক। এক দলে এত ঘোড়া কোনদিন দেখেনি ও। অন্তত দুশোটা হবে। চারপাশের আগ্রহী মুখগুলোয় নজর বুলাল ও, উত্তেজনায় চকচক করছে সবজোড়া চোখ।

পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে যেন বলল সিরন, 'ওটাই সেই গ্রেট হর্স। ক্যাবেলো পেদ্রে।'

ক্যাবেলো পেদ্রে রেঞ্জটা দারুণ বেছেছে। সমতল উপত্যকাটায় ঘাসের অভাব নেই, আর তিন তিনটি নদী বয়ে গেছে ওটা চিরে। উপত্যকাটা নিচে সরু হয়ে, ক্যানিয়নের রূপ ধরে কয়েকশো গজ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, তারপর শেষ হয়েছে পাহাড়ের খাড়া সম্মুখভাগে। প্রাকৃতিক করালের কাজ দেবে ওটা, আর কয়েকজন লোক পাহারায় বসালেই প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দেয়া যাবে। অবশ্য দড়িও ব্যবহার করা যায়। উপত্যকাটা গোলাকার প্রায়, ছ'মাইলের মতন ব্যাস হবে। এখান থেকে দুটো মাত্র বেরনোর রাস্তা চোখে

পড়ছে। ওদুটো পরীক্ষা করে আটকে দিতে হবে। দলটাকে বেসিন দিয়ে পূর্ণ গতিতে ছুটিয়ে ক্যানিয়নের মুখে নিয়ে যেতে পারলে, ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে সামলানো খুব একটা কঠিন হবে না। মরিয়ার মত দাবড়াতে হবে সেজন্যে নিজেদের ঘোড়া, অবিরাম পাল্টাতেও হবে। অভিযানটার প্ল্যান ছকে ফেলল মনে মনে জ্যাক।

এখন আর তাড়া দেয়ার সময় নেই, সূর্য ঢলে পড়েছে। রাতের খাওয়া শেষে বালিতে পরিকল্পনার একটা নকশা আঁকল জ্যাক। আলফ্রেড আর হোগানকে দেয়া হবে সাপ্লাইম্যানের দায়িত্ব, নয়া ঘোড়া জোগান দেবে তারা। হোগান নিজের ভূমিকায় সন্তুষ্ট হতে পারল না, ধাওয়া দেয়ার ইচ্ছে ওর।

'কার্ল, তোমার কাজটাই কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জায়গা মত ফ্রেশ ঘোড়া রাখবে তুমি, তাতে সফল হবে শিকারটা। তুমি ভুল করলে সবই পণ্ডশ্রম হবে,' ওকে বোঝাল জ্যাক।

এবার শান্ত হলো হোগান। নিজের রোলে সানন্দে রাজি হয়ে গেল আলফ্রেডও। জখমের কারণে দীর্ঘক্ষণ রাইডিং করা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। ফ্রেশ ঘোড়া কোন্ কোন্ জায়গায় মজুত চায় বালির ম্যাপে দাগ কেটে বুঝিয়ে দিল জ্যাক।

পরদিন ভোরের আগে বেরিয়ে পড়ল ওরা, সাবধানে নামতে লাগল নিচে। ক্লিফটন ভাইদের উপত্যকার বহির্দ্বারের কাছে বহাল করল জ্যাক।

লোকেরা যে যার জায়গা নিচ্ছে—ঘোড়ার পালটা ধেয়ে গেলে তাড়া দেবে ঊর্ধ্বগতিতে। আলো পুরোপুরি ফোটার আগেই জ্যাক আর অস্কার দলটার ঠিক পিছে চলে এল। সামনে থেকে অস্বস্তিপূর্ণ খোঁতখোঁতানি আর পাথরে ক্ষুর দাপানোর শব্দ কানে আসছে।

অস্পষ্ট, আবছা ছায়াগুলো আস্তে আস্তে পূর্ণাবয়ব পাচ্ছে, পরিণত হচ্ছে একেকটি ঘোড়ায়।

পূর্ব দিগন্তে আলো ছড়ালে কালো স্ট্যালিয়নটাকে দেখতে পেল জ্যাক। এল ক্যাবেলো পেদ্রে। ওর কয়েকশো গজ সামনে দাঁড়িয়ে ওটা, সামনের দু'পা অনিয়মিত ছন্দে ওঠানামা করছে। মাথাটা ওপর দিকে তোলা, ছোট ছোট দুটো কান সামনে খাড়া, ভোরের ঝিরিঝিরি বাতাস পরখ করছে নাকটা। ঘোড়াটা খানিকটা অস্বস্তি বোধ করলেও ভয় পায়নি, এখন পর্যন্ত আগুয়ান লোকগুলোকে দেখেনি যেহেতু। দেখে ফেলার পর অস্বস্তির বদলে ভীতি কাবু করে ফেলবে ওটাকে। জ্যাক সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছে ঘোড়াটার দিকে। স্ট্যালিয়নটা খোঁত করে উঠে, পিছে ঝটকা মেরে থাবা চালাল বাতাসে। চারধারের মাদীগুলো এ মুহূর্তে ঘাস খাওয়া ছেড়ে, স্ট্যালিয়নটার সিদ্ধান্তের জন্যে মাথা উঁচিয়ে সতর্ক প্রতীক্ষায়।

স্ট্যালিয়নটা ডাক ছেড়ে পাঁই করে ঘুরল, মাটিতে আছড়ে পড়ল সামনের দু'পা। শক্তিশালী পেছনটা সামনে ছুঁড়ে দিল ওটাকে, পলকে পূর্ণ গতি এসে গেল। কেশর আর লেজে চাবুক মারছে বাতাস, পাহাড়ী ঝর্ণার মতন দেখাচ্ছে ওটাকে এখন।

জ্যাক হ্যাটটা ছুঁড়ে দিয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। দুশোর বেশি ঘোড়া ওর আর অস্কারের সামনে দিয়ে উন্মাদের মতন ছুটে যাচ্ছে। ওদের পিছু নিল ওরা, প্রকাণ্ড বৃত্তটার প্রথম বাঁকটায় ধীর গতিতে মোড় ঘোরাল দলটার। জ্যাকদের ঘোড়া দুটো ক্লান্ত হয়ে পড়লে অন্য রাইডাররা দায়িত্ব বুঝে নিয়ে তাড়া লাগাল।

এক মুহূর্তও অবসর পাচ্ছে না শিকার এবং শিকারী। বুনো ঘোড়াগুলোর ওপর চাপ বজায় রাখতে হবে। ওদেরকে ফুসফুস ভরে নেয়ার বা ঠাণ্ডা পানিতে মুখ ডোবানোর কোন সুযোগ দেয়া

চলবে না। আর এ ধরনের চাপের অর্থ শিকারীদের নিজেদেরও বারোটা বাজা। বুনো ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দেয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়।

জ্যাক অগভীর নদীটা দিয়ে টলমল করতে করতে এগোচ্ছে এ মুহূর্তে, উপত্যকাতলের ঢিবিগুলো পেরিয়ে, ওপাশে নেমে গেল হুড়মুড় করে। কোন ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়লে স্যাডল থেকে দোল খেয়ে নেমে নতুন আরেকটার দিকে দৌড়ে যাচ্ছে ও। ওটায় চড়ে স্পার দাবাচ্ছে ফের। প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে গেছে, এখন কেবল দায়িত্ব পালন। শারীরিক কষ্ট তো কম নয়, হাড়-মাংস সব আলাদা হয়ে যেতে চায়।

দলটাকে তাড়িয়ে বেড়াল ওরা প্রায় পুরোটা সকাল; ওগুলোর ছোটার সাধ মিটলে তবে ক্ষান্ত দিল। ঘোড়াগুলোর গতি এখন নামেমাত্র। যে কোন দিকে ইচ্ছে মতন চালনা করা যাবে, বাধা দেয়ার ক্ষমতা নেই। স্ট্যালিয়নটা পর্যন্ত কাবু হয়ে এসেছে। তাড়া দেয়ার সময় কয়েকটা ছিটকে এদিক ওদিক পালালেও জ্যাক গা করেনি। ওরা সবাই এখন পালটার পেছন এবং দু'পাশ ঘিরে আছে, তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ক্যানিয়নের প্রবেশমুখের দিকে, সরু রাস্তাটা দিয়ে ওগুলোকে ভেতরে প্রবেশ করাতে বদ্ধপরিকর। মাঝেমধ্যে দু'একটা বুনো ঘোড়ার মধ্যে দুর্বল ভাবে স্বাধীনতার সাধ জেগে উঠলেও, রাইডাররা তাজা ঘোড়ায় চড়ে সহজেই দমন করে দিয়েছে ওদের।

দলটি ক্যানিয়নের দিকে অগ্রসর হলে দু'পাশের অশ্বারোহীরা পিছিয়ে পড়ল, যোগ দিল তারা পেছনের লাইনটির সঙ্গে। বুনো ঘোড়াগুলো পারস্পরিক ভীতি আর ক্লান্তিতে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চলেছে। ক্যাবেলো পেদ্রে এখনও অগ্রগামী যদিও, কিন্তু ওটার মাথা আনত, ঘামে পিচ্ছিল সারা দেহ। এই শরীর ছেড়ে দেয়া অবসন্ন

ঘোড়াগুলোকে করালে ঢুকাতে বিন্দুমাত্র বেগ পাওয়া উচিত নয়।

সাফল্যের এত কাছাকাছি পৌঁছে উল্লাসে চেঁচাতে ইচ্ছে করছে জ্যাকের। শেষ ঘোড়াটা ক্যানিয়নে প্রবেশ না করা অবধি আনন্দটা চেপে রাখল ও। ঝোপের আড়াল থেকে দুটো লোক ত্বরিত বেরিয়ে এসে দড়ির শক্ত বাঁধনে বেঁধে দিল প্রবেশদ্বার। এখন যত খুশি চিৎকার করতে পারে জ্যাক। কাজ শেষ তার।

কিন্তু চেঁচানোর মত শক্তি কোথায়? স্যাডল থেকে নামতে গিয়ে হাসি ফুটল ওর মুখে। খিল ধরে গেছে দেহে, প্রতিবাদ জানাচ্ছে প্রতিটি পেশী। ওরা পেরেছে। চুক্তি মতন এখন ঘোড়া হস্তান্তর করা যাবে। লোকেদের দিকে চাইল ও। আড়ষ্ট চলা-ফেরা দেখে বুঝতে পারল ওদের ক্লান্তির পরিমাণ। চেহারাগুলো অবসাদগ্রস্ত আর নিষ্প্রাণ দেখালেও, চোখে সফলতার ঝিলিক নজর কাড়ল জ্যাকের। এমুহূর্তে নীলের কথা বড্ড মনে পড়ছে ওর। ও থাকলে এখন কী খুশিটাই না হত!

আলফ্রেড এসময় এগিয়ে এসে, ছোট্ট ক্যানিয়নটায় জড়ো করা ঘোড়াগুলো জরিপ করল। ওর চোখেও সাফল্যের দীপ্তি। এত ঘোড়া একসঙ্গে দেখার পর আবেগ চাপা দেয়া সত্যিই কঠিন।

'ধরে তো ফেললাম,' বলল আলফ্রেড। 'এখন দেখতে হবে হাতছাড়া না হয়।'

ওর কণ্ঠের কঠোর সুরটা নিমেষে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল জ্যাককে। ধাওয়ার সময় একটিবারের জন্যেও গর্ডন হার্কারের কথা মাথায় আসেনি ওর। লোলুপ চোখে হয়তো লক্ষ রেখেছে লোকটা ওদের ওপর।

'তুমি কি কিছু দেখেছ?' প্রশ্ন করল।

মাথা নাড়ল আলফ্রেড।

'নাহ। কিন্তু কেন জানি অস্বস্তি হচ্ছে।'

পনেরো

দূরের ধ্যানমগ্ন পর্বতসারির দিকে ভ্রূ কুঁচকে চাইল জ্যাক। হার্কার ওখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে। অনুভব করল একটা চাপা আক্রোশ ক্রমেই গ্রাস করছে ওকে।

বলল ও, 'বাকি কাজটুকু হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা খুব সম্ভব। ঘোড়াদের পোষ মানিয়ে ডেলিভারীর জন্যে রেডি করলে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাবে।'

'অত নিশ্চিন্ত হোয়ো না,' সাবধান করল আলফ্রেড। 'ওরা যে-কোন সময় হামলা করে বসতে পারে।'

জ্বলন্ত চোখে চাইল ওর দিকে জ্যাক। Banglapdf.net

'হচ্ছি না।' এখন থেকে পাহারা দ্বিগুণ জোরদার করবে। বলল ও, 'আলফ্রেড, হর্স ব্রেকিং শুরু হলে সিরন আর ডনকে তুমি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পোড়ো। উঁচু দেখে একটা জায়গা বাছতে হবে, যাতে কেউ এদিকে এলে দেখা যায়।'

সায় জানিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘোড়ার উদ্দেশে পা বাড়াল আলফ্রেড। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেলটা টেনে নিয়ে ডন আর সিরনকে ডাক দিল। তারপর আলোচনা সেরে নিয়ে যার যার

ঘোড়ায় চাপল।

দিনের বেলায় হামলা করার সাহস পাবে না ওরা, ভাবল জ্যাক। কিন্তু তাই বলে গা ছেড়ে দিয়ে তো আর বসে থাকতে পারে না। দলটার ওপর আস্থা রাখা যায়। বিশেষ করে সিরন আর আলফ্রেড নিজেদের আগ্রহেই শত্রুর দেখা পেতে চাইবে; সতর্ক প্রহরা দেবে।

ঘোড়ায় চড়ল ও, দড়ি ঝাঁকিয়ে করালের দিকে এগোল। হোগান রশি নামালে ভেতরে ঢুকে পড়ল জ্যাক। বুনো পালটির মধ্য দিয়ে রাস্তা করে নিল ও, ক্লান্ত ঘোড়াগুলো কয়েক পা সরে গেল ওর কাছ থেকে। ক্যাবেলো পেদ্রের কাছে গিয়ে ও একটা লুপ তৈরি করল। বাতাসে মৃদু শিস কেটে ঘর্মাক্ত ঘাড়ে বসে গেল ওটা।

শেষ সামর্থ্য বিন্দুটুকু তখনও অবশিষ্ট ছিল ঘোড়াটার। চোখজোড়া পাকিয়ে, দু'কান ঝটকা মারল আগে পিছে। দু'পায়ের ওপর পিছিয়ে, সামনের দু'পায়ে আঘাত করল বাতাসে। ওটার তীক্ষ্ণ, ক্রুদ্ধ চিৎকারে ভরে উঠল করাল; ক্ষণিকের জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে, দলটি ছোটাছুটি শুরু করল চারদিকে। তারপর আবার জড়ো হলো ক্যানিয়নের শেষ প্রান্তে। জ্যাকের ঘোড়া স্ট্যালিয়নটার গায়ে শরীরের সমস্ত ওজন ছুঁড়ে দিতে মাটিতে পড়ে গেল ওটা। ফলে এঁটে বসল দড়ি, শেষ প্রতিরোধটুকুও আর রইল না। একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে, মাথা নিচু করে কাঁপতে লাগল।

জ্যাক ঘোড়া থেকে নেমে দড়িতে হাত রেখে এগিয়ে গেল, মৃদু প্রবোধের সুর ওর কণ্ঠে। হাত বাড়িয়ে ঘোড়াটাকে ছুঁয়ে দিল ও। ওর আঙুলের নিচে সঙ্কুচিত হলো ক্যাবেলো পেদ্রের পেশী।

ওদিকে ওর সঙ্গীরাও বেছে বেছে ঘোড়াদের গলায় দড়ি পরিয়ে, সরিয়ে নিয়ে গেছে শান্ত করে। ক্যাভলরির উপযুক্ত

ঘোড়াগুলোকে আলাদা করছে ওরা।

আলো মরে এলে কাজে ক্ষান্ত দিল লোকগুলো। কাল ঘোড়াগুলোকে আবার দড়ি পরাতে হবে। স্যাডল আর লাগাম চাপাতে হবে জীবনে প্রথমবারের মতন, তারপর ব্রেক করতে হবে। এ কাজগুলো হয়ে গেলে পর, সময় পেলে প্রতিটা ঘোড়াকে চালাতে হবে অন্তত দু'একবার করে। তখনও পুরোপুরি পোষ মানবে না ওরা, কিন্তু পাকা অশ্বারোহীর ওদের সামলাতে অসুবিধে হবে না। ক্যাভলরি তেজী ঘোড়া চায়, এবং পাবেও এক ঝাড়, পরিশ্রান্ত হেসে ভাবল জ্যাক।

মধ্যরাতের প্রথম প্রহরে চারজনকে পাহারার দায়িত্ব দিল ও। ক্লান্ত লোকগুলোকে কাজে পাঠাতে মন চাইছে না ওর, কিন্তু উপায় কি? প্রত্যেকের জন্যে পাহারার এলাকা নির্দিষ্ট করে দিল, বলে দিল ধীরে ধীরে ওখানটা টহল দিতে। পাহারাদারদের চলাফেরার মধ্যে রাখতে হবে, নইলে ক্লান্তিতে জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

নিভন্ত আগুনের কাছে ফিরে এসে, শেষ সিগারেটটা রোল করল ও ঘুমাতে যাওয়ার আগে। আগুনের সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে আলফ্রেড, উস্কে দেয়ার চেষ্টা করছে ছাই চাপা আগুন। জ্যাকের দিকে চকিতে চেয়ে বলল, 'সিরন চলে গেছে।'

জ্যাকের চোখে আতঙ্কের ঝিলিক দেখে বলল, 'ওর জন্যে চিন্তা কোরো না, ও ঠিকই থাকবে। বসে থাকতে চাইল না। ভালই হবে, চোখ রাখুক চারপাশে; আগেভাগে সাবধান করে দিতে পারবে আমাদের। কখন কোন্‌দিক থেকে আক্রমণ আসে কে বলতে পারে।'

বিমর্ষ মনে মাথা ঝাঁকাল জ্যাক। আলফ্রেড ঠিকই বলেছে।

একটু পরে ব্ল্যাঙ্কেটমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল ও, কিন্তু উদ্বেগে ঘুম পালিয়েছে। এপাশ ওপাশ করে সাত পাঁচ ভেবে চলল ও।

আলফ্রেড ওকে ঝাঁকাঝাঁকি করে ঘুম ভাঙানোর আগে আর কিছু টের পায়নি সে। উঠে বসে রাতের ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে কেঁপে উঠল।

'তোমার হেঁটে আসার সময় হলো,' বলল আলফ্রেড।

হাই তুলে বুট পরল জ্যাক। টলতে টলতে গিয়ে ব্রায়ান ক্লোজকে মুক্তি দিল।

'মনে হচ্ছিল আর আসবেই না বুঝি,' বলল ক্লোজ।

ওর শরীরের অবস্থা অনুমান করতে পারছে জ্যাক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সকালেও সতেজ অনুভূতি হবে না ক্লোজ বেচারার। মাত্র চার ঘণ্টার ঘুম এই পরিমাণ খাটুনির তুলনায় নস্যি।

ডন একটি এলাকার পাহারায় রয়েছে, দু'জনে দেখা হয়ে গেলে সামান্য কথাবার্তা বিনিময় হলো। ডন জানাল সিরন ইচ্ছে করেই জ্যাকের সঙ্গে দেখা করে যায়নি। কারণ ও ভয় পাচ্ছিল, অনুমতি দেয়া হবে না। আলফ্রেডের মত সে-ও যুক্তি দেখাল সিরনের তাঁবুত্যাগের পক্ষে। পরিণামে গোটা দলটাই উপকৃত হবে ধারণা ডনের।

সায় জানিয়ে উল্টোমুখো হলো জ্যাক। ক্লান্ত কোন ঘোড়া নড়াচড়া করলে ক্ষুরের খরখর শব্দ উঠল, ঘুমন্ত কে একজন যেন শুকনো কাশল। রাইফেল আঁকড়ে ধরল ও দু'হাতে, অনুভূতিগুলোকে সজাগ রাখতে চাইছে। হেঁটে চলল ও মন্থর পায়ে।

জীবনে ছোট রাত অনেক কেটেছে জ্যাকের, কিন্তু আজ তেমনটা নয়। ভোর হলে মনে হলো ওর, জীবনের দীর্ঘতম রাতটি

কাবার করল। এমন আরও কয়টা পড়ে রয়েছে সামনে কে জানে।

পরবর্তী পাঁচদিন কেটে গেল ঘোড়া ব্রেক করতে। দিনে দু'একবার আছাড় খায়নি এমন ভাগ্যবান লোক ওদের মধ্যে বিরল। সবাই চোট-আঘাত পেয়েছে কম বেশি, হাঁটা-চলা করছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ক্যাবেলো পেদ্রে গুণে গুণে তিনবার ছুঁড়ে ফেলেছে জ্যাককে, তারপর সেঁটে থাকতে পেরেছে ও। ঘোড়াটাকে শেষ পর্যন্ত চালাতে যখন পারল মুখ তখন রক্তাক্ত ওর। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে সে—ওর জীবনে ক্যাবেলো পেদ্রেই সেরা ঘোড়া। সরেলটাও লাগে না এটার কাছে। আর্মির কাছে সরেলটা বিক্রি করলেও ক্যাবেলো পেদ্রেকে দেবে না ও

পরদিন রাতে ফিরল সিরন। হা-ক্লান্ত। ওকে খাওয়া শেষ করার সুযোগ দিল জ্যাক। বুভুক্ষুর মতন খেলো লোকটা। জ্যাকের উদ্দেশে অপরাধী হেসে বলল, 'কাল রাত থেকে কিছু খাইনি।'

'আরও নাও,' বলল জ্যাক, স্কিলিটটা এগিয়ে দিল।

মাথা নাড়ল সিরন। জ্যাকের চোখে প্রশ্নটা দেখে জবাব দিল। 'কিছুই চোখে পড়েনি। ওদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে বুঝে গেছে হয়তো। কোন নড়াচড়াও দেখতে পেলাম না।'

'ওরা কি হাল ছেড়ে দিল?'

জ্বলে উঠল সিরনের চোখ।

'না। অপেক্ষা করছে।'

এ তল্লাটে দাম আছে সিরনের কথার। কাজেই তর্ক তুলল না জ্যাক।

'আর ক'দিন লাগবে তোমার কাজ শেষ হতে?' প্রশ্ন করল সিরন।

'বড়জোর দিন দুয়েক।'

'তারমানে দু'দিন পরই থাবা মারবে ওরা,' বলল সিরন। 'আমি যাচ্ছি।' উঠে পড়ল।

'সাবধানে থেকো,' বলল জ্যাক।

ছোট্ট নড করে আবছা হাসল সিরন। 'তুমিও।'

রাতের আঁধার গিলে নিল ওর দেহ।

ষোলো

রাতে বালির একটা গর্তে ঘুমিয়েছে সিরন। ভোরের প্রথম আলো ফুটতে চোখ কচলে মরুভূমির দিকে তাকাল, কিন্তু নড়াচড়ার কোন লক্ষণ দেখতে পেল না। বেমানান কোন বিন্দুও অনুপস্থিত। শত্রুর খোঁজে নতুন একটা রাস্তায় এসেছে ও। খামোকা সময় নষ্ট করছে না তো? আঁধার নামা না পর্যন্ত অবশ্য এখ নেই অপেক্ষা করতে হবে ওকে।

সন্ধে কাকের ডানা বিস্তার করলে দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে এল ওর। এখন একশো গজের বেশি দেখতে পাচ্ছে না। এটাই মোক্ষম সময়, কারও চোখে ধরা পড়ার ভয় কম, আবার কপাল ভাল হলে নিজেই হয়তো শত্রুর কোন খোঁজ বের করে ফেলতে পারবে।

ধীরে ধীরে রাইড করছে ও, মরুভূমির বুকে দৃষ্টি নিবদ্ধ; ট্রেইল দেখতে পাবে আশা করছে। আর ক'মিনিট বাদে কিছুই দেখা যাবে

না।

ডান পাশে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু গোলাকার, কালো জিনিস চোখে পড়ল। রাশ টেনে ধরল ও ঘোড়ার। বুঝে গেছে সে কি ওগুলো। হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল ওর, পাওয়া গেছে প্রথম চিহ্ন।

ঘোড়ার বর্জ্যের পাশে উবু হয়ে বসে একটা কাঠি দিয়ে উল্টে দিল সিরন। শুকিয়ে আসা মল আজ সকালেই ত্যাগ করা হয়েছে। ঘোড়ার মল কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়, কারণ এটা ঘোড়াদেরই এলাকা। গোলাকার একটাকে কাঠি দিয়ে খোঁচাতে জ্বলে উঠল ওর চোখ। জইয়ের দানা। বুনো ঘোড়ারা তো জই খায় না।

ত্রিশ গজের মতন এগোতে নাল পরা ক্ষুরের তৈরি কতগুলো অস্পষ্ট ট্র্যাক আবিষ্কার করল। আরও গজ দশেক যাওয়ার পর পরিষ্কার প্রিন্ট পেল। এগুলোকে লাইন আপ করলে উত্তর-পুবমুখো একটা ডিরেকশন পাওয়া গেল। এই গতিপথ ওরা বজায় রেখে থাকলে, জ্যাকরা যে উপত্যকায় কাজ করছে ট্র্যাকগুলো তার সামান্য ডানধার ঘেঁষে যাবে।

ট্র্যাকের সারি ধরে হেঁটে এগোল ও, আলো খুবই কম বলে মাটিতে মুখ প্রায় নামিয়ে দিতে হচ্ছে। একে একে আরও তিনটে সারি আবিষ্কার করল ও। গন্তব্য সেই একই।

সন্তুষ্ট বোধ করছে ও। আজ রাতটা তোফা ঘুমোবে, সকালে খুঁজে বের করবে মোটা লোকটার ক্যাম্প।

পুবাকাশে লালের ছোপ লাগার আগেই রওনা হয়ে পড়ল ও। ঘোড়ায় বসেই ট্র্যাকগুলো অনুসরণ করতে পারছে নিশ্চিন্তে। বাতাস স্থির ছিল রাতে, নরম বালিতে তার ফলে মুছে যায়নি ছাপগুলো। ওদের ক্যাম্পটা খুব একটা দূর হবে না এখান থেকে। কোন তাড়া নেই লোকগুলোর। দেরি করে ঘুম থেকে উঠবে নিঃসন্দেহে।

ঘোড়া ছেড়ে শেষ মাইলটা হাঁটল ও। তাঁবুটা দেখে নিল উঁচু একটা ঢিবি থেকে। এখান থেকে পর্যন্ত মোটকুটার ভুঁড়ি দেখা যাচ্ছে। রাইফেল ধরে থাকা হাত দুটো কেঁপে উঠল ওর। বড় বেশি দূরত্ব গুলি করার পক্ষে, তাছাড়া ওর দলের লোকদের কথাও তো ভাবতে হবে। সিনর আলফ্রেড আর সিনর জ্যাকও আগ্রহী এই ক্যাম্পটির প্রতি। ওর মতন তারাও তো দেনা শুধতে চাইবে।

পিছু ফিরে ক্রল করে নেমে এল ও। তারপর উঠে ঘোড়ার কাছে চলে এল। ঘোড়ায় চেপে বড় করে একটা অর্ধবৃত্ত কাটল মোটা লোকটার তাঁবু কেন্দ্র করে। ঘোড়া শিকারীদের ক্যাম্প অতিক্রম করলে ও যেদিক দিয়ে আসত সে রাস্তা ধরে নেমে এল।

ক্যাম্পটির আধ মাইলটাক দূরে ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ল ও। স্যাডল খসিয়ে, একটা বাঁকা মেসকিট গাছের পেছনে গর্ত খুঁড়ে, রাইফেল, আর হ্যাটের সঙ্গে মাটিচাপা দিল ওটা।

পকেট থেকে ব্যাণ্ডানা রুমাল বের করে বাঁধল কপালে। ডেনিম জ্যাকেট, জিনসের জীর্ণ প্যান্ট আর মোকাসিন পরে নিল। কোন সাদামানুষ ওকে দেখলে এখন খাঁটি ইণ্ডিয়ান মনে করবে।

ঘোড়ার খালি পিঠে চড়ে লাথি মেরে সামনে বাড়াল। কোন রাখঢাক নেই ওর, তারপরও ক্যাম্পের মাঝ বরাবর চলে এল সবার অলক্ষে।

বিস্ময়ের চিৎকার শুনতে পেল ও, দু'জন লোককে লাফিয়ে এসে লাগাম চেপে ধরতে দেখল। তৃতীয় আরেকজন কোত্থেকে এসে টান মেরে নামাল ওকে ঘোড়ার পিঠ থেকে।

শক্তিশালী হাত দুটো ধরে না রাখলে পড়ে যেত ও। একজন ওর কব্জি চেপে হাত মুচড়ে ধরল পেছনে। না চেঁচালেও যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে ওর চোখে। মোটা লোকটার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো

ওকে।

'কি এসেছে দেখ, হার্কার,' ওকে ধরে রাখা লোকটি বলল।

খিস্তি করল হার্কার। 'ও এখানে ঢুকল কিভাবে?'

লোকটা হেসে উঠে বলল, 'রয় বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে, সেই সুযোগে। তবে এ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ফালতু ইণ্ডিয়ান একটা।'

'ওকে ছেড়ে দাও,' আদেশ দিল হার্কার।

হাত পড়ে গেল একপাশে সিরনের। মুহূর্তের জন্যে স্বস্তিটুকু মুচড়ানো ব্যথার মতনই অনুভূত হলো। মেক্সিকান আর ইণ্ডিয়ান শব্দের ফুলঝুরিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল ও। মোটা লোকটা বুঝল কিনা ঘোরতর সন্দেহ আছে ওর। মাত্র এক হাত তফাতে লোকটা, ব্যাটার টুঁটিটা টিপে ধরতে হাত নিসপিস করছে সিরনের।

'তুমি ইংরেজি পারো না?' জানতে চাইল মোটকু। তারমানে অনুমান ওর যথার্থ।

'পারি অল্প-স্বল্প।'

'কোত্থেকে এসেছ?'

ঘুরে ঘোড়া শিকারীদের তাঁবুর উদ্দেশে একটা আঙুল দেখাল সিরন।

'গতরাতে কিংবা আজ সকালে কাউকে দেখেছ?'

'সাদা লোক দেখেছি,' ভাঙা ইংরেজি ঝাড়ল সিরন। দু'হাতের আঙুল ফাঁক করল। 'এতগুলো। অনেক ঘোড়া আছে।'

'আহ,' সন্তুষ্টির সঙ্গে বলল হার্কার। 'সত্যি কথাই বলছে এ। ওরা কি যাত্রার জন্যে রেডি হচ্ছিল?'

মাথা নাড়ল সিরন। 'না, মদে চুর হয়ে আছে। ফুর্তি চলছে খুব। আরও কয়েকদিন মৌজ করবে মনে হয়।' তীক্ষ্ণ হলো ওর কণ্ঠ।

'আমি একটু হুইস্কি চেয়েছিলাম।' অর্ধেকটা ঘুরে বুড়ো আঙুল তাক করল পশ্চাদ্দেশে। 'তাই লাথ মেরে এখানে পাঠিয়েছে।'

কেউ একজন অট্টহাসি হাসলে খেঁকিয়ে উঠল মোটকু।

'চোপ!' সিরনের দিকে চেয়ে বলল, 'ইণ্ডিয়ান, তোমাকে পুরো এক বোতল হুইস্কি দেব! কিন্তু তার বদলে ওদের ক্যাম্পে ফাঁকি দিয়ে ঢোকার রাস্তাটা তোমার বাতলে দিতে হবে।'

পরম আগ্রহে মাথা ঝাঁকিয়ে গোড়ালির ওপর বসে পড়ল সিরন। আঙুল দিয়ে একটা ম্যাপ আঁকতে লাগল বালিতে। মোটা লোকটা ঝুঁকে পড়েছে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে, গালে এসে লাগছে উত্তপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাস।

সিরন বদ্ধ ক্যানিয়ন আর উপত্যকার একটা ছবি ফুটিয়ে তুলল।

'ঘোড়াগুলো এখানে আছে,' বলল।

বেঁটে, মোটা মতন এক লোক বলল, 'হার্কার, তোমাকে বলেছিলাম এটার কথা।'

অধৈর্য একটা হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল হার্কার।

'ক্যানিয়নটা ব্যবহার করতে বলছ?' প্রশ্ন করল।

সবেগে মাথা নাড়ল সিরন।

'এখান থেকে পাহাড়ী ঢাল বেয়ে উপত্যকায় নেমে যাবে।' বালিতে আরেকটি দাগ টেনে উপত্যকার আউটলাইন দ্বিখণ্ডিত করল। 'লোকেরা এখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে। ক্যাম্প থেকে দেখা যাবে না।'

সিধে হলো হার্কার, চোখে দীপ্তি।

'ওরা আজ রাতেও হয়তো মাল টেনে পড়ে থাকবে। আমাদের মুভ করার সময় এসেছে।' মরডাকের উদ্দেশে ফিরে চাইল। 'ওকে একটা বোতল দাও তো হে।'

'অযথা,' বিরক্তি ঝরাল মরডাক। কিন্তু স্যাডল ব্যাগ হাতড়ে একটি বোতল বের করে ঠিকই ছুঁড়ে দিল সিরনের দিকে।

মোটা লোকটার দিকে চেয়ে বারবার কৃতজ্ঞতা জানাল সিরন। চেহারা হাসিতে উদ্ভাসিত। মরডাক কখন ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি।

প্রচণ্ড একটা লাথি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল ও। হাসির হররা উঠল চারধার থেকে।

'আমরা ওদের চাইতে ভদ্র। কি বলো, ইণ্ডিয়ান?' শুনতে পেল বলছে মরডাক। 'বোতল দিয়ে তারপর লাথি মেরেছি।'

মুখ তুলে মোটা লোকটাকে পর্যন্ত হাসতে দেখল সিরন।

'আমি হলে এখানে আর এক সেকেণ্ডও থাকতাম না,' উপদেশ দিল মোটকু। 'এরা কখন না জানি অপমান করে বসে!'

সিরন বোতলটা তুলে নিয়ে চম্পট দিল। ঘোড়ায় চড়ে লাথি মেরে দাবড়াল প্রাণপণে। হো হো করে হাসছে তখন হার্কার গং।

সতেরো

ব্রেকিং সম্পূর্ণ করতে বড়জোর আরেকটা দিন। বুনো পালটা থেকে একশো পনেরোটাকে বাছাই করা হয়েছে। ওগুলোকে সতর্ক

চোখে জরিপ করে বুঝেছে জ্যাক, একটাকেও অপছন্দ হবে না মার্লারের। কিন্তু মার্লার তো মাত্র একশোটার অর্ডার দিয়েছিল। বাড়তিগুলোকে নিয়ে কি করবে ভেবে রেখেছে জ্যাক। ক্লিফটন ভাইদের, স্পারকে আর হোগানকে করালে ডেকে পাঠাল ও। ক্লোজ, অস্কার, হুইটলি আর ডন রয়েছে পাহারায়। ওরা পরে বেছে নেবে।

'সবাই পছন্দমতন একটা করে বাছো,' বলল জ্যাক, 'আর্মির আগে তোমাদেরই বাছাই করার অধিকার আছে।'

অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল লোকগুলো, নিজের কানকে যেন অবিশ্বাস করছে।

'আমাদেরকে একটা করে ঘোড়া দিচ্ছ?' প্রশ্ন করতে গিয়ে কেঁপে গেল স্পারের গলা। ভ্রূ কুঁচকে তাকাল জ্যাক ওর উদ্দেশে।

'কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? স্ট্যালিয়নটা বাদে যার যেটা খুশি নিতে পারো। অবশ্য না চাইলে—

ওদের হর্ষধ্বনিতে ভেসে গেল জ্যাকের বাকি কথাগুলো। ও ঘুরে পা বাড়ালে চড়া কণ্ঠে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল, ঘোড়াদের গুণাগুণ সম্পর্কে। একটু আগেও প্রাণীগুলোর দিকে বিদ্বেষের চোখে চাইছিল ওরা, হাড়ভাঙা খাটুনি আর চোট-আঘাতের কারণে। আর এখন ওদের চোখে নতুন আলোর ঝিলিক।

আলফ্রেড বসে আছে, সেখানে গিয়ে বলল জ্যাক, 'তুমিও একটা বেছে নাওগে।'

'আমাকেও কিনে নিতে চাও?' শুধাল আলফ্রেড। জ্যাককে অপ্রস্তুত হতে দেখে দাঁত বের করে হাসল। 'জ্যাক,' বলল, 'আমাকে অফার না করলে দুঃখে মরে যেতাম।'

এসময় ওখানে হোগানের কণ্ঠ ভেসে এলে খলখলিয়ে হেসে

উঠল আলফ্রেড।

'তুমি একটা আস্ত পাগল,' চেঁচাচ্ছে হোগান। 'না হলে বে-টার সঙ্গে ওই বেতোটার তুলনা করো?'

'আমি পাগল না, বরং তুমিই একটা কানা,' গরম সুরে বলল স্পার।

বন্ধুত্বের ঝগড়া, সারাদিনই চলবে। মৃদু হাসি ফুটল জ্যাকের মুখে। ক্লান্ত, আহত, অনিদ্রায় কাতর লোকগুলোর মন ভিন্নদিকে ফেরাতে পেরে আনন্দ বোধ করছে সে।

সে রাতে শুয়ে শুয়ে নানা চিন্তা করছে জ্যাক। কাজ শেষ। এখন শুধু শহরে ফেরা। ত্রিশ দিনের মধ্যে সব হয়ে যাচ্ছে। গর্ডন হার্কার এখন অবধি দেখা দিল না। তবে কি অযথাই ওকে নিয়ে অত চিন্তা করছিল সে? নাহ্, তা নয়। রওনা হওয়ার পরে কি হামলা চালাবে লোকটা? সামনে কোথাও কি ওত পেতে রয়েছে? নানান প্রশ্নের জবাব খুঁজতে খুঁজতে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

একটা হাত ওকে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙালে ওটাকে চাপড় মারল জ্যাক। মধ্যরাতে পাহারায় যেতে হবে ওকে, জানে এখনও সময় হয়নি।

ওর কানে কানে বলল আলফ্রেড, 'সিরন এইমাত্র ফিরেছে। জ্যাক, শুনতে পাচ্ছ?'

ঘুমের নেশা মুহূর্তে কেটে গেল ওর। উঠে বসে বলল, 'কি বলে?'

'তোমাকে নাকি বলবে।' ঘোঁত করে উঠল আলফ্রেড।

আগুনের কাছে বসে কফি পান করছে সিরন। ওকে দেখে চাপটা নামিয়ে, সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা বয়ান করল। মন দিয়ে সব

শুনে, গার্ডদের হুঁশিয়ার করতে গেল জ্যাক। ও ফিরতে ফিরতে বাকিদের তুলে দিয়েছে ঘুম থেকে আলফ্রেড আর সিরন। হাড় কাঁপানো শীতের রাতে জড়ামড়ি করে বসে রইল সবাই। ফিসফাস করে কথা বলছে। জেনে গেছে ওরা, ষোলোজন আছে হার্কারের দলে। আজ রাতে কিংবা কাল ভোরে হামলাটা আসছে।

ইতোমধ্যে আলফ্রেড গিয়ে ওয়াগন থেকে একগাদা গুড়ের জগ বয়ে নিয়ে এসেছে। কয়েকটা খালি তার মধ্যে। দূর থেকে হুইস্কির জগের মতন দেখায় ওগুলোকে।

'মাতালদের তাঁবু চায় তো পাবে ওরা,' বলল। 'হার্কারকে কিছুতেই হতাশ হতে দেব না আমরা। কয়েকটা মাতালকে এদিক ওদিক ফেলে রাখতে হবে। কিছু ডামি বানাব আমরা।'

শুকনো ঘাস জড়ো করে বাড়তি শার্ট-প্যান্টে ভরল ওরা, হ্যাট পরিয়ে দিল পুতুলগুলোর মাথায়। তারপর ছড়িয়ে দিল চারপাশে। দেখে মনে হচ্ছে মদে চুর হয়ে পড়ে আছে কতগুলো লোক। বেডরোলে আংশিক ভাবে শুয়ে আছে কয়েকটা। বাকিগুলো এমনভাবে পড়ে আছে মাটিতে যেন বেডরোলে তারা ফিরে যেতে পারেনি। তার আগেই টাল হয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ করেছে।

জগগুলো যাতে চোখে পড়ে সেভাবে ফেলে রাখা হলো ঘুমন্ত দেহগুলোর কাছেপিঠে। কাছ থেকে ভাল করে লক্ষ্য করলেও চোখে ধাঁধা লাগবে। মনে হবে সফল শিকার শেষে বুঝিবা সত্যিই খুব আনন্দ ফুর্তি চলেছে ক্যাম্পে। খুশির সীমা থাকবে না হার্কারের।

হার্কার যে অ্যারোয়োটি ব্যবহার করবে—সিরনের মতে—সেখানে হেঁটে গেল ওরা। ঝুঁকি নিয়ে ফেলছে ওরা, সবকিছু ভেবে নিচ্ছে নিজেদের মত করে। তবে জ্যাকের নিশ্চিত বিশ্বাস ভবঘুরে

ইণ্ডিয়ানটির কথাকে গুরুত্ব দেবে হার্কার। কেমন যেন অসাড় হয়ে আসতে চাইছে ওর দেহ। আরেকটি ফাঁদ পেতেছে ওরা, কিন্তু এবার সেটা মানুষের জন্যে—হোক শত্রু। একটা অস্বস্তি টের পাচ্ছে জ্যাক।

আলফ্রেড ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বলল, 'কিছু করার নেই, জ্যাক। কিছু কিছু মানুষ পশুরও অধম। ওরা মানুষ মারে, আমরা পশু মারব।'

'আমার কোনই অনুতাপ হচ্ছে না,' গম্ভীর গলায় বলল জ্যাক।

অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে পজিশন নিল ওরা। কিনার দিয়ে হাঁচড়ে পাচড়ে উঠে গিয়ে, পাথর আর ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে কভার নিল। আলফ্রেড ওপ্রান্তে লোকগুলোর উদ্দেশে গলা ছাড়ল। 'আমি গুলি না করা পর্যন্ত তোমরাও কোরো না। ভোরের পরপর ওদের সোনামুখ দেখতে পাবে।'

দুটো বোল্ডারের মাঝখানে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল জ্যাক। ভোরের বহু দেরি। আঁধার ভেদ করে দেখার চেষ্টায় ব্যথা হয়ে গেল চোখ। আঙুলের আড়ষ্টতা ওর ছড়িয়ে যাচ্ছে হাতে. হঠাৎ উপলব্ধি করল বড় বেশি শক্ত করে রাইফেল ধরে রয়েছে সে। শরীরটা শিথিল করতে প্রাণপণ চেষ্টা করল। একটা লোককে হত্যা করার জন্যে অপেক্ষা করছে, জীবনে কোনদিন এতখানি চাপ অনুভব করেনি সে। একটা সিগারেট ধরাতে পারলে হত।

দয়া করে এড়িয়ে যাবেন না

বাংলাপিডিএফ এ আপলোডকৃত বইসমূহ আপনার নিজের ওয়েবসাইট/ব্লগ/সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করার সময় দয়া করে অরিজিনাল আপলোডারদের ক্রেডিট দিন। দিনে দিনে পিডিএফ বইয়ের সংখ্যা যে কমে আসছে তার অন্যতম প্রধাণ কারন অবাধে এক ওয়েবসাইটের বই অন্য ওয়েবসাইটে কোন প্রকার মেনশন করা ছাড়াই শেয়ার করা। এর মধ্যে কেউ কেউ তো আবার আরেকজনের আপলোড করা বই ওয়াটারমার্ক লাগিয়ে নিজের বলেও চালিয়ে দিচ্ছেন। এটা খুব দ্রুত বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাপিডিএফ থেকেও অনেক আপলোডার হারিয়ে গেছেন শুধুমাত্র এইসব পিডিএফ চুরির কারনে। অল্প কিছুসংখ্যক যেসব আপলোডার আছেন, তাদেরও অনেকে নিয়মিত পিডিএফ আপলোডে উৎসাহ পান না। কাজেই তাদের ধরে রাখার দায়িত্বটা আপনাদের পাঠকদের নিতে হবে। আমাদের বই শেয়ার করেন, তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু দয়া করে ওয়েবসাইটের নাম উল্লেখ করে করুন। এতে আপনাদের ওয়েবসাইটের ভিজিটর কিন্তু কমে যাবে না, উলটো সবাই আপনাদের সততার প্রশংসাই করবে। পিডিএফ কমিউনিটিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবেন না।

বাংলাপিডিএফ এ ডোনেট করতে চাইলে সরাসরি ওয়েবসাইট থেকে পেপালের মাধ্যমে করতে পারবেন। আর বিকাশ নাম্বার প্রয়োজন হলে মেইল করুনঃ banglapdf@yahoo.com এই ঠিকানায়!

ধন্যবাদ সবাইকে।

Banglapdf.net

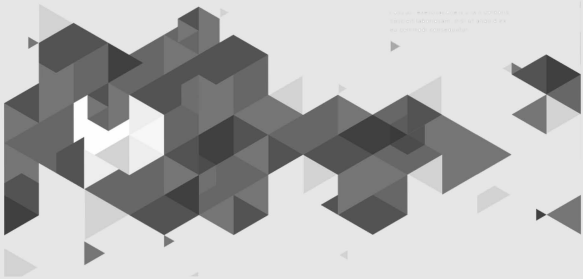

আঠারো

আঁধার ক্রমশ পাতলা হয়ে ধূসর হলো। বিশ ফুট দূরের ঝোপটা এখন অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে। ডানপাশে শুয়ে আছে আলফ্রেডের আবছা দেহ। আলো আরেকটু বাড়লে অন্যান্যদের অবয়ব নজরে এল ওর। বিষণ্ন ধূসর রঙে পাতলা আস্তর পড়ল; উদীয়মান সূর্য এরপর সকালের গায়ে গোলাপী আর সোনালীর ছোপ মাখাল। অ্যারোয়োর ওপ্রান্তে অস্থিরভাবে নড়ে উঠল এক লোক, খসিয়ে দিল ছোট্ট একটা নুড়ি। মেঝের দিকে গড়িয়ে নামছে ওটা, ঠনঠন শব্দে মনে হচ্ছে মস্ত কোন পাথরের পতন ঘটেছে বুঝি। তীক্ষ্ণভাবে হিসিয়ে উঠল জ্যাক, মৃত্যুশীতল নীরবতা জমাট বাঁধল আবার।

বাতাসের মৃদু দীর্ঘশ্বাস কানে এল মনে হলো ওর, চাইল চারদিকে। কিন্তু কোথায় বাতাস, গাছের একটা পাতাও তো নড়ছে না। আলফ্রেডের দিকে তাকাতে দেখতে পেল শব্দটা করছে ও, মাথা ঝাঁকাচ্ছে শৈলান্তরীপটার উদ্দেশে। ওখান থেকে গোটা উপত্যকা দেখা যায়। আলফ্রেডের দৃষ্টি অনুসরণ করে চাইতে, অস্বাভাবিক কোন কিছু নজরে পড়ল না জ্যাকের। এবার মুভমেন্ট ওকে দেখিয়ে দিল ওটা নির্দিষ্ট করে। দিগন্ত থেকে পিছে সরে গেল

একটা ফুটকি। এতই ক্ষীণ নড়াচড়া, নিশ্চিত হবার উপায় নেই সত্যিই দেখেছে কিনা।

আলোর বিপরীতে ওই চলমান বিন্দুটা মানুষের মাথা হতে পারে, সাবধানে চূড়ার ওপর থেকে মাথা তুলে হয়তো নিচের ক্যাম্পটা জরিপ করছে। জ্যাক আলফ্রেডের দিকে তাকাতে বুঝল ভুল দেখেনি সে। হিংস্র মুখভাব বলে দিচ্ছে ওটা আলফ্রেডের চোখেও পড়েছে।

'ওরা এখন আসবে,' ক্ষীণতম ফিসফিসানিতে পরিণত হয়েছে আলফ্রেডের কণ্ঠ।

আবার অপেক্ষার পালা, নার্ভের সহ্যশক্তির সেই ভয়ঙ্কর পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় দলের কাউকে ফেল করতে দেখল না জ্যাক। কেউ এতটুকু নড়চড়া করছে না, কারও মুখে রা নেই। দু'ধারে পঞ্চাশ গজ দূরত্ব রেখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ওরা। হার্কার আর তার দল মারাত্মক ক্রসফায়ারের মুখে পড়বে। অবশ্য যদি আসে। খোঁচানো প্রশ্নটাকে মন থেকে সরাতে পারছে না জ্যাক। না-ও তো আসতে পারে। কোন সন্দেহ দেখা দেয় যদি ওদের মনে? অবাস্তব ঠেকে যদি মাতালদের ক্যাম্পটাকে? হার্কার সেক্ষেত্রে মত পাল্টাবে। জ্যাক নিঃসন্দেহ, ভোর হওয়ার পর থেকে গ্লাসের আওতায় রয়েছে ওদের ক্যাম্প। শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাস ধরে ফেলবে ধোঁকা। হার্কার কি আজ সকালের পরিবর্তে অন্য কোন সময়, অন্য কোন স্পট বেছে নেবে? ও এখন না এলে জ্যাকদের শহরে ফেরার পথে প্রচণ্ড ঝামেলা হতে পারে, এই বিরান এলাকায় অ্যামবুশের কায়দার তো কোন অভাব হবে না। জ্যাক শত্রুপক্ষকে বোকা বানাবার সুযোগটা হারালে, অতিরিক্ত লোকগুলোর কারণে

হার্কারের পাল্লাভারি হবে।

আলফ্রেডের মুখটা গম্ভীর, চোখ কোটরাগত। জ্যাকের মত একই চিন্তাধারা মস্তিষ্কে চলছে কি তার? তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট একটা 'টিক' শব্দ। পাথরে ক্ষুরের আঘাতে যেমনটি হয়, আড়ষ্ট হয়ে গেল জ্যাক।

নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ অসম্ভব কানে লাগছে। আরেকটা টিক শব্দ, তারপর আরও অনেকগুলো।

অ্যারোয়োর একটা বাঁক ঘুরতে প্রথম অশ্বারোহী দৃশ্যমান হলো। লোকটা অতিকায়, মুখভর্তি দাড়ি। বিশালবপু সত্ত্বেও সহজ ভঙ্গিতে রাইড করছে সে, স্যাডলের পামলে আড়াআড়ি করে রাইফেল রেখেছে।

ওর দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে রইল জ্যাক। স্পষ্ট উপলব্ধি করল হার্কারের মনোভাব। খুন করতে এসেছে সে।

গায়ে গায়ে ওকে অনুসরণ করছে অন্যান্য অশ্বারোহীরা। মোট ষোলো জন। রাইফেল প্রস্তুত প্রত্যেকের। ঘোড়াদের খোঁত খোঁত আর স্যাডল লেদারের ক্যাঁচকোঁচ শব্দ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে জ্যাক। আত্মতুষ্টির মুচকি হাসি লোকগুলোর ঠোঁটের কোণে। কি খেলা করছে ওদের মনে বুঝতে বেগ পেতে হয় না। তরতাজা একপাল ঘোড়া হাতে এসে যাচ্ছে, প্রায় বিনা বাধায়।

মরডাক ঘোড়াটাকে লাথি মেরে হার্কারের পাশে নিয়ে এল। লোকটার উদ্দেশে কি যেন বলে, মাথাটা পেছনে ঝটকা মেরে নিঃশব্দে হাসল।

আড়চোখে আলফ্রেডের দিকে চাইল জ্যাক, আশা করেছিল রাইফেলের বাঁট কাঁধে ঠেকানো দেখবে। কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রোশে, ঝোঁকের বশে কিছু করে বসার বান্দা নয় সে। অপেক্ষা করবে ও ধৈর্য ধরে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ফাঁদে সদলবলে ধরা পড়ে

হার্কার। নাকি শিকার?

ওয়াশ ধরে ঢুকে এল ওরা, সামনে উপত্যকার প্রবেশদ্বার। আর একশো গজ, তারপরই জ্যাকদের কারসাজি ধরা পড়ে যাবে।

আলফ্রেডের রাইফেল তাক করা থাকলেও, গুলি না ছুঁড়ে চিৎকার ছাড়ল ও, 'অনেক হয়েছে, হার্কার। অস্ত্র ফেলে দাও সবাই।'

রাইডাররা আচমকা লাগাম টেনে ধরলে ঘোড়াগুলো পেছনে ঝটকা মারল। ওদের আচরণে খাঁটি বিস্ময় লক্ষ্য করল জ্যাক। দ্রুত আর ভীত খিস্তি খেউড় বলে দিল শেষ হয়েছে অপ্রত্যাশিত চমকটা। আলফ্রেড কেন চেঁচিয়েছে প্রথমে না বুঝলেও এখন স্বস্তি বোধ করছে জ্যাক। আলফ্রেড আইনের লোক, ব্যাক শুটিং বা অ্যামবুশ ওর ধাতে নেই।

সবার আগে সামলে উঠল মরডাক। গুলি করল রাইফেল তুলে, আলফ্রেডের বাঁ পাশে বোল্ডারে লেগে বিং করে ছিটকে গেল বুলেট।

মুহূর্ত পরে প্রত্যুত্তর এল আলফ্রেডের তরফ থেকে। অল্পের জন্যে লাগাতে পারেনি মরডাককে, গুলি খেয়েছে ঘোড়াটা। নিমেষে আরেকজন রাইডার চলে এসেছে ওর সামনে। মরডাক দৃষ্টিসীমার আড়াল পাওয়ার আগে ওকে দু'হাত তুলতে দেখল জ্যাক, এক হাতে রাইফেলটা ধরা তখনও। মরডাকের নড়াচড়ায় স্বাভাবিকতা দেখে জ্যাকের ধারণা হলো গুলি লাগেনি।

ততক্ষণে দু'পাশ থেকে শুরু হয়ে গেছে তুমুল গোলাগুলি। গুমগুম শব্দ হচ্ছে চারপাশে। আতঙ্কে তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার করে পিছু হটে যাচ্ছে ঘোড়াগুলো। চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে ষোলোজন রাইডারের মধ্যে। সহসা হার্কারকে দেখতে পেয়ে ট্রিগার টানল

জ্যাক, ঘোড়াটা ঝাঁকি খেল মোটা লোকটার দেহের নিচে। লাগাতে পারেনি। নিজেকে কুৎসিত একটা গালি দিল জ্যাক। আলফ্রেডের মতন সে-ও অশ্বারোহীর বদলে তার বাহনকে গুলি করেছে। লিভার টানল ও, খুঁজছে হার্কারকে। ঘোড়া আর মানুষের অবিরাম ছোটাছুটিতে বারবার কভার পেয়ে যাচ্ছে লোকটা।

রাইফেলের শব্দে আন্দোলিত হচ্ছে ওয়াশটা। ফাঁদে পড়া লোকগুলো এখন পাল্টা গুলি চালাতে শুরু করেছে। অবশ্য বেশিরভাগ বুলেটই লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে ওদের। আতঙ্কপীড়িত অবস্থায় গুলি লাগানো কঠিন। অ্যারোয়োর নিচ থেকে চেঁচামেচি, গালি-গালাজ ভেসে আসছে। ওদের অন্তরের ভীতি পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারছে জ্যাক। দেখতে পেল একজন রাইডার শূন্যে হাত ছুঁড়ে দিয়ে হঠাৎ আলগা হয়ে গেল স্যাডলে। ঘোড়াটা যেন ছুটে চলে গেল লোকটার শরীরের নিচ দিয়ে, মুহূর্তখানেক বাতাসে ভেসে থেকে পাথুরে মাটিতে ছিটকে পড়ল সে। দেহটা কয়েকবার ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেলে বোঝা গেল উড়ে গেছে প্রাণপাখি।

জ্যাকের দৃষ্টি স্থির হলো মাথা নিচু করে, পূর্ণ বেগে ঘোড়া দাবড়াচ্ছে এমন এক রাইডারের দিকে। ওর কাঁধে ধাক্কা মারল রাইফেলের বাঁট। অন্যপ্রান্তে আরও ভয়াবহ হলো আঘাতটা। স্যাডল থেকে উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়ল লোকটা।

জ্যাকের মাথার ওপরে গুঞ্জনধ্বনি তুলছে বুলেট। আলফ্রেডকে আঁক করে উঠতে শুনে ঘাড় কাত করল ও। গুলি খেল নাকি? একটা বুলেট জ্যাকের মাথার ফুট খানেক দূরে আঘাত করলে, মাটি আর বালি ছিটে এসে লাগল চোখে-মুখে। দ্রুত চোখ পরিষ্কার করে নিল ও, পরক্ষণে শুনতে পেল ওয়াশের ওপ্রান্ত থেকে কে যেন মর্মন্তুদ আর্তনাদ করে উঠেছে। এক লোককে উঠে ঢালের কিনারে

দাঁড়াতে দেখল, দু'হাতে থাবা মারছে বাতাসে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে। তারপর হঠাৎ ভাঁজ হয়ে গেল ওর দেহ, পড়ে গেছে হাত; গড়াতে গড়াতে দেহটা হারিয়ে গেল অতলে। দলের কে মারা গেল এতদূর থেকে ঠাহর করতে পারল না জ্যাক। তবে নীল শার্টটা দেখে জন ক্লিফটন মনে হলো। গলার কাছে একটা দলা অনুভব করল ও।

আধডজন আরোহীবিহীন ঘোড়া ছোটাছুটি করছে নিচে, ধাক্কা মারছে একটা আরেকটার গায়ে। হার্কার নিচে আছে কোথাও না কোথাও, মরডাক্‌কেও সেই প্রথমবার দেখার পর থেকে আর দেখতে পায়নি জ্যাক। একটা রাইফেল ঝলসে উঠলে যন্ত্রণাকাতর চিৎকার ছাড়ল ওর দলের একজন। অ্যারোয়োর ওপ্রান্ত থেকে এসেছে গুলিটা, জ্যাকের লোকদের দখল করা অবস্থানেরও ওপর থেকে। চোখ সরু করে ওয়াশের উঁচু ঢালগুলো নিরীখ করল ও, অদৃশ্য গানম্যান গুলি করলে যাতে তার পজিশন ধরা পড়ে। কিন্তু কিছুই নজরে এল না ওর। শিখার আভাসটা সম্পর্কে তারমানে ভুল ধারণা করেছে ও।

দুটো রাইডারবিহীন ঘোড়া ওঠার চেষ্টায় প্রাণপণে থাবা মারছে পিচ্ছিল, খাড়া ঢালে। কয়েক ফুট উঠে ফের হড়কে পড়ে যাচ্ছে। একটা ঘুরে পাগলের মতন ছুটল ক্যানিয়নের উদ্দেশে, রেকাবটা প্রতি কদমে বাড়ি মারছে ওটার পেটে। অপরটা নিচে নামার চেষ্টা করলে ঝোপে আটকে গেল লাগাম। পিছিয়ে ফাঁসের প্রতিকূলে লাফাতে লাগল ওটা, কিন্তু খুলল না লাগাম, ভয়ে কাঁপতে লাগল অবলা জীবটা।

জ্যাকের মনে হলো ঘোড়াটার কাছে পাথরের স্তূপে নড়াচড়া দেখেছে, কাজেই ভাল করে দেখার জন্যে সরে গেল। একটা বুলেট

ওকে ঢাল দেয়া পাথরটায় আঘাত করলে ছিটকে উঠল নুড়ি, একটা এসে লাগল ওর গালে। ওটার আচমকা ছোবলে চোখে পানি চলে এল ওর, মাথা ঝাঁকিয়ে দৃষ্টি পরিষ্কার করতে চাইল। দৃষ্টি স্বচ্ছ হলে এক লোককে তীরবেগে দৌড়তে দেখল ঝোপে বন্দী ঘোড়াটার দিকে। হোঁতকা দেহটি চিনতে কষ্ট হলো না ওর। গর্ডন হার্কার। দু'বার ফায়ার করল জ্যাক। লোকটার সামনে বালি ছিটকে উঠলেও ছোটার গতি কমল না।

হার্কারের এক লোক ওকে ঘোড়ার দিকে ছুটতে দেখে, লাফিয়ে উঠে উল্টোদিকে ধেয়ে গেল। হয়তো আশা করেছে শত্রুপক্ষ হার্কারকে শিকার করতে ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু ধারণাটা ভুল। এতে বরঞ্চ উপকৃত হলো হার্কার স্বয়ং। কয়েকটা বুলেট ফুটো করে দিল ওর লোকটিকে। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল সে। ইতোমধ্যে লাগাম ছাড়িয়ে ফেলেছে হার্কার, স্যাডলে উঠে বসে ঢাল বেয়ে ঘোড়া দাবড়াল। অ্যারোয়োর মুখের কাছে পৌঁছতে উপত্যকাটা উন্মুক্ত হলো ওর সামনে, ফলে খুলে গেল মুক্তির দ্বার।

হার্কারকে পালাতে দেখে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল জ্যাকের। এক লাফে উঠে পড়ল ও, ভুলে গেল এমন সুযোগের জন্যে রাস্তায় ওত পেতে থাকতে পারে শত্রুপক্ষের কেউ। ছুটতে ছুটতে ঢাল বেয়ে নেমে গেল ও। হার্কার তখন পৌঁছে গেছে অ্যারোয়োর শেষ প্রান্তে ঝোপের ওপাশে। ওর উদ্দেশে গুলি চলছে যদিও, কিন্তু ঘন ঝোপ আশ্রয় দিচ্ছে ওকে।

জ্যাকের সঙ্গীদের মনেও একই চিন্তা—গর্ডন হার্কারকে ঠেকাতে হবে। উৎরাই বেয়ে ধেয়ে আসছে ওরা দেখতে পেল জ্যাক। পায়ের একদম কাছে একটা বুলেট বিঁধলে ধপাস করে পড়ে গেল ও, মুখ কিচকিচে হয়ে গেল বালিকণায়। আচমকা গুলির

প্রভাবে অসাড় হয়ে গেছে যেন পায়ের পাতা, এখন ব্যথা অনুভব না করলেও পরে টেরটি পাবে। চেয়ে দেখে গুলিটা ডান পায়ের বুটটার হিল খসিয়ে দিয়েছে। উঁচু জায়গা থেকে লক্ষ্যস্থির করে ছোঁড়া হয়েছে বুলেটটা। আর একটা ইঞ্চি ওপরে লাগলে দৌড়নোর চিন্তা বরবাদ হয়ে যেত ওর; যন্ত্রণায় ছটফট করতে হত মাটিতে।

চেঁচাল ও, 'ধরো শালাকে। ওদিকে আছে।'

কেউ শুনতে পেয়েছে কিনা সন্দেহ, কিংবা হয়তো লেসলি স্পার পরে যাওয়ার আগে কেউ কিছু বোঝেইনি। স্পার হাঁটু দুমড়ে পড়ে গিয়ে গড়াতে গড়াতে কয়েক ফুট দূরে গিয়ে থামল। মার্কসম্যানের প্রতি সবার মনোযোগ পড়ল এবার, কভারে থাকা লোকটির উদ্দেশে গুলি চালাচ্ছে স্পারের বন্ধুরা। কিন্তু এই ফাঁকে আরও দূরে সরে পড়ছে হার্কার।

জ্যাক নিজেকে কোনমতে দাঁড় করিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে চলল। এভাবে হার্কারকে বাগে পাবে না ও, তবু লেগে রইল নাছোড়বান্দার মতন।

রাইডারবিহীন একটা ঘোড়া ঝোপ-ঝাড়ের জটলা থেকে বেরিয়ে এল আচমকা। অ্যারোয়োর শেষ মাথা পর্যন্ত গিয়ে ভয়ে ফের পালিয়ে এসেছে ওটা। দোলায়মান লাগামের উদ্দেশে ঝাঁপ দিল জ্যাক, ওদুটো ধরতে পারলেও ঝাঁকি খেয়ে শরীরটা শূন্যে উঠে গেল প্রায়। রাইফেলটা ফেলে দিয়েছিল ও, আর তোলার সুযোগ পায়নি। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘোড়াটাকে থামিয়ে ওটার মাথায় হাত রাখল। জানোয়ারটা শরীর মুচড়ে সরে যেতে চাইলে লাফিয়ে উঠে পড়ল স্যাডলে।

ওটার মুখ ঘুরিয়ে স্পার দাবাল জ্যাক। পেছনে তখনও গর্জাচ্ছে রাইফেল, তবে বিক্ষিপ্তভাবে; আগের মত অবিরাম নয়। গতি

বাড়তে ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে এল চেঁচামেচি, গোলাগুলির শব্দ।

কপাল গুণে চমৎকার একটা ঘোড়া পেয়েছে ও। প্রথম একশোগজ কভার করতেই বুঝেছিল গতি আছে এটার। উপত্যকার মেঝেতে হুড়মুড়িয়ে প্রবেশ করলে পল যান লোকটিকে সামনেই দেখতে পেল। ওর পেছনেও ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজে চকিতে ঘাড় ফেরাল জ্যাক। সিরন আসছে, বাতাসে উড়ছে ওর কালো চুল।

উদ্দাম গতিতে ছুটে পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে হার্কারের সঙ্গে ব্যবধানটা কমিয়ে ফেলতে পারল জ্যাক। রাইফেলটা খুইয়ে আসায় এখন অনুতাপ হচ্ছে। হার্কারের রাইফেলের বিরুদ্ধে লড়তে হবে ওকে হ্যাণ্ড-গানটা নিয়ে। ওদিকে, ভয়ে জান উড়ে গেছে হার্কারের। মুহূর্তে মুহূর্তে মাথা ফিরিয়ে দেখছে ও দূরত্ব কমে আসছে।

ছোটখাট ব্যবধান ঘুচাতে এমনকি দ্রুতগামী ঘোড়ারও অনেক সময় লাগে। অকারণে গুলি খরচ করল না জ্যাক। যা দূরত্ব তাতে ছুটন্ত ঘোড়ায় বসে থাকা লোককে লাগানো ভাগ্যের ব্যাপার। অন্তত দু'বার ও ভেবেছিল হার্কার গুলি করতে যাচ্ছে। স্যাডলে ঘুরে রাইফেল তুলেছিল লোকটা। কিন্তু দু'বারই পিঠ ফিরিয়ে আবার তাড়া লাগিয়েছে ঘোড়াটাকে। বাঁয়ে মোড় নেবে মনে হচ্ছে ও—কিন্তু ওদিকে পালানোর কোন রাস্তা নেই, আছে কেবল খাড়া পাহাড়। তিনশো গজের মতন পিছিয়ে থাকতে হার্কারের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারল জ্যাক। প্রকাণ্ড সব পাথর আবৃত সামান্য একটা চড়াইয়ের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে হার্কার। জ্যাক ওর মতলব বুঝতে পারার মুহূর্তখানেকের মধ্যে ঘোড়াটাকে আচমকা থামিয়ে ফেলল হার্কার; তারপর লাফিয়ে নেমে পড়ল স্যাডল থেকে। স্খলিতচরণে কিছুদূর গিয়ে দৌড় লাগাল পাথরস্তূপের উদ্দেশে।

জ্যাক ওকে ওখানে পৌঁছে আড়ালে গা ঢাকা দিতে দেখল।

পুরোটা সুবিধা হার্কারের পক্ষে, জ্যাকের ইচ্ছে হলো স্যাডল থেকে লাফিয়ে পড়ে কভার খুঁজতে। কিন্তু শেষমেষ চিন্তাটা বাদ করে দিল। জুয়াটা খেলবে ও, কারণ চলন্ত অশ্বারোহীকে গুলি লাগানো কঠিন হবে প্রতিপক্ষের জন্যে।

রাইফেলের শব্দ শুনতে পেল ও; মাজলের শিখা জ্বলে উঠতে দেখল। ঘোড়ার সামনে পড়েছে গুলিটা, ছিটকে উঠেছে সামান্য বালি-মাটি। ঘোড়ার ঘাড়ের কাছে সেঁটে গেল জ্যাক। ওর দিকে ছোঁড়া আরও দুটো গুলি অল্পের জন্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। হার্কার ওকে অকুতোভয়ে এগোতে দেখে হয়তো ঘাবড়ে গেছে। আচমকা হার্কারের হিংস্র অথচ ভয়ার্ত গর্জন কানে এল ওর। পরক্ষণে একটা বুলেট জ্যাকের পায়ের পেশী ছিঁড়ে ঘোড়ার পিঠে বিঁধল। ও তখন হার্কারের একশো গজের মধ্যে।

ঘোড়াটাকে হোঁচট খেতে দেখে লাফিয়ে নেমে পড়ল জ্যাক। ঘোড়াটাও হাঁটু দুমড়ে একপাশে পড়ে গেছে ততক্ষণে। ওটার আড়ালে কভার নিল ও। এবং এর ফলে বেঁচে গেল জানে। রাইফেলের গর্জন প্রতিধ্বনিত হলো পরমুহূর্তে, দ্বিতীয় গুলিটাও হজম করল নিরীহ প্রাণীটা। ঘড়ঘড় করে শেষবারের মতন শ্বাস নিল ওটা। মাথাটা একবার ঝাঁকি মারতে গোটাদেহ কেঁপে উঠল থরথরিয়ে। তারপর নিথর হয়ে গেল চিরদিনের জন্যে।

ঘোড়াটার পেট ঘেঁষে শোয়া জ্যাক। হার্কার আছে উঁচু জায়গায়, মৃতদেহটা ওকে কতখানি কভার দিচ্ছে বুঝতে পারছে না জ্যাক। হামাগুড়ি দিয়ে বেহ্‌তর জায়গায় সরে যাওয়ার কোন উপায়ও নেই। এখন শুধু শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করার পালা। পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা, প্যান্টটা রক্তে চপচপ করছে। পাটা শিথিল করতে

চেষ্টা করে পারল ও, অনুমান করল খুব সম্ভব হাড়গোড় ভাঙেনি। ক্ষতস্থানে কষে বাঁধল রুমালটা, আপাতত আর কিছু করণীয় নেই।

নিজের সুবিধা সম্বন্ধে ভালই ওয়াকিবহাল হার্কার।

'বেরিয়ে এসো, কার্মডি। নয়তো রোদে পুড়ে মরবে,' বলল চিৎকার করে।

'তোমার কোন আশা নেই, হার্কার,' পাল্টা চেঁচাল জ্যাক। 'আমার লোকেরা এখুনি এসে পড়বে।'

এতে ভয় পাবে হার্কার, ভাবল জ্যাক। আতঙ্ক ওরও কম নয়। ও এখানে আটকা পড়ে আছে এই সুযোগে হয়তো আলগোছে সটকে পড়বে লোকটা। হার্কার কি করছে দেখতে মাথা তোলার সাহস হলো না ওর।

সময় যেন কাটতেই চাইছে না। হার্কার ইতোমধ্যে পালায়নি তো? নাকি জ্যাক মাথা তুলবে বলে অপেক্ষা করছে?

বাঁ চোখের কোণে হঠাৎ একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল ওর, ক্ষণিকের জন্যে হিম হয়ে গেল বুকের ভেতরটা। হার্কার কি এগিয়ে আসছে ওদিক থেকে? নাহ, সিরন—হার্কারের পেছনে পৌঁছতে পাঁচশো গজের একটা চক্রাকার রুট তৈরি করে নিয়েছে।

পরপর তিনটা গুলি করল জ্যাক, হার্কারের মনোযোগ ব্যস্ত রাখতে। পাল্টা একটা গুলি ছুঁড়ে জবাব দিল লোকটা।

'দেখে শুনে গুলি করো,' মশকরা করে চেঁচিয়ে বলল হার্কার, 'নইলে ফুরিয়ে যাবে যে।'

'ভেবো না, অনেক আছে,' জবাব দিল জ্যাক।

বিক্ষিপ্ত গুলি চালিয়ে হার্কারের মনোযোগ ধরে রাখতে চেষ্টা করল ও। বিবেচনা করে দেখল সিরনকে যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছে, মৃত ঘোড়াটার মাথার ওপর দিয়ে চকিতে একবার চাইল। হার্কারের

পেছনে পঁচিশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে সিরন। দাঁতে আটকানো ওর একটা ছুরি। তারমানে আরও কাছে যেতে চায়।

'তুমি ধরা দাও, হার্কার,' চেঁচাল জ্যাক। 'ন্যায্য বিচার পাবে কথা দিচ্ছি।'

'দড়ি?' খলখল করে হাসল হার্কার। 'গর্ডন হার্কারকে কোনদিন ফাঁসিতে চড়াতে পারবে না।'

আরেকবার তাকানোর ঝুঁকিটা গ্রহণ করল জ্যাক। সিরন ব্যবধানটা এখন প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে। দেখে মনে হচ্ছে হার্কারের ঠিক পেছনে এখন সে। ছায়ামূর্তির মতন নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে হার্কারের ঘাতক।

'হার্কার,' চেঁচিয়ে বলল জ্যাক। 'পেছনে তাকিয়ে দেখো।'

হেসে উঠল হার্কার।

'এগুলো পুরানো ফন্দি। নতুন কিছু—'

'ফন্দি না, মোটকা,' ঘাড়ের কাছ থেকে মৃদু কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল।

হার্কারের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেছে। হাঁচড়ে পাচড়ে উঠে দাঁড়াতে চাইল। রাইফেলটা ঘুরিয়ে তাক করার চেষ্টা করল মূর্তিমান বিভীষিকাটির উদ্দেশে। ত্বরিত এক কদম আগে বেড়ে ছোরার পোঁচ মারল সিরন। ক্ষুরধার ফলাটা চিরে দিল হার্কারের কব্জি থেকে কনুই অবধি, তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার করে রাইফেল ফেলে দিল ও।

টলছে রীতিমত ও, আহত হাতটা চেপে ধরে আছে, আঙুলের ফাঁক গলে রক্ত গড়িয়ে হাত ভিজিয়ে দিচ্ছে। ধীর পায়ে আগুয়ান লোকটির কাছ থেকে পিছু হটে যেতে লাগল ও। এবার চিনতে পারল ওকে। এ সেই ইণ্ডিয়ানটি, ওর তাঁবুতে এসেছিল।

'ইণ্ডিয়ান,' মিনমিন করে বলল, 'আমাকে চিনতে পারছ না,

তোমাকে এক বোতল হুইস্কি দিয়েছিলাম।'

'আমি ইণ্ডিয়ান না,' বলল সিরন। 'তুমি যে মেয়েটাকে অসম্মান করেছ তার বাবা।'

রক্ত সরে গেল হার্কারের চেহারা থেকে। চোখ বিস্ফারিত, মুখ হাঁ।

'কার্মডি,' গুঙিয়ে উঠল, 'ওকে ঠেকাও। ওর হাতে ছোরা। আমাকে মেরে ফেলবে। আমি না তোমার জাতভাই!'

আরেক পা পিছানোর পর পাথরে পিঠ ঠেকে গেল ওর।

'কার্মডি,' আর্তনাদ করল আবার।

এটাই ছিল ওর উচ্চারিত শেষ শব্দ। সিরন ঝাঁপ দিল ওর উদ্দেশে। ঝলসে উঠল ছুরির ধারাল ফলা।

উনিশ

সিরন ঘোড়াটাকে অ্যারোয়োর মুখের কাছে ফিরিয়ে আনল। আলফ্রেড নিশ্চয়ই বহু দূরে থাকতেই দেখতে পেয়েছে ওদের, কারণ ওর ক্ষীণ চিৎকার কানে আসছে। হুঁশিয়ার করতে চাইছে কি? গলার স্বরে তেমনটাই মনে হলো ওদের।

'এখানেই থামি,' বলল সিরন।

আবারও চেঁচাল আলফ্রেড। কিন্তু রাইফেলের শব্দে ঢাকা পড়ে

গেল চিৎকারটা। শ্বাস চাপল জ্যাক। গুলি খেলে ওভাবে লোকের কথা থেমে যায়।

আলফ্রেড ফের চেঁচাতে আরম্ভ করলে শ্বাসটা ছাড়ল জ্যাক। বুলেটটা নিশ্চয়ই মাথা নামিয়ে কাটাতে পেরেছে আলফ্রেড। তারমানে রাইফেলধারী বদমাশটা এখনও আছে ওপরে। ধরা পড়েনি। লোকটা কে জানে ও। মরডাক ছাড়া কেউ নয়। হার্কারের সাঙ্গপাঙ্গদের মধ্যে আর কারও অমন দৃঢ় সঙ্কল্প বা দ্রুত চিন্তার ক্ষমতা নেই।

'আমি যাচ্ছি,' বলল সিরন। জ্যাক ঘোড়া থেকে নামতে গেলে ভ্রূ কুঁচকে চাইল। 'পায়ে জখম নিয়ে আমাকে শুধু দেরিই করাতে পারবে। আমি দেখে আসছি কি ব্যাপার।'

'সাবধান। রাইফেলে মরডাকের হাত কিন্তু—'

ওর কথা কেড়ে নিল সিরন। 'দেখতে পাবে না। পাথর আর ছায়া ওখানে অনেক।'

ও গেছে অনেকক্ষণ হলো। আরও এক ঝাঁক গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেল জ্যাক। ওর ধারণা হলো, সিরনকে সুবিধা করে দেয়ার জন্যে মরডাককে ব্যস্ত রাখছে ওর লোকেরা। ওর অনুমান সঠিক, আরও মিনিট পনেরো বাদে ফিরল সিরন।

'ও অনেক উঁচুতে উঠে গেছে,' বলল ও, 'ক্লোজ ওর কাছে যেতে চেয়েছিল। সিনর আলফ্রেডের ধারণা বেচারা মারা গেছে।'

অশ্রাব্য খিস্তি করল জ্যাক।

'ডনের হাতে গুলি লেগেছে,' বলল সিরন, 'অনেক রক্ত বেরোচ্ছে। সিনর আলফ্রেড বলল মরডাককে ধরা সম্ভব হবে না। ও নাকি সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদেরকে ঠেকিয়ে রেখে, আরও উঁচুতে উঠে কিনারা দিয়ে নেমে যাবে। একবার পালালে কিন্তু গেল, আর ধরা

যাবে না।'

'পালাতে পারবে না,' গম্ভীর স্বরে বলল জ্যাক। অ্যারোয়োর পেছনটা রুক্ষ অঞ্চল, ওটা পেরোতে সময় লাগবে। 'আলফ্রেডের কাছে যেতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকাল সিরন।

'ওকে বলবে মরডাকের দিকে যেন গুলি চালাতে থাকে। ওর গুলির শব্দে জায়গাটা মার্ক করে নেব। কয়েক ঘণ্টা লাগবে এতে। বেশিও লাগতে পারে।'

দ্রুত আপত্তি তুলল সিরন।

'তোমার পায়ে চোট, সিনর। তুমি যেতে পারবে না। তোমার বদলে আমি যাব।'

পাটা দপ দপ করছে, পুড়ে যাচ্ছে, তবে ভার বইতে পারবে। তাছাড়া, বেশিরভাগটা রাস্তা রাইড করতে পারবে আশা করছে জ্যাক।

আলফ্রেড আর রীটার কথা ভাবল ও। স্মৃতিপটে ভেসে উঠল নীলের নিষ্পাপ মুখটা।

'মোটকা লোকটা তোমার ছিল,' বলল শান্ত সুরে, 'কিন্তু এ আমার।'

শ্রাগ করল সিরন। 'তোমার যেমন ইচ্ছা।'

জ্যাক ওর উদ্দেশে নড করে ঘোড়ার মুখ ফেরাল। উপত্যকাতল ধরে ক্যাম্পের দিকে এগোল। অনন্তকাল ধরে যেন চলছে যুদ্ধটা। জখমটা ধুয়ে পরখ করে নিল ও। কয়েক পা ফেলল, ব্যথায় বিকৃত হলো মুখ প্রতি পদক্ষেপে। পারবে সে। পারতেই হবে।

একটা রুমালকে গুটিয়ে, প্যাডের মতন বানিয়ে বেঁধে দিল ক্ষতস্থানে। একটা ক্যান্টিন ভরে তুলে নিল রাইফেল। ঘোড়া বদলে

নেবে কিনা ভেবেচিন্তে শেষমেষ এটাই রাখবে ঠিক করল। দ্রুতগামী অন্য আরেকটা বাছতে পারত, কিন্তু বন্ধুর ভূমিতে গতি কোন কাজে আসবে না।

উপত্যকার মেঝে ধরে এগোচ্ছে সে, কিনারায় পৌঁছতে প্যাসেজ খুঁজছে। মরডাক যেদিকে আছে সে পাশটায় থাকা চাই রাস্তাটা।

মাইল দুয়েক রাইডের পর ওটা খুঁজে পেল জ্যাক। ঘোড়াটাকে ওটার মর্জির ওপর ছেড়ে দিল, যেভাবে পারে উঠুক চুড়োয়—ক্লান্তি আর বেদনায় থমথম করছে ওর মুখের চেহারা।

শীর্ষে পৌঁছে পিছু ফিরে চাইল—যেদিক থেকে এসেছে। উপত্যকার প্রান্ত ধরে চলেছে ও, ব্যবহার করছে ওটাকে গাইড হিসেবে। পাথর স্তূপ ঘুরে রাইড করছে ও, দু'দুবার গতিপথ ছেড়ে গভীর, ছোট গিরিসঙ্কট পেরোতে হলো ওকে। এভাবে এঁকেবেঁকে চললে রাস্তা হারানোর ভয় থাকে। কান পেতে রয়েছে জ্যাক রাইফেলের শব্দের জন্যে, অনুমান করছে অ্যারোয়োর মুখের ওপরদিকে কোথাও রয়েছে সে। দূর থেকে ক্ষীণ একটা আওয়াজ শুনে কুঁচকে উঠল ভ্রূ ওর। যতখানি কাছে ভেবেছিল ততটা নয় সে।

থেমে ক্যান্টিন থেকে পান করল ও, অর্ধেকটা হ্যাটে ঢালল ঘোড়াটার জন্যে। তৃষ্ণার্ত প্রাণীটা প্রাণভরে পানি পান করল। ওটাকে বিশ্রাম দিতে সিগারেট ধরাল জ্যাক; পাটা টাটাচ্ছে, পরখ করল আবার। তাজা রক্ত চুঁইয়ে বেরিয়েছে প্যাড ছাপিয়ে। রাইডিঙের ফলে, চাপ পড়েছে ওতে। তাহলে হাঁটতে হলে কি অবস্থাটা হত?

ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা শুরু করল আবার ও। মনে প্রাণে চাইছে অবিরাম গুলি চালাক আলফ্রেড, নইলে মরডাকের অবস্থান

সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হবে না কখনোই।

আরেকটি গুলি শোনা গেল, শব্দটা অপেক্ষাকৃত জোরাল এবার। ওর সামনের দিকে নিচ থেকে এসেছে। অ্যারোয়োর ওপর দিয়ে নিশ্চয়ই চলেছে ও, যদিও দেখতে পাচ্ছে না ঝোপ-ঝাড়ের কারণে, ঠাস বুনুনি বড্ড বেশি এখানে, কোন কোন জায়গায় রাস্তা করে নিতে হচ্ছে জোর খাটিয়ে।

আরও কয়েকশো গজ গিয়ে থামল আবার, বুলেটের শব্দ শুনতে উদগ্রীব। যখন শুনল মনে হলো ঠিক ওর সামনে আর নিচ থেকে এল। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল ও, স্যাডল আর লাগাম ছাড়িয়ে ছেড়ে দিল জানোয়ারটাকে। যেদিক থেকে এসেছে সেপথে ফিরবে না ও।

অ্যারোয়োর খাতটার উদ্দেশে এগোল জ্যাক; মন্থর, সতর্ক পায়ে। সামনেই আছে ওটা, যদিও দেখতে পাচ্ছে না।

রাইফেলের গর্জন ওর গতিপথ শুধরে দিল কয়েক ডিগ্রি। প্রত্যুত্তরটা এল ঠিক সামনে থেকে, অ্যারোয়োর বুক চিরে। এপাশ থেকে এসেছে ওটা। ও রয়েছে মরডাকের ওপর দিকে এবং পেছনে।

শেষ পঁচিশ গজ ক্রল করল ও, ঝোপ সরিয়ে উঁকি মারল অ্যারোয়োতে। মরডাক একশো গজেরও কম দূরত্বে নিচে শোয়া, ঘাপটি মেরে নিরাপদে রয়েছে পাথুরে আশ্রয়ে। নিচ আর পাশ থেকে নিরাপত্তা পেলেও জ্যাকের অবস্থান ভয়ানক বিপজ্জনক ওর জন্যে।

কিনারে সাবধানে রাস্তা করে নিচ্ছে জ্যাক, প্রান্ত থেকে দশ গজ দূরে পৌঁছতে চাইছে একটা পজিশনে। এখন যেখানে আছে সেখান থেকে আংশিক নজরে আসে মরডাক, শ্রেয়তর পজিশন একেবারে

অরক্ষিত করে দেবে লোকটাকে। জ্যাকের ভয়, ওর লোকেরা ওকে মরডাক ভেবে ভুল করে না বসে।

এক ফুট এক ফুট করে অতিকষ্টে এগোচ্ছে ও, নিরীখ করছে প্রতি ইঞ্চি জমি, পাথর বা নুড়ি খসিয়ে ধরা পড়ার কোন ইচ্ছে ওর নেই। পছন্দসই জায়গাটায় পৌঁছে গেল ও, গোটা দেহ দেখতে পাচ্ছে এখান থেকে মরডাকের। ধীরে সুস্থে কাঁধে রাইফেলের বাঁট ঠেকাল। মরডাকের পিঠে গুলি করতে পারে ও, কিন্তু করবে না।

'মরডাক,' চেঁচাল।

লাফ মেরে উঠে সাঁ করে ঘুরল মরডাক। পাথর হয়ে গেছে। ফাঁদে পড়া জানোয়ারের অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে দেখল ওর চোখে মুখে জ্যাক। ও রাইফেল লাইনে আনার জন্যে দোল দিতে ফায়ার করল জ্যাক। বুকে বিঁধল গুলিটা, পেছনে টলিয়ে দিল ওকে। রাইফেল তুলতে তখনও প্রাণপণে যুঝছে দুটো হাত, জ্যাক গুলি করল আবার।

মরডাক উঁচু হলো পায়ের পাতার ওপর, খসে পড়ল হাত থেকে রাইফেল। কোমর সমান একটা বোল্ডারের ওপর পড়ে গেল ও, মুহূর্তখানেক ঝুলে রইল শরীরটা ওখানে। তারপর মন্থর গতিতে পাথরের ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার আড়ালে। ঢাল বেয়ে দেহটা নেমে গেলে আকস্মিক ঝাঁকির আর খরখর শব্দ শুনতে পেল জ্যাক। শোধবোধ। শান্তি পাবে এবার নীলের আত্মা।

অকস্মাৎ অবসাদ পেয়ে বসল ওকে। জীবনে আর কখনও এতখানি ক্লান্তি অনুভব করবে কিনা সন্দেহ হলো ওর। গলা চড়াতে বেগ পেতে হলো ওকে।

'আলফ্রেড,' চেঁচিয়ে বলল, 'মরডাক খতম।'

'দেখেছি, জ্যাক,' পাল্টা শোনা গেল, 'তুমি নামছ তো?'

'হ্যাঁ।'

নেমে আসতে দীর্ঘক্ষণ লাগল ওর। পাটা বেঁকে বসতে পারত যে-কোন মুহূর্তে, নতুন করে রক্তপাত শুরু হয়েছিল।

ওর জন্যে দল বেঁধে অপেক্ষা করছিল সবাই। কারও মুখে জয়ের হাসি দেখতে পেল না ও, সবাই পরিশ্রান্ত ওরই মত। লোক সংখ্যা কমে গেছে দলটির। বিজয় কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিয়েছে তার মাশুল।

'ক্লোজ?' জিজ্ঞেস করল জ্যাক।

বিমর্ষচিত্তে মাথা নাড়ল আলফ্রেড।

ডনের একটা হাত ঝুলছে স্লিং থেকে। শার্টের হাতা রক্তাক্ত ওর।

'ও কোথায় জানি আমি,' বলল, 'যাই দেখি।'

ও চলে যাওয়ার পর পনেরো মিনিট কেটে গেছে। হঠাৎ একটা পিস্তল শটের শব্দে চমকে উঠল জ্যাক। আবার কি হলো? 'কেউ ওকে গুলি করছে নাকি?'

মাথা নাড়ল আলফ্রেড। 'জানি না। মরডাকই তো শুধু বাকি ছিল।'

ফিরে এল ডন। ব্রায়ান ক্লোজের কথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পড়ল না জ্যাকের। জবাবটা লেপ্টে রয়েছে ডনের মুখে।

'তুমি গুলি করছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল ডন।

'ওদের একজন এখনও বেঁচে ছিল। ব্যথায় কাতরাচ্ছিল।'

আলফ্রেডের অভিব্যক্তি দেখে ম্লান হাসল ও।

'সিনর আলফ্রেড খুশি হতে পারলে না, তাই না?'

চুপ করে রইল আলফ্রেড।

'সময়ের হেরফেরে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। একটু আগেও খুশি মনে ওকে গুলি করত আমাদের মধ্যে যে কেউ। আর আমি এখন করলাম। ও বেশিক্ষণ বাঁচত না, সিনর আলফ্রেড। বেচারাকে অযথা কষ্ট দিয়ে কি লাভ?'

খোঁত করে উঠল আলফ্রেড, পা বাড়াল তাঁবুর উদ্দেশে। হোগান আর অস্কার সাহায্যের হাত বাড়াল জ্যাকের জন্যে। অ্যারোয়োর মুখের দিকে শরীর টেনে এগোতে, নিজেদের পরাজিত মানুষ মনে হলো ওদের। খাওয়া আর বিশ্রাম সেরে ক্লিফটন, স্পার আর ক্লোজের দাফনের ব্যবস্থা করবে ওরা।

ডন আর সিরন জ্যাকের সামনে সামনে হাঁটছে, গল্প করছে মার্তৃভাষায়। অন্যদের চাইতে নিঠুর বাস্তবের অনেক কাছাকাছি বসবাস ওদের। একাজটা করতেই হত, এখন শুধু শ্রাগ করে ভুলে যাওয়ার পালা।

প্রকাণ্ড একটা চাঁদ উঠেছে আজ। রুপোলী আলোয় চারদিক ঝলমলে। মৃদু হাওয়া দিচ্ছে। মনটা উতলা হয়ে উঠেছে জ্যাকের। কাল সকালে ক্যাম্পত্যাগ করবে ওরা। কথাটা ভাবতে বিভা ছড়াল ওর মুখের চেহারায়। শহরে ফিরতে উদগ্রীব সে। রীটা যে অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

***